জপজী

অথবা

নানক-গীতা

সদ্‌গুরু নানক প্রগটিয়া।
মিটী ধন্ধ জগ চানন হোয়া॥

গুরুদাস।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়
ময়মনসিংহ।

নানক-পূর্ণিমা।

২২ কার্ত্তিক ১৮৬৭ শক / ১৩৫৩ সন

মূল্য—॥০

প্রকাশক—শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম লাইব্রেরি
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট—কলিকাতা।
Printed by Kedareswar Gupta at the Sen Press, My..

জপজী।

মুখবন্ধ।

আদিগ্রন্থের প্রথম অধ্যায়।

হিন্দুর নিকট যেমন বেদ, খ্রীষ্টানের নিকট বাইবেল, মুসলমানের নিকট কোরাণ, সেইরূপ শিখ সমাজের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রের নাম 'আদি-গ্রন্থ'। সকল শিখের গুরু স্থানীয়, কিম্বা শিখ সংঘের নেতৃস্থানীয়, (বিধান-দাতা) বলিয়া আদিগ্রন্থকে অনেক সময়েই "গুরু-গ্রন্থ" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। [কেহ কেহ সম্মান করিয়া বলেন "গুরু-গ্রন্থ সাহেব", আবার তাহাই সংক্ষেপ করিয়া কেহ বলেন "গ্রন্থ সাহেব"।] জপজী গুরু-গ্রন্থের সারভাগ—আদিগ্রন্থের সর্বপ্রথম অধ্যায়। অতএব শিখের নিকট জপজী অপেক্ষা প্রিয়বস্তু আর কিছুই নাই।

বৈদিক সমাজ ও আদিগ্রন্থ।

কোনও কোনও ইউরোপীয় ঐতিহাসিক এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে বৈদিক যুগে আর্য্যজাতির ধর্ম্ম ব্যবস্থার যেরূপ আকার ছিল, পৌরাণিক যুগে তাহা সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। গুরু নানকের শিখ-সঙ্গত স্থাপন আবার বৈদিক যুগে প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা স্বরূপ। সেই পূর্ববত্ চিন্ময় নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা, সেই পূর্ববত্ জাতি ভেদহীন ঐক্যবর্ধক সাম্য, সেইরূপ আড়ম্বর হীন সরল ঈশ্বরারাধন, সেইরূপ পৌরোহিত্যের প্রাধান্য বিবর্জিত সমবেত স্বরে যৌথ স্তোত্রপাঠ। আবার বেদও যেমন বহু বহু ঋষিকর্ত্তৃক দৃষ্ট মন্ত্র রাশির সংগ্রহ, আদি গ্রন্থও তেমন একজন মাত্র মুনিদ্বারা রচিত হয়

নাই। তেত্রিশজন ভক্ত ভাবুকের রচনা ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে। তবে এই ভাবুকগণ সকলেই মহাসাত্বত দেবর্ষি নানকের দিব্য ভাবে অনুপ্রাণিত। আদি গ্রন্থের অবশিষ্ট অংশ, দেবর্ষি নানকের জপজীরই অনুরণন।

নানকের মর্ম্মবাণী

জপজী দেবর্ষি নানকের মর্ম্মবাণী। দেবর্ষি নানক যে সকল আধ্যাত্মিক সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সাধকের হিতার্থ সদ্‌গুরু নানক তাহা জপজীতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সূত্রাকারে গ্রথিত এই সত্যগুলি সাধন পথের অমূল্য সম্পদ্। জপজী সাধককে দিনে দিনে সিদ্ধিরদিকে অগ্রসর করিতে থাকে। ইহাই সূচিত করিয়া দেবর্ষি নানক বলিয়া গিয়াছেন,

হুকম রজাই চলনা, নানক লিখিয়া নাল ॥

"পরমেশ্বরের আদেশ—নানক যেমন লিখিয়া গিয়াছেন—মানিয়া চলিও। তবেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে"।

বৈদিক যুগের পরে পৌরাণিক যুগ, পৌরাণিক যুগের পরে আধুনিক যুগ। আচার্য্য রামানুজকে পৌরাণিক যুগের অন্তিম প্রতিভূ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। কারণ সেই সময় পর্য্যন্ত সংস্কৃত ভাষাতেই ধর্ম্ম তত্ত্ব প্রচারের প্রথা প্রচলিত ছিল। ইহার পর হইতে কথিত ভাষায় ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারিত হইতে আরব্ধ হইয়াছে। "স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজ বন্ধুনাম্ ত্রয়ী ন শ্রুতি গোচরা"—স্ত্রী, শূদ্র, এবং দ্বিজবন্ধু অর্থাত্ যাহারা দ্বিজকুলে জন্ম মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন, দ্বিজোচিত শিক্ষা পান নাই, ইহারা (শ্রুতি) সংস্কৃত ভাষা বুঝিতে পারে না। গণ-শিক্ষার জন্য কথিত ভাষাই উত্তম বাহন। তাই মহাত্মা কবীর বলিয়াছেন :—

কবীরা সংস্কৃত সংসারমে, পণ্ডিত করৈ বাখান।
ভাষা ভক্তি দৃঢ়াবহি, নিয়ারা পদ নির্বাণ ॥

সংস্কৃত ভাষা কেবল পণ্ডিতেই বুঝিতে পারে। প্রচলিত ভাষা ছাড়া ভক্তি দৃঢ় হয় না, কঠিন নির্ব্বাণ পদ লাভ হয় না।

যে সকল মহাপুরুষ আধুনিক যুগে ভক্তি ধর্ম প্রচার করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে চারিটী নাম সর্বজন পূজ্য। ইহারা ধর্মগগনে উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপ স্ব স্ব প্রভায় দেদীপ্যমান—ভক্তি মন্দিরের চারিটী স্তম্ভ সদৃশ। তাহাদের ভুবন মঙ্গল নাম, নানক ও চৈতন্য, কবীর ও রামকৃষ্ণ। ইহাদের সূচাগ্র তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম দৃষ্টির নিকট আধ্যাত্মিক জগতের কোনও সত্যই আত্ম প্রকাশ না করিয়া পারে নাই। অধ্যাত্ম-গিরির সকল কন্দরই ইহাদের আলোক পাতে সমুজ্জ্বল। তবে ইহাদের প্রত্যেকেরই সাধনার একটা বিশিষ্ট ধারা ছিল, তাই তাহারা পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। [মধ্বাচার্য্য ও বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি দার্শনিক-কে, কিম্বা তুকারাম ও নামদেব প্রভৃতি ভক্তকে, স্থূল গণনায় আমরা চৈতন্য ধারার অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই গণ্য করিতে পারি।]

যুগাবতার কলিপাবন এই চারিজন মহাতাপসের মধ্যে, মহাপ্রভু চৈতন্য, কিম্বা পরমহংস রামকৃষ্ণই আমাদের অধিক প্রিয়। তাহারা বাঙ্গালী, বঙ্গদেশবাসী, বঙ্গভাষা ভাষী, ইহা তাহাদের জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ হইলেও মুখ্য কারণ নহে। আমার মনে হয় হিন্দু সমাজের দুইটী বিশেষ সঙ্কট সময়ে—একবার যখন মুসলমানগণ মূর্ত্তি পূজাকে গরিষ্ঠ পাপ মনে করিয়া বিপুল উদ্যমে দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে দেব মন্দির সকল বিচূর্ণ করিতেছিল, আর একবার যখন পাশ্চাত্য খ্রীষ্টান সভ্যতা, অসভ্য আদিম বর্বরতার চিহ্নাবশেষ বলিয়া খ্যাপন করিয়া, মূর্ত্তিপূজাকে পৌত্তলিকতা নামে অভিহিত করিয়া শিক্ষিত হিন্দুর বিচার বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল,—হিন্দু সমাজের এই দুইটী বিষম সঙ্কট কালে, মহাপ্রভু চৈতন্য কিম্বা পরমহংস রামকৃষ্ণ, সাকার

মার্গে সাধন দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়া প্রত্যক্ষ দেখাইয়া গিয়াছেন, যে বিগ্রহ সেবায় লজ্জিত হইবার কোনও কারণ হিন্দু সন্তানের নাই। অবশ্য সাকারোপাসনা একটা আনুষঙ্গিক উপাধি (accident) মাত্র। আধ্যাত্মিক জগতের গূঢ় রহস্য প্রকাশ, এবং ঈশপ্রেমে তন্ময়, দিব্যোন্মত্ত জীবন যাপনই ইহাদের যুগাবতারত্বের নির্ণায়ক। তাই পরা-ভক্তিতে সাধন ও সিদ্ধির আদর্শ প্রতিষ্ঠারূপ বিশিষ্ট লক্ষণ দ্বারা বিচার করিলে, নিরাকারনিষ্ঠ নানক ও কবীরের মাহাত্ম্য ও আমাদের নিকট তুল্যরূপেই প্রতিভাত হইবে।

তন্মধ্যে "সকল ধর্মতন্ত্রই আদিতে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, হিন্দু হউক, পার্শী হউক, মুসলমান হউক, খ্রীষ্টান হউক, সকল ধর্মেই সত্য আছে," ইহাই কবীরের মূল মন্ত্র। আর কেমনে সেই সত্যগুলির একত্র সমাবেশ দ্বারা ধর্মজীবন সুগঠিত করা যায়, তাহাই নানকের বিশিষ্ট অবদান। অতএব সাধকের পক্ষে নানকের পূতবাণী পরম আদরের বস্তু। বিশেষতঃ চৈতন্য ও রামকৃষ্ণ তাহাদের নিজস্ববাণী স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। এ সম্বন্ধে আমরা যাহা জানিতে পারি, তাহা কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চরিতামৃত', কিম্বা শ্রীমকথিত 'কথামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে। পরন্তু জপজী দেবর্ষি নানকের নিজের রচনা। কবীরের বাণী, ভাগে ভাগে, কতক "বীজক" নামক পুস্তকে, কতক বা "আদিগ্রন্থে" পাওয়া যায়। জপজী নানকের সমগ্র বাণীর সার সংগ্রহ, তাহার উদাত্ত উদানের সংক্ষিপ্ত সমাহার। ভক্তি রাজ্যের স্তম্ভ চতুষ্টয়ের অন্যতমের মর্মবাণী বলিয়াও সাধকের নিকট জপজীর মূল্য খুব বেশী।

ভক্তিযোগের কাতন্ত্র।

ভক্তি জগতে জপজীর মত দ্বিতীয় আর একখানা গ্রন্থ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভক্তি সাধনার সকল অঙ্গের সংক্ষেপে একত্র সমাবেশের জন্যই দেবর্ষি নানক এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

একমাত্র জপজীর সাহায্যেই ভক্তি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা সম্ভবপর। কলিযুগের স্বল্পায়ু মানবের পক্ষে ইহা কম আনুকূল্য নহে। এই জন্য শিখগণ "কলিযুগ পাবন নানক আয়া" বলিয়া পরম শ্রদ্ধা ভরে গুরু নানকের আগমনী গান করিয়া থাকে। জপজী পরাভক্তি সাধকের নিত্য সহচর। ভক্তি দ্বিবিধ— অপরা ও পরা। বৈষ্ণব শাস্ত্রে ইহাদিগকেই বৈধী ও রাগত্মিকা ভক্তি বলিয়া বিভাগ করা হইয়াছে। কিন্তু রাগাত্মিকা ভক্তি লাভই বৈধী ভক্তি চর্চ্চার উদ্দেশ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট উপায়ে পূজা অর্চা দ্বারা ঈশ্বরের তুষ্টি সাধনের যে চেষ্টা, তাহার নাম বৈধী ভক্তি। আর ঈশ্বরের প্রেমে আত্মহারা হইয়া তাহার স্তুতি গান করিতে থাকা, কোনও বিধি নিষেধের অপেক্ষা না রাখিয়া সর্ব্বদা তন্ময় হইয়া থাকার নাম রাগাত্মিকা ভক্তি।

"তিনি আছেন" ও "তুমি আছ"র যে প্রভেদ, বৈধী ভক্তি ও রাগাত্মিকা ভক্তির প্রভেদও তাহাই, সংক্ষেপে এরূপও বলা যাইতে পারে। "তিনি আছেন" পরের নিকট এই কথা শুনিয়া যে ভক্তি, তাহার নাম বৈধী ভক্তি। "তুমি আছ" স্বয়ং এই কথা উপলব্ধি করিয়া যে ভক্তি, তাহার নাম রাগাত্মিকা ভক্তি। ঈশ্বরের অস্তিত্বে দৃঢ় প্রত্যয় না হইলে বৈধী ভক্তি সম্ভবপর নহে। ঈশ্বর আছেন এই কথা মানিয়া লইয়া প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা সময় ঈশ্বর আরাধনায় ব্যয় করা যাইতে পারে। মনে মনে একটা সান্ত্বনা থাকে, যে প্রকৃতই যদি ঈশ্বর থাকিয়া থাকেন, তবে এই সময়টা ব্যর্থ যাইবে না। কিন্তু জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তেই যদি তাঁহাকে স্মরণ পথে রাখিতে হয়, অন্য সকল কাজ অপেক্ষা যদি তাঁহার স্মরণের প্রাধান্য দিতে হয়, তবে ঈশ্বরের অস্তিত্বে অপেক্ষাকৃত দৃঢ় বিশ্বাসের প্রয়োজন। "হয়ত ঈশ্বর নাই" এইরূপ সংশয় বলবত্ হইলে, মনে হইবে "তাহার চিন্তায়

সকল সময় কাটাইয়া দিয়া হয়ত শেষে জীবনটাকে ব্যর্থ করিয়া ফেলিব"। এরূপ স্থলে তন্ময় হইয়া থাকিবার প্রবৃত্তি কমিয়া যাইবে। কাহারও বা পূর্ব সুকৃতি ফলে আস্তিক্য বুদ্ধি সহজেই লব্ধ হয়, কাহারও বা মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া আস্তিক্য বুদ্ধি উদ্দীপিত হয়; কিন্তু আস্তিক্য বুদ্ধি পরিপুষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত তন্ময়তা অথবা পরা ভক্তির উদয় হওয়া সম্ভবপর নয়। তন্ময়তার অভিনয় অবশ্য পৃথক্ কথা।

পরা ভক্তির উদয় হইলে ঈশ্বর আর মৃতকল্প থাকেন না, সাধকের অন্তরে জীবন্ত সত্য হইয়া উঠেন, তিনি আর দূরে থাকেন না, নিকটে আসেন তখন "তস্যৈবাহং" ভাব ছাড়িয়া জীব "তবৈবাহং" ভাবিতে আরম্ভ করে; "আমি তাহার দাস" বলে না, বলে "আমি তোমার দাস"।

পরা ভক্তিই পরম পুরুষার্থ—রুদ্রপ্রাপ্তিই শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। রুদ্র অপেক্ষা বড় আর কিছুই নাই--তাঁহাকে পাইলে আর কিছুই পাইবার বাকী থাকে না, আর কিছুই কাম্য থাকে না। জপজী পরা-ভক্তির সাধন; পরা-ভক্তি কাহাকে বলে কিন্তু পরা-ভক্তি কেমনে পাওয়া যায়, জপজী আমাদিগকে তাহা শিখাইয়া দেয়। পারস্পরিকতাই পরা-ভক্তির প্রাণ—দান-প্রতিদানই প্রেমের জীবাতু। অপরা ভক্তি অর্থাত্ বৈধ ভক্ত শুধু আত্মনিবেদন করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে, পরাভক্তি অর্থাত্ প্রেমিক ভক্ত প্রেম প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা করে। দয়িতের সাড়া না পাওয়া পর্য্যন্ত প্রেমিক তৃপ্তিলাভ করেনা। তাই (পরা ভক্তির পথিক) রসিক ভক্ত রুদ্রের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে; রুদ্রকে পিতা, মাতা, গুরু, প্রভু, পুত্র, সখা, পতি, পত্নী রূপে ভাবনা করিয়া নিবিড় তন্ময়তায় মগ্ন হয়। তাহার আর অপর চিন্তার অবসর থাকে না। ইহাই বৈষ্ণব শাস্ত্রে কথিত শান্ত-দাস্য-বাত্সল্য-সখ্য-

মাধুর্য্য রূপ পাঁচ ভাগে বিভক্ত রসাশ্রিত উপাসনা প্রণালী। তন্মধ্যে মাধুর্য্যরসে, রুদ্রকে পতি-পত্নী রূপে ভাবনাই সর্বাপেক্ষা অধিক তন্ময়তা আনয়ন করে। এইজন্য বৈষ্ণব শাস্ত্রে মাধুর্য্যরসের সমাদরই সর্বাপেক্ষা অধিক। তন্মধ্যে হিন্দু-বৈষ্ণবগণ রুদ্রকে পতি রূপে কল্পনা করেন, পার্শী বৈষ্ণব অর্থাত্ সুফীগণ রুদ্রকে পত্নী রূপে কল্পনা করেন।

মহাপ্রভু চৈতন্য মাধুর্য্য রসের শ্রেষ্ঠ সাধক। এই জন্য তাহাকে প্রেমানন্দ ঘন রাধিকার মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ বলিয়া বলা হইয়া থাকে। দিব্যোন্মত্ত কৃষ্ণ চৈতন্যের অন্য জ্ঞান নাই—রুদ্রের সত্তায় তাহার সত্তা বিলীন হইয়া গিয়াছে। মহাপ্রভু চৈতন্যেই পরাভক্তির চরম বিকাশ।

দেবর্ষি নানকেও পরাভক্তির চরম উত্কর্ষ প্রকটিত। তবে তিনি শান্তরসের পথিক—মাধুর্য্য অপেক্ষা শান্তরসকেই তিনি প্রধান্য দিয়াছেন। "হে প্রভো! তুমি গুরু, আমি শিষ্য—তুমিই কল্যাণের নির্দ্দেশ দিয়া থাক। মঙ্গলের পথে চলিবার শক্তি আমাদিগকে দেও, যেন আমরা মঙ্গল পথ হইতে স্খলিত না হই; তোমার প্রসন্নারুণ দক্ষিণ মুখের স্মিত হাস্য যেন নিরন্তর আমাদের জীবন পথকে উজ্জল করিয়া রাখে" ইহাই রাগানন্দ নানকের অজপা জপ।

ধীর ভাবে বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে নানকের নির্দ্ধারিত গুরু-ভাবে উপাসনাই ভক্তি সাধনার শ্রেষ্ঠ পথ। নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ খণ্ডন করিয়া, সবিশেষ পুরুষোত্তমবাদ স্থাপন করাই বৈষ্ণব দর্শনের বিশেষত্ব। রামানুজাচার্য্য দেখাইয়াছেন যে বিষ্ণু নির্বিশেষ নহেন, তিনি শুদ্ধ সত্ব স্বরূপ—হেয় প্রত্যনীক ও কল্যাণ গুণাকর। পাপ ও পুণ্য, তাহার নিকট সমতুল্য নহে, তিনি পুণ্যের রক্ষক ও পাপের উচ্ছেদক। অসাধারণ দার্শনিক শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়া গিয়াছেন ব্রহ্ম যদি নির্বিশেষই হইবেন, তবে তাঁহাকে 'সচ্চিদানন্দ' ও বলা চলে না, সচ্চিদানন্দ বলিতে গেলে ব্রহ্ম সবিশেষ এই কথা স্বীকার করা হয়, সচ্চিদানন্দস্বরূপ বিশেষ অভ্যুপগত

হয়। অপর পক্ষে ব্রহ্ম সবিশেষ বলিয়া স্বীকার করিলে, তাহার তাত পর্য্য এই দাঁড়ায় যে তিনি একটী অন্ধ শক্তি মাত্র নহেন, চক্ষুষ্মান্ পুরুষ—তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ, পুরুষোত্তম বিষ্ণু।

এই যুক্তি বলেই বৈষ্ণব দার্শনিকগণ নির্বিশেষ ব্রহ্মবাদ খণ্ডন করিয়া, সবিশেষ পুরুষোত্তমবাদ স্থাপন করিয়াছেন। অর্থাৎ জ্ঞান যোগ অতিক্রম করিয়া ভক্তিযোগে উপস্থিত হইয়াছেন। কেবল 'সোহহং' প্রতীতির মোহ কাটাইয়া উপাসনার পথে পদার্পণ করিয়াছেন

ইউরোপীয় দর্শনের আলোচনায়ও আমরা দেখিতে পাই, যে তারতম্য বোধকে (the idea of value) ভিত্তি করিয়াই ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। জগতে পাপ ও পুণ্য দুইই আছে, একথাও যেমন সত্য, আমাদের অন্তরে পুণ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও পাপের প্রতি অশ্রদ্ধা আছে একথাও তেমন সত্য। পুণ্যে শ্রদ্ধা ও পাপে অশ্রদ্ধা যদি আমরা ঈশ্বর হইতে না পাইয়া থাকি, তবে কোথা হইতে পাইলাম? বিশ্বের মূল শক্তিতে যদি পুণ্যে শ্রদ্ধা ও পাপে অশ্রদ্ধা থাকিয়া থাকে, তবে তিনি নির্বিশেষ চৈতন্য মাত্র নহেন—চক্ষুষ্মান্ পুরুষ বটেন। তাহা হইলে জ্ঞান যোগেই থামিয়া থাকিলে চলিবে না, ভক্তি যোগে পৌছিতে হইবে; ব্রেডলির Appearance and Reality পড়িয়াই ক্ষান্ত হইলে চলিবে না, প্রিঙ্গলপ্যাটিসনের The Idea of God ও পড়িতে হইবে।

কল্যাণ গুণাকরত্বের প্রতীতিই আস্তিক্য বুদ্ধির হেতু, এবং ভক্তি যোগের ভিত্তি ভূমি। তাই বেদ বলিয়াছেন :—

দৃষ্ট্বা রূপে ব্যাকরোত্ সত্যানৃতে প্রজাপতিঃ।
অশ্রদ্ধাম্ অনৃতে হদধাত্ শ্রদ্ধাং সত্যে প্রজাপতিঃ॥

যজুস্—২-৩৭-৯

প্রজাপতি রুদ্র সত্য ও অনৃতকে বিভিন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু সত্যে শ্রদ্ধা ও অনৃতে অশ্রদ্ধাও তিনিই দিয়াছেন।

উপনিষদ্ বলিয়াছেন

মহান্ প্রভুর্ বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্তকঃ।

শ্বেতাশ্বতর—৩-১২

বিশ্বের মূল শক্তি চক্ষুষ্মান্ 'পুরুষ'— তিনি সত্ত্বের প্রবর্তক।

ভাগবত বলিতেছেন

সত্ত্বং নোচেদ্ ধাতর্ ইদং নিজং ভবেত্।

বিজ্ঞানম্ অজ্ঞানভিদ্ অপি মার্জনম্॥

১০-২-৩৫

হে বিধাত, সত্ত্বগুণ যদি তোমার নিজ স্বরূপ না হইত, তবে অজ্ঞান বিনাশকারী বিজ্ঞানেরও কোনও মহিমা থাকিতনা। জ্ঞান ও অজ্ঞান তুল্যমূল্য হইত।

কল্যাণ গুণাকরত্বই যখন আস্তিক্য বুদ্ধির ভিত্তিভূমি, তখন উহাকেই পরমেশ্বরের বিশিষ্ট বিভাব বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। অর্থাত্ অন্যান্য যা কিছু শক্তি তাঁহাতে আছে তাহা আনুষঙ্গিক বিভাব মাত্র, স্বরূপ শক্তিতে তিনি হেয়-প্রত্যনীক ও কল্যাণ গুণাকর। সোজা কথায় বলিলে এই দাঁড়ায়, যে তাহার প্রধান মহিমা এইযে তিনি মানুষকে পুণ্যে প্রবৃত্তি দেন এবং পাপ হইতে নিবৃত্ত করেন। অর্থাত্ তিনি গুরু। অতএব ঈশ্বরে গুরুবুদ্ধিই উপাসনার শ্রেষ্ঠ প্রণালী—কারণ এই প্রণালীতেই তাহার স্বরূপ শক্তির সহিত সাক্ষাত্ সংস্পর্শ ঘটে। গুরুভাবে আরাধনাই নানকের অনুশাসনের বৈশিষ্ট্য। অতএব তত্ত্বের দিক্ দিয়া বিচার করিলে, উপেয় হিসাবে বিচার করিলে, নানকের ভক্তিবাদ অপেক্ষাকৃত উচ্চতর এ দাবী অযৌক্তিক মনে হইবেনা।

উপায় হিসাবে বিচার করিলেও নানকের ভক্তিবাদের উত্কর্ষ সহজেই প্রতিভাত হইবে। মহাপ্রভু চৈতন্য নির্দ্দিষ্ট মাধুর্য্যরসের

আরাধনা—পতি কিম্বা পত্নীর প্রেম দিয়া পরমেশ্বর রুদ্রকে ভালবাসা—অতি কঠিন পথ। "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া" এই পথ হইতে পতন অতি সুলভ। এক দিকে যেমন এই পথের গুণও অনেক বেশী—ইহাতে যাদৃশ প্রবল তন্ময়তা (তীব্র দিব্যোন্মাদ) অনায়াসে আনিতে পারে, অন্যত্র তাহা দুর্লভ, অপর দিকে ইহার দোষও বেশী। সাংসারিক দাম্পত্য প্রেমের সহিত গোল পাকাইয়া নিজের অজ্ঞাতসারেই সাধকের পতন ঘটিতে পারে।

এই পথ যে কত কঠিন, ইহার শুচিতা রক্ষা করিতে কত সতর্কতার আবশ্যক মহাপ্রভু নিজেই তাহা বলিয়া গিয়াছেন। মাধবী দেবী হইতে ভিক্ষা গ্রহণের অপরাধে মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন, অথচ মাধবী দেবী একজন মহাসাধিকা। বর্জন করিতে গিয়া চৈতন্য বলিয়াছিলেন— "আমি যে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, আমারই নিজের উপর ভরসা হয় না, আর ইহাদের সাহস দেখিয়া, কামিনীর নৈকট্য বিবর্জনে অবহেলা দেখিয়া, স্তম্ভিত হইতে হয়।" মহাতাপসের যোগ্য বাণী। তাহার সতর্কতা-বাণীকে উপেক্ষা করিয়া যাহারা নেড়া-নেড়ির রঙ্গরসের প্রশ্রয় দিয়াছেন, তাহারা ভক্তিপথের ঘোরতর অনিষ্ট করিয়াছেন।

মহাপ্রভু চৈতন্যের অবদান ও উদান, আদর্শ ও বাণী হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে মাধুর্য্যরসের সাধনায়, কতটা শুচিতা, কতটা পবিত্রতার প্রয়োজন। যাহাদের তাদৃশ সংযম শক্তি নাই, তাহাদের পক্ষে এই পথ উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী করে, অচকিতে নরকের দিকে লইয়া যায়। মাত্র মুষ্টিমেয় লোক মাধুর্য্যরসে সাধনার অধিকারী। জনসাধারণের পক্ষে শান্ত অথবা দাস্যরসই প্রশস্ততর। তাহারা গুরু ভাবে, পিতৃ-মাতৃ ভাবে, কিম্বা প্রভু ভাবেই রুদ্রের ভজনা করিবে। বাৎসল্য কিম্বা সখ্য, বিশেষতঃ মাধুর্য্যরস

পরিহার করাই তাহাদের পক্ষে সঙ্গত। এই দৃষ্টিতে অর্থাত্ উপায় হিসাবেও রাগানন্দ নানকের ভজন প্রণালী জনসাধারণের অধিক উপযোগী।

তাত্বিক দৃষ্টিতে গুরুভাবই পরমেশ্বর রুদ্রের শ্রেষ্ঠ বিভাব (Phase), উপায় হিসাবেও গুরুভাবে ভজ-ই জনসাধারণের অধিকতর উপযোগী, এইজন্য দেবর্ষি নানক-বিহিত-ভজন প্রণালী সাধন জগতে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবার যোগ্য বটে। জাতির পক্ষেও নানকের ভক্তিবাদ অমৃতের ন্যায় হিতকর। একদিকে ইহা পরমেশ্বর রুদ্রের কথা স্মরণ করাইয়া জনসাধারণের আস্তিক্য বুদ্ধি নিরন্তর জাগ্রত রাখে। অপর দিকে প্রাকৃত সহজিয়া বুদ্ধির উদ্‌ভ্রান্তির বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া, ইহা বিশুদ্ধ ভক্তিমার্গকে, নেড়ানেড়ির প্রণয় লীলার ব্যভিচারে পর্য্যবসিত হইতে দেয় না। তাই নানকের ভক্তিবাদ, শিখের মত একটা বীর জাতির সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে। "শিখের বলিদান," কেবল আধ্যাত্মিক নহে, রাজনৈতিক মুক্তির জন্যও ভারতের পক্ষে অমূল্য সম্পদ্।

অধিকন্তু অনুপম ভক্তিযোগী মহাপ্রভু চৈতন্য তাহার উপদেশাবলী স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। 'শিক্ষাষ্টক' নামক আটটী মাত্র শ্লোক তাঁহার রচনা বলিয়া বিখ্যাত। বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তগণের গ্রন্থ হইতে আমরা চৈতন্যের শিক্ষার সার সংগ্রহ করিতে পারি। জনসাধারণ তাহার শ্রীমুখ বাণীর আস্বাদ হইতে বঞ্চিত আছে। কিন্তু রাগানন্দ নানকের বেলায় একথা বলা চলে না। জপজীর প্রত্যেকটী কবিতায় নানকের ভণিতা সম্বলিত পদাবলীর আস্বাদ পাইয়া আমরা কৃতার্থ হইতে পারি। আর এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে, এই কাতন্ত্রে, ভক্তি মার্গের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। তাই শোকার্ত মানবকে ভরসা দিয়া তিনি

বলিতে পারিয়াছেন, "এই সংহিতার শিক্ষানুযায়ী জীবন গঠিত করিলে তোমরা দুঃখ ও পাপের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।"

কিব সচিয়ারা হোইয়ে,
কিব কূড়ে তুটৈ পাল।
হুকম রজাই চল না,
নানক লিখিয়া নাল॥

মানব কেমনে সত্যলাভ করিবে, কেমনে মোহের জাল ছিঁড়িতে পারিবে? নানকের লিখা অনুযায়ী রুদ্রের আদেশ মানিয়া চল, তবেই তাহা পারিবে।

ভক্তিযোগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধকের শ্রীমুখ বাণী বলিয়াও জপজীর বৈশিষ্ট্য বিলক্ষণ প্রখর।

কেবল বক্তার গৌরবেই নহে, বক্তব্যের গৌরবেও জপজীর অসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। ভক্তিবাদের সর্বোচ্চ বিকাশ শ্রীমদ্ভাগবতে। ভক্তি পথের অন্যান্য গ্রন্থগুলি জ্ঞান যোগের আওতায় হতপ্রভ হইয়া পড়িতেছিল। মুক্তিবাদের চাপে পড়িয়া ভক্তিমার্গ ইতিপূর্বে আত্মরক্ষার পথ পাইতেছিল না। শ্রীমদ্ভাগবতই ভক্তিমার্গকে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়া উহাকে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য শ্রেষ্ঠ পদে প্রতিষ্ঠিত করে।

দর্শন চর্চ্চা ভারতে অত্যন্ত প্রসার লাভ করিয়াছিল। আজও ভারতের দর্শন জগত্ প্রসিদ্ধ। দর্শনের মূল কথা এই যে এই সমগ্র বিশ্ব জগত্ কেবল একটী মাত্র সত্তা বা শক্তির পরিণতি। এই একমাত্র সত্তা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। ইনিই ব্রহ্ম। তিনি আছেন বলিয়া সত্, নিজে আছেন ইহা জানেন বলিয়া চিত্, আর তাহার কোনও অভাব নাই বলিয়া আনন্দময়। যিনি নিজের অস্তিত্বের বিষয় অবগত নহেন তাহা পূর্ণ সত্তা নহে। কিন্তু যিনি অনন্ত, তাহার কোনও অভাব থাকিতে পারে না, অতএব তিনি আনন্দময়। জীবও এই সচ্চিদানন্দ

ব্রহ্মের অংশ, সুতরাং স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দ। অবিদ্যা বশতঃ নিজকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন মনে করে বলিয়াই ক্লেশ পায়। আসক্তিই অবিদ্যার মূল। আসক্তিহীন হইতে পারিলে জীব নিরাবিল আনন্দে অবস্থান করিতে পারে। ইহার নামই মুক্তি। ইহাই দর্শনের নির্ণয়, আর ইহাই জ্ঞানযোগের পথ। এই পথে, ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্যজ্ঞানই—সোহহং জ্ঞানই, জীবের চরম লক্ষ্য। এই চরম অবস্থায় ঈশ্বরের কোনও স্থান নাই—তথায় ব্রহ্মই একমাত্র সত্তা। সেই পর্য্যন্তই ঈশ্বরারাধনার প্রয়োজন, যাবত্ লোকের ব্রহ্মজ্ঞান না হয়। ব্রহ্মজ্ঞান অবস্থায় ঈশ্বরের অস্তিত্বই উপলব্ধ হইতে পারে না, অর্চনা তো দূরের কথা। আর ধ্যান ধারণা দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান সহজে লাভ করা যায়, উপায় হিসাবেও ঈশ্বরকে আরাধনা করিবার প্রয়োজন অতি অল্প, ইহাই জ্ঞানযোগের অভিমত। দর্শনের তর্কজালের অন্তরালে ভক্তিযোগ তদানীং আত্মপ্রকাশ করিতে পারিতেছিল না। "মুক্তিই জীবের পরম কাম্য আর মুক্ত অবস্থায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই" এইরূপী হেত্বাভাসে বুদ্ধি আড়ষ্ট হওয়াতে সমাজে ঈশ্বর-পরায়ণতায় অনাদর ঘটিতেছিল।

এই দুরবস্থা দূর করিবার অভিপ্রায়ে ভাগবতকার বিশুদ্ধ ভক্তিমার্গ প্রচার করিলেন। ব্যষ্টির মুক্তি হয়, সমষ্টির মুক্তি হয় না। অতএব জগত্ ও জগদীশ্বর থাকিয়াই যান। অপরন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গেই দেহপাত ঘটে না, অতএব বিশ্ব ও বিশ্বেশ্বর থাকিয়াই যান।

তাই ভাগবতকার তারস্বরে রটনা করিলেন যে, মুক্তাবস্থায় ঈশ্বরারাধনার অবকাশ নাই একথা তো সত্য নহেই, বরং মুক্ত পুরুষের পক্ষে পরমেশ্বর রুদ্রের গুণ গান ছাড়া আর কোনও কর্ত্তব্যই নাই।

তিনি মুক্ত অর্থাত্ নিরপেক্ষ। কোনও পদার্থের অপেক্ষা অথবা কামনা তাহার নাই। তিনি কোন পদার্থের চিন্তা করিবেন? কোনও পদার্থের চিন্তা করিবার প্রয়োজন তাহার নাই। বরং মায়িক জগতের

কোনও পদার্থের চিন্তা করা তাহার পক্ষে বিপদ্জনক। বার বার চিন্তা দ্বারা সেই বিষয়ে আসক্তি জন্মিয়া তাহার পদস্খলন ঘটিতে পারে। মায়িক জগতের কোনও বিষয়ের চিন্তা না করিয়া, মায়াতীত পরমেশ্বর রুদ্রের লীলার কথা স্মরণ করাই তাহার পক্ষে নিরাপদ। তাই ভাগবত বলিলেন :—

জ্ঞানং যদা প্রতি নিবৃত্ত গুণোর্মিচক্রম্
আত্মপ্রসাদঃ উত যত্র গুণেষ্ অসঙ্গঃ।
কৈবল্য সম্মত পথস্ ত্বথ ভক্তি যোগঃ
কো নির্বৃতঃ হরিকথাসু রতিং ন কুর্য্যাত্।
২-৩-১২

কে বলে যে জ্ঞান যোগের সহিত ভক্তিযোগের সঙ্গতি নাই—ব্রহ্মজ্ঞান হইলে আর ঈশ্বরোপাসনার অবকাশ থাকে না? বরং ভক্তিযোগ জ্ঞান-যোগেরই পরিপক্ক অবস্থা। কারণ জ্ঞানোদয় অর্থই এই জগতকে মায়াময় অথবা অনিত্য বলিয়া জানা। জগতকে অনিত্য বলিয়া বুঝিতে পারিলে জগতে আর আসক্তি হয় না। তখন এক হরি কথা ভিন্ন কাল যাপনের আর কী অবলম্বন থাকে?

মুক্ত পুরুষের আর কোনও অবলম্বন নাই, অতএব তিনি হরি কথাকেই অবলম্বন করেন।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্য অহৈতুকীং ভক্তিম্ ইত্থম্ভূত-গুণো হরিঃ॥
১-৭-১০

হরির এমনই গুণ, যে কামনাহীন আত্মারাম মুনিগণেরও একমাত্র উপজীব্য তিনিই।

এই যে অহৈতুকী অপ্রতিহতা রতি ইহার নাম পরাভক্তি। অন্য যে কোনও কামনায়, এমন কি মুক্তি কামনায়ও যে হরি ভক্তি, তাহার

নাম অপরা ভক্তি। ইহাদিগকে কখনও যথাক্রমে রাগানুগা ও বৈধী ভক্তি নামে ও অভিহিত করা হইয়াছে।

পরাভক্তিই জীবের শ্রেষ্ঠ গতি। নিষ্কাম নিষ্কিঞ্চন মুক্ত পুরুষের ও যাহা অবলম্বন, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনসা (mentality) আর কী হইতে পারে? এই জন্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণ পরাভক্তিকে পঞ্চম পুরুষার্থ (অর্থাত্ চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষ অপেক্ষাও উচ্চতর পুরুষার্থ) বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মোক্ষই জ্ঞানযোগীর লক্ষ্য। মোক্ষ অর্থ মুক্তি, দুঃখ হইতে মুক্তি, পাপ হইতে মুক্তি। মানুষ যে নিজের সুখ দুঃখ নিজেই সৃষ্টি করিয়া লইতে পারে, মনের দৃঢ়তা থাকিলে মানুষ যে, যে কোনও দুঃখে ও অবিচলিত থাকিতে পারে, ইহাই জ্ঞানযোগীর শিক্ষা। বাহ্যবিষয়ে সুখ নাই, সুখের উত্স নিজের মন। তাই জ্ঞানযোগী পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাইতে ব্যগ্র নন; কোন পাপাচরণ করিবার কারণ তাহার নাই। মনের দৃঢ়তা অর্থ অবর আত্মাকে (ইন্দ্রিয়জ প্রেরণাকে) সংযত ও উপেক্ষা করিয়া, পরাত্মাতে অর্থাত্ সাক্ষি-চৈতন্যে অবস্থান। ইহাই জ্ঞানযোগের লক্ষ্য।

মানুষ যদি দুঃখ ও পাপের হাত হইতে অব্যাহতি পায়, তবে তাহার আর কী প্রাপ্তব্য থাকিতে পারে? অতএব মোক্ষই শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তব্য. আর মোক্ষের সাধন স্বরূপে জ্ঞান যোগেই শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া ইতিপূর্বে বিবেচিত হইতেছিল।

ভাগবত বলিলেন মুক্তপুরুষেরও একটী অবলম্বন থাকে, হরি কথাই সেই অবলম্বন। অর্থাত্ মোক্ষের পরেও একটী পুরুষার্থ আছে, পরাভক্তিই সেই পঞ্চম পুরুষার্থ। অতঃপর ভক্তিযোগে উপায় মাত্র রহিল না। অর্থাত্ হরিভক্তিকে মোক্ষলাভের উপায় মাত্র মনে করিবার কারণ রহিল না। বরং মুক্তপুরুষেরও হরিভক্তির প্রয়োজন আছে, অতএব

ভক্তির স্থান মুক্তি অপেক্ষা উচ্চ। মুক্তপুরুষ অন্য সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছেন—সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তিনি মুক্ত। কিন্তু হরিভক্তিকে তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন না! বরং অন্য সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়াই, তাহার অন্য কোনও অবলম্বন নাই বলিয়াই, হরিভক্তিই তাহার একমাত্র অবলম্বন। হরিভক্তি ব্যতীত তাহার গত্যন্তর নাই।

অহ্ন্যাপৃতার্তকরণাঃ নিশি নিঃশয়নাঃ
নানা মনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োঽহপি দেব
যুষ্মত্ প্রসঙ্গ বিমুখাঃ ইহ সংসরন্তি॥

ভাগবত— ৩-৯-১০

ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণও যদি তোমার চিন্তা ছাড়িয়া দেন, তবে তাহারা আবার সংসার চক্রে পতিত হন। তখন অন্য জীবের ন্যায় তাহাদেরও লাঞ্ছনার অন্ত আর থাকে না। নানা পদার্থ সংগ্রহ করিতে তাহাদের দিন চলিয়া যায়। রাত্রিতেও নিদ্রা আসে না। যদিও বা কখনও নিদ্রা আসে, বিষয় চিন্তার ব্যগ্রতায় ক্ষণে ক্ষণে সেই তন্দ্রা ছুটিয়া যায়। সাংসারিক ঘটনার আঘাতে তাহাদের সকল চেষ্টা বার বার বিফল হয়—তাহারা কেবল দুঃখের পর দুঃখই ভোগ করিতে থাকেন।

হরিভক্তিকে পঞ্চম পুরুষার্থরূপে ব্যখ্যা করিয়া ভাগবত ভক্তিযোগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন। "মুক্তির উপায় রূপেই কেবল ভক্তির আদর" একথা বলিবার আর হেতু রহিল না। ভক্তি স্বপ্রতিষ্ঠ হইল—ভক্তির নিজের জন্যই ভক্তির আদর ইহা প্রতীত হইল। অতএব যাহারা ভক্তিকে জ্ঞানযোগের অঙ্গ মাত্র বলিয়া অনাদর করিতেছিলেন, তাহাদের দিন ফুরাইয়া গেল।

কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ হইতে ভক্তিযোগের প্রাধান্য খ্যাপন করিয়া ভাগবত ঘোষণা করিলেন—

নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতম্
ন শোভতে জ্ঞানম্ অলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদ্ অভদ্রম্ ঈশ্বরে
ন চার্পিতম্ কর্ম যদপ্য অকারণম্॥

ভাগবত— ১-৫-২২

এমন যে সুচারু জ্ঞানযোগ, তাহাও যদি অচ্যুতে শ্রদ্ধার সহিত সংযুক্ত না থাকে তবে তাহা শোভা পায় না। কর্ম্মযোগের কথা আর কী বলিব, যদি ঈশ্বরে কর্মফল অর্পণ না করা যায়, তবে নিষ্কাম হইলেও সেই কর্ম্মের মূল্য খুব বেশী নহে।

ভক্তিকে তাহার গৌরবময় পদে স্থাপন একমাত্র ভাগবতই করিয়াছে। ভক্তির এরূপ অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা, পঞ্চম পুরুষার্থরূপে ভক্তির প্রতিষ্ঠা, আর কোনও গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই না। তাই ভাগবত ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ভাগবত প্রচারের পর হইতেই ভক্তিযোগ নবীন গৌরবে সমুজ্জ্বল হইয়াছে, সাধন জগতকে নূতন আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। নানকের জপজী এই নূতন আলোকের উত্তরাধিকারী। ভাগবতের পূর্ববর্ত্তী অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থ হইতে জপজীর ইহাই বিশিষ্টতা। ইহাতে পরাভক্তির মূর্চ্ছনা স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়।

তবে ভাগবতে লীলা ও তত্ত্ব দুয়েরই সমাবেশ আছে। পরাভক্তির স্বরূপ কী, তাহার প্রয়োজন কী, কিরূপে পরাভক্তি লাভ হইতে পারে, একদিকে যেমন সেই আলোচনা আছে, অপরদিকে পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণের জীবন চরিত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে সাধন জগতের অনেক গূঢ়রহস্য প্রকাশ করা হইয়াছে। যেমন বস্ত্রহরণের ইঙ্গিত এই যে পঞ্চম বর্ষীয় বালকের ন্যায় সম্পূর্ণ যৌনজ্ঞান বিবর্জিত না হওয়া পর্য্যন্ত

একেবারে নিষ্পাপ হইতে পারা যায়না ; কিম্বা রাসলীলার ইঙ্গিত এই যে পরকীয়া প্রীতির উন্মাদনা নিয়া ভালবাসিতে পারিলে তবে ভগবদ্দর্শন ত্বরান্বিত হয়। কিন্তু লীলা অংশের ত্রুটি এই যে একমাত্র উচ্চাধিকারীর পক্ষেই ইহা উপযুক্ত। নিম্নাধিকারীর পক্ষে ইহা বিপরীত ফল দেয়। ভাগবতের লীলাভাগ উচ্চাধিকারীকে আরও উন্নত করে, আর নিম্নাধিকারীকে আরও নিম্নে পাতিত করে। হয়ত এই জন্যই জপজীতে ভাগবতের লীলাভাগ একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইহাতে শুধু তত্ত্বভাগই আছে। এমন কথাও বলা চলে যে, পরাভক্তির যুগল অবতার চৈতন্য, ভাগবতের লীলাভাগ, এবং নানক, তত্ত্বভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ যাহাই হউক, জপজীতে শুধু তত্ত্বভাগই আছে। এইজন্য ইহা জনসাধারণের অধিকতর উপযোগী। লীলার গূঢ়রহস্য বুঝিতে না পারিয়া বিভ্রান্ত হইবার আশঙ্কা জপজীতে নাই। এইজন্য ভক্তিযোগের কর-সংহিতা রূপে ব্যবহৃত হইবার পক্ষে জপজীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। কোমল মতি বালকদিগকে ভাগবত পাঠ করিতে দেওয়া নিরাপদ নহে। ' সাত বৎসর বয়স হইতেই বালকদিগকে জপজীর আবৃত্তি শিখান যাইতে পারে। যদিও ভাগবতই ভক্তি শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, তথাপি একবারেই ভাগবত হাতে না লইয়া, জপজীর সাহায্যেই উহাতে প্রবেশের চেষ্টা অধিকতর সমীচীন।

বিশেষতঃ জপজী অপ্রচলিত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত না হওয়াতে বহুসংখ্যক লোক ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারে। জনসাধারণকে ভক্তিযোগের রহস্য বুঝাইবার পক্ষে জপজীর মত উপযোগী দ্বিতীয় আর একখানা গ্রন্থ নাই বলিলেও চলে। ফলকথা ভাগবত ভক্তি শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, আর জপজী তাহার সার ; কেবল লীলাভাগ বিবর্জ্জন করা হইয়াছে, আর ইহা কথিত ভাষায় রচিত হইয়াছে, এইমাত্র প্রভেদ। ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের সারভাগ কথিতভাষায় সংগৃহীত করিয়াছেন,

ইহা রাগানন্দ নানকের অপূর্ব্ব গৌরবের পরিচায়ক। জনসাধারণকে বিশুদ্ধ ভক্তিধর্ম্মে শিক্ষাদিবার জন্য তাহার এই আগ্রহ দেবর্ষি নানককে ভক্তিযোগীদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছে। দেবর্ষি নানক ভক্তাবতার শিরোমণি। জপজীর রচনাই নানককে অনন্যসাধরণ বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে।

নানকের বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করিতে গিয়া অনেকে বলেন যে তিনি হিন্দু ও মুসলমানদিগকে ঐক্য বন্ধনে গ্রথিত করিতে চাহিয়াছিলেন ইহাই তাহার বিশিষ্টতা। ইহারা স্থূলদর্শী। ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ভাগবতের সার সিদ্ধান্তগুলি লৌকিক ভাষায় প্রচার করিয়া তিনি জনসাধারণকে পরাভক্তির আস্বাদ দিতে পারিয়াছিলেন ইহাই তাহার প্রধান কীর্ত্তি। তিনি জাতির হস্তে এমন একখানি গ্রন্থ দিয়া গিয়াছেন, যাহার সাহায্যে জাতি নব বলে বলীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি সংগঠনের মহাগুরু। তিনি একটী নূতন জাতি সৃষ্টি করিয়াছেন, এমনও বলা যাইতে পারে। তথাপি বলিব পরাভক্তির বিশুদ্ধ রূপ আবালবৃদ্ধ বণিতার গোচরীভূত করিয়াছিলেন, ইহাই গুরু নানকের বিশিষ্টতা। হিন্দু মুসলমানের ঐক্য প্রতিষ্ঠা ইহার অবান্তর ফল মাত্র। পরাভক্তির বিশুদ্ধরূপে, হিন্দুর ন্যায় মুসলমানও আকৃষ্ট না হইয়া পারে নাই। বিশেষতঃ হিন্দু তন্ত্র ও পার্শী তন্ত্র উভয়ই একই মূল বেদ হইতে উদ্ভূত। আর পার্শী তন্ত্রের সহিত ইসলামের সৌসাদৃশ্য এত প্রকট, যে তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে ইসলামকে পার্শী তন্ত্রের আরব্য সংস্করণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

ভক্তিযোগ কাহাকে বলে ?

মানুষের জীবনে একটা উদ্দেশ্য আছে। কেবল উন্মত্ত ব্যক্তিরই জীবনে কোনও উদ্দেশ্য থাকে না। আমরা যাহাকে বলি

জীবনের উদ্দেশ্য, প্রাচীনেরা তাহাকে বলিতেন পুরুষের প্রয়োজন, কিম্বা পুরুষার্থ। প্রাচীনদিগের গণনায় পুরুষার্থ চারিটী— অর্থ (ক্রিয়া বা ব্যাপার), কাম (সুখ), ধর্ম (কর্তব্য) এবং মোক্ষ (ব্রহ্ম দর্শন)। ইহার নাম চতুর্বর্গ। আধুনিকদের গণনায়ও পুরুষার্থ সংখ্যায় চারিটীই। তবে তাহাদের অভিধায় কিছু পার্থক্য আছে। ইহারা যথাক্রমে—কাম (সুখ), ধর্ম (কর্তব্য) আত্মদর্শন (Self Realisation) এবং ভগবদ্দর্শন (God Realisation)। তন্মধ্যে কাম বা সুখের অন্বেষণ মানুষকে অধোগামী করে। অন্য তিনটী পুরুষার্থ মানুষকে উর্দ্ধগামী করে। অতএব উপাদেয় পুরুষার্থ বলিতে তিনটী—ধর্ম্ম, আত্মদর্শন ও ব্রহ্মদর্শন। ইহারাই যথাক্রমে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ নামে বিখ্যাত।

মানুষের চিত্তের তিনটী বৃত্তি— বাসনা (Willing) চেতনা (Knowing) এবং বেদনা (Feeling)। সাধারণতঃ ইহাদিগকে আমরা ইচ্ছা, জ্ঞান ও রস (সুখ-দুঃখানুভূতি) বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি। বাসনা, চেতনা ও বেদনা ছাড়া চিত্তের চতুর্থ আর একটী বৃত্তি নাই। আর চিত্তের যে কোনও অবস্থায়ই এই তিনটী বৃত্তির প্রত্যেকটীই কিছু না কিছু থাকিবেই। কোনও সময়ে বাসনা প্রবল, কোনও সময়ে চেতনা প্রবল, কোনও সময়ে বেদনা প্রবল। কিন্তু কোনও সময়েই ইহাদের কোনওটী লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এমন হয় না। যখন আমরা কোনও বস্তু পাইতে ইচ্ছা করি, তখন বাসনা বৃত্তি প্রবল, কিন্তু লক্ষ্য সম্বন্ধে জ্ঞান এবং প্রাপ্তি কল্পনার আনন্দ তখনও আছে। যখন আমরা কোনও পুস্তক পাঠ করিয়া জ্ঞান আহরণ করি, তখন চেতনা বৃত্তি প্রবল, কিন্তু সঙ্গে জানিবার ইচ্ছা এবং জানার সুখ উভয়ই বর্ত্তমান আছে। যখন আমরা নাটকের অভিনয় দেখিয়া আনন্দে উত্ফুল্ল হই, তখন বেদনা বৃত্তি প্রবল, কিন্তু আমি যে নাটক দেখিতেছি এই জ্ঞান, এবং নাটক দেখিবার ইচ্ছা, উভয়ই

বর্তমান। ফলকথা বাসনা, চেতনা, ও বেদনা, এই তিনটী বৃত্তিছাড়া চিত্তের অন্য কোনও বৃত্তি নাই। এবং সচেতন জীবের প্রতি মুহূর্তেই এই তিনটী বৃত্তি অল্পাধিক বর্তমান।

বাসনা, চেতনা ও বেদনা (ইচ্ছা, জ্ঞান ও প্রেম) এই তিনটী বৃত্তির উপর যথাক্রমে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ প্রতিষ্ঠিত। অর্থাত্ চিত্তের প্রত্যেক বৃত্তিটীকে আশ্রয় করিয়া এক একটী যোগ অবস্থিত। যাহাদের বাসনা অথবা ইচ্ছাশক্তি প্রবল, তাহাদের জন্য কর্মযোগ, যাহাদের চেতনা অথবা বুদ্ধি শক্তি প্রবল তাহাদের জ্ঞান-যোগ, আর যাহাদের বেদনা অর্থাত্ প্রেমশক্তি প্রবল তাহাদের জন্য ভক্তিযোগ অধিকতর উপযোগী।

এটা অবশ্য স্থূল গণনা। কারণ প্রথমতঃ কেহই বাসনা, চেতনা ও বেদনা বিবর্জ্জিত নহে। প্রত্যেক মানবেই এই তিনটী বৃত্তি বর্ত্তমান, অতএব প্রত্যেক মানবেরই কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির প্রয়োজন আছে। দ্বিতীয়ত কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি, এই তিনটী যোগের মধ্যে একটা পৌর্বাপর্য্য সম্বন্ধ আছে। প্রথমে কর্ম্মযোগ, তত্পরে জ্ঞানযোগ এবং পরিশেষে ভক্তিযোগ, ইহাই আধ্যাত্মিক সাধনার নির্দ্দিষ্ট ক্রম।

কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ বলিতে কী বুঝা যায় সে সম্বন্ধে লোকের খুব ভ্রান্ত ধারণা আছে। কারণ এবিষয়ে স্পষ্ট ধারণা না করিয়াই অনেকে এই শব্দগুলি প্রয়োগ করেন। ভাগবতে এই যোগত্রয় সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে। তবে তথায় কর্ম্মযোগ অনেকস্থলে বৈরাগ্যযোগ নামে অভিহিত হইয়াছে— 'জ্ঞান বৈরাগ্য যুক্তেন ভক্তিযোগেণ চাত্মনা' (৩-২৫-১৮)। কারণ রাগ অথবা তৃষ্ণার জয়ই কর্ম্মযোগের মূল সূত্র।

কর্ম্মযোগ অর্থ প্রজ্ঞা (Conscience = বিবেক) অথবা কর্ত্তব্যের পথ। সুখের প্রলোভনে মুগ্ধ না হইয়া কর্ত্তব্যে স্থির থাকার নামই

কর্ম্মযোগ; সে ব্যক্তির ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকুক আর নাই থাকুক। জ্ঞানযোগ অর্থ সাক্ষিচৈতন্যে অবস্থান অথবা অনপেক্ষার পথ। কোনও রূপ দ্বন্দ্বে—পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ, আলোক তিমির প্রভৃতিতে অভিভূত না হইয়া, সকল অবস্থার দ্রষ্টা স্বরূপে সচ্চিদানন্দ সাক্ষিচৈতন্যে অবস্থান করিবার নামই জ্ঞান যোগ, এইরূপ ব্যক্তির ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকুক আর নাই থাকুক।

ভক্তিযোগ অর্থ পরমেশ্বর রুদ্রে অকপট অনুরাগ। এই বিশ্ব সংসারের সহিত আমাকেও যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহারই নির্দ্দেশে আমাদের পুণ্যে অনুরাগ হয়, যাহারই কৃপায় মানুষ সাক্ষিচৈতন্যে অবস্থান করিবার শক্তি পায়, তাহাকেই সুহৃদ্ ও প্রভু জানিয়া আত্মসমর্পণের নাম ভক্তিযোগ।

কর্মযোগেই আধ্যাত্মিক জীবনের আরম্ভ, জ্ঞানযোগে তাহার বিকাশ, আর ভক্তিযোগে তাহার' পরিপক্ক অবস্থা। ভক্তিযোগে অবস্থান সাধকের জীবনের চরম পরিণতি। পরমেশ্বর রুদ্রের সাক্ষাত্-কারই পরম পুরুষার্থ। যদি পরমেশ্বর না থাকিয়া থাকেন, তবে কর্ম-যোগ ও জ্ঞানযোগেরই বা কী সার্থকতা? কর্তব্যনিষ্ঠ হইয়া সে যে সুখ ভোগ ত্যাগ করিল, নিরপেক্ষ হইয়া যে সে মমতা ত্যাগ করিল, তাহা যথার্থ ভাল করিল কি মন্দ করিল ইহা মানুষকে কে বলিয়া দেয়? কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের চরম পুরস্কার তাহাকে কে দেয়? কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ যে পুরুষার্থ, কাহার প্রেরণায় সে ইহা বুঝিতে পারে? আর রুদ্র যদি থাকিয়াই থাকেন, তবে তাঁহার দর্শন না পাওয়া পর্য্যন্ত মানুষের পরম তৃপ্তি কেমনে আসিতে পারে? ভক্তিযোগই সাধককে রুদ্রের সমীপে লইয়া যাইতে পারে। ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ভাগবত; আর জপজী ভাগবতের সার।

ভক্তিযোগই সাধনার শ্রেষ্ঠ পথ হইলেও, কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগকে অপ্রধান বলিয়া উপেক্ষা করা চলে না। কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের মধ্য দিয়াই ভক্তিযোগে পৌছিতে হয়। সাধনার এই ক্রম অতিক্রম করা চলে না। যে ব্যক্তি প্রজ্ঞাকে অবহেলা করিয়া, কর্তব্য লঙ্ঘন করে, তাহার পক্ষে হরিনাম কীর্ত্তন কেবল ভণ্ডামি মাত্র। আর যে ব্যক্তি সাক্ষি-চৈতন্যকে অবহেলা করে, সুখ দুঃখে উদাসীন হইতে যে শিখে নাই, তাহার পক্ষে হরি ভক্তি একটা আত্মবঞ্চনা মাত্র। সে পরমেশ্বর রুদ্রকে স্তব স্তুতিরূপ কিছু ঘুষ দিয়া নিজের কতক সাংসারিক সুখ সুবিধা আদায় করিয়া লইতে চায় এই মাত্র। যিনি প্রজ্ঞার অনুসরণ করিয়া সুখের প্রলোভন জয় করিতে পারিয়াছেন, সাক্ষি-চৈতন্যে অবস্থান করেন বলিয়া কোনও কিছুর কামনাই যাহার নাই, তিনিই ভক্তিযোগের যোগ্য পাত্র। এই ভবরঙ্গ মঞ্চ মাঝে তিনি দ্রষ্টারূপে অবস্থান করেন, আর এই নাট্য যিনি সাজাইয়াছেন, এই রঙ্গাভিনয় দেখিবার সুযোগ যিনি তাহাকে দিয়াছেন, তাঁহার গুণ গান স্বতঃই তাহার কণ্ঠে স্ফুরিত হয়। ইহাই পরাভক্তির ঝঙ্কার, দেবর্ষি নারদের বীণা স্বর-ব্রহ্মের মূর্চ্ছনা।

অতএব ভক্তিযোগ শ্রেষ্ঠ পথ হইলেও কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগকে উপেক্ষা করা চলে না। তাহা করা সম্ভবপরও নয়, কারণ বেদনার ন্যায়, বাসনা এবং চেতনাও, চিত্তের অপরিহার্য্য বৃত্তি। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ, এই সকল পথই আমাদের সকলের জন্য।

বেদেই মানব জাতির আধ্যাত্মিক সাধনার পথে প্রথম পদক্ষেপ। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ, প্রত্যেক যোগের সূচনা আমরা বেদেই পাই। বেদ বলিয়াছেন

যজ্ঞেন যজ্ঞম্ অযজন্ত দেবাঃ।

ঋগ্বেদ—১-১৬৪-৫০

মহাপুরুষগণ 'কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য' (Duty for duty's sake) করিয়া থাকেন। ইহা কর্মযোগের কথা।

আবার বলিয়াছেন

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন।

ঋগ্বেদ—১-১৬৪-৩০

শূন্যতাই (নিষ্কামনত্বই) ঋগ্বেদের আশয়। ইহা জ্ঞানযোগের কথা।

আবার বলিয়াছেন,

যদ্ অগ্নে স্যাম্ অহম্ ত্বম্,

ত্বং বা ঘা স্যাঃ অহম্।

ঋগ্বেদ—৮-৪৪-২৩

হে ইন্দ্র (অগ্নি) কবে আমি তুমি (তোমার) হইব, তুমি আমি (আমার) হইবে? ইহা পরম প্রেম অথবা পরাভক্তির কথা।

বেদের পরিশিষ্ট রূপে অথর্ব-বেদ রচিত হইয়াছিল। অথর্বান্ রামচন্দ্রের পৃশ্নি, এবং অথর্বান জরথুস্ত্রের গাথা, অথর্ব-বেদের সার স্বরূপ। ইহাদের রহস্য মন্থন করিয়া পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণ তাহার অনুপম আশীর্বাদ গীতায়, কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগের সামঞ্জস্য বিধান করেন। কিন্তু কাল ক্রমে নানাবিধ আবর্জনা আসিয়া গীতার বাণীকে লোক লোচনের অন্তরাল করিয়া ফেলে। সমাজ তখন, আসন মুদ্রা ও প্রাণায়ামকে কর্মযোগ, শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ প্রভৃতি বেদাঙ্গ পাঠকে জ্ঞানযোগ, আর ব্রত হোম পুরশ্চরণকে ভক্তিযোগ, বলিয়া মনে করিতে আরম্ভ করিল। প্রজ্ঞা (conscience = বিবেক) যে কর্মযোগের প্রাণ, সাক্ষি-চৈতন্য যে জ্ঞানযোগের প্রাণ, আর ভগবত্প্রেমই যে ভক্তিযোগের প্রাণ তাহা বিস্মৃত হইল। নানাবিধ জাদু ও অভিচার আসিয়া ধর্মচর্য্যার স্থান গ্রহণ করিল। যিনি আর্ত্তমানবকে "সম্ভবামি যুগে যুগে" বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন, এই দুরবস্থা অপনোদনের জন্য তিনি আত্মপ্রকাশ

করিলেন। কর্মযোগের বিশুদ্ধরূপ প্রদর্শনের জন্য গৌতমবুদ্ধরূপে, জ্ঞানযোগের বিশুদ্ধরূপ প্রদর্শনের জন্য বর্ধমান জিন রূপে, আর ভক্তি-যোগের বিশুদ্ধরূপ প্রদর্শনের জন্য রাগানন্দ নানকরূপে, আত্মপ্রকাশ করিয়া তিনি এই ভারত ভূমিকে পবিত্র করিলেন। ইহাদের জীবন ও বাণীতে, ইহাদের অবদান ও উদানে, কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির বিশুদ্ধরূপ দেখিতে পাইয়া আমরা পরমার্থ পথে অগ্রসর হইয়া নিশ্চিত সিদ্ধিলাভ করিতে পারি। যতদিন ইহারা জীবিত ছিলেন, ইহাদের অনুপম আদর্শে মানুষ উন্মত্ত হইত। ইহাদের অন্তর্ধানের পর, ইহাদের শ্রীমুখবাণী "ধর্ম্মপদ" "মূল সূত্র" ও "জপজী" হইতে আমরা প্রেরণা লাভ করিতে পারি। যদি আর্য্য সাধনার শ্রেষ্ঠ ফল হইতে আমরা নিজদিগকে বঞ্চিত করিতে না চাই, তবে "ধর্ম্মপদ" "মূল সূত্র" ও "জপজী" আমাদের নিত্য পাঠ্য। আর ধর্ম্মপদ, মূল সূত্র ও জপজীর আশয় সম্পূর্ণ বুঝিতে হইলে, বুদ্ধ, জিন ও নানকের জীবন বৃত্তান্তের সহিত আমাদের কিছু কিছু পরিচয় থাকা আবশ্যক।

নানকের জীবন চরিত।

পুণ্যভূমি সপ্তসিন্ধু জনপদ আর্য্যজাতির আদিম বাসস্থান। এই প্রদেশেই বেদ, ও অথর্ববেদ (ভার্গববেদ ও আঙ্গিরসবেদ), ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক, রচিত হয়। পাণিনির জন্মভূমি সালাতুর গ্রাম এই সপ্তসিন্ধুরই অন্তবর্ত্তী। বেদে ও উপস্থায় সপ্তসিন্ধু বার বার উল্লিখিত হইয়াছে। এই স্থান হইতে বিস্তৃত হইয়াই আর্য্যগণ পূর্বে ভারতবর্ষে, এবং পশ্চিমে ইলাবৃতবর্ষে (ইরাণে) বসতি স্থাপন করেন।

প্রবল সিন্ধুনদ এবং তাহার সাতটী শাখা যে ভূভাগে প্রবাহিত তাহার নাম সপ্তসিন্ধু। তন্মধ্যে পাঁচটী শাখা যথা বিতস্তা (ঝিলম) অসিক্লী (চিনাব) পরুষ্ণী (ইরাবতী-রাভি) বিপাশা (বিয়াস) এবং শতদ্রু

(সাটলেজ) বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের সীমানায় পড়ে। দুইটী শাখা, কুভা (কাবুল নদী) এবং গোমতী (গোমল নদী), বর্তমানে আফগানিস্থানের সীমানায় অবস্থিত। বেদে এই সাতটী শাখার নামই উল্লিখিত আছে।

অথর্ববেদের যুগে আর্য্যগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। সাকার বাদী অথবা দেব-পূজকগণ রহিলেন সিন্ধুর পূর্বতীরে কিন্তু নিরাকার বাদী অথবা অসুর পূজকগণ রহিলেন সিন্ধুর পশ্চিম তীরে। পবিত্র সপ্তসিন্ধু জনপদ তখন দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল। পূর্বভাগের নাম হইল পঞ্চাল এবং পশ্চিম ভাগের নাম হইল গান্ধার। অথর্ববেদের দুই শাখা—ভার্গববেদ (উপস্থা) এবং আঙ্গিরসবেদ। পঞ্চালে আঙ্গিরস শাখার এবং গান্ধারে ভার্গব শাখার প্রাধান্য রহিল। জনপদটী দুই ভাগে বিভক্ত হইলে ও মহাভারতের যুগ পর্য্যন্ত সপ্ত সিন্ধুর সামাজিক জীবন অবিভক্তই ছিল। তাই গান্ধারী ও পাঞ্চালী উভয়েই কুরু বংশের রাজমহিষী হইয়াছিলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অমৃতময় ফল ভগবদ্ গীতা। আধ্যাত্মিক জীবনের সকল রহস্য তাহাতে খুলিয়া বলা হইয়াছে। তাই অতঃপর আর্য্যসমাজে বহির্জীবনের প্রতিষ্ঠা চলিয়া গিয়া, অন্তর্জীবনের প্রতিষ্ঠা বাড়িতে লাগিল, বিচার আসিয়া আচারের স্থান গ্রহণ করিল।

গৌতম বুদ্ধের "ধর্ম্মপদ" এবং বর্ধমান জিনের "মূল সূত্র" ভগবদ্ গীতার উপরই প্রতিষ্ঠিত। উহারা যথাক্রমে গীতোক্ত কর্মযোগ ও জ্ঞান যোগের সম্প্রসারণ। বুদ্ধ ও জিনের দেবোপম চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া সহস্র সহস্র লোক বৌদ্ধতন্ত্র ও জৈন-তন্ত্র গ্রহণ করিল। তাই দেখিতে পাই, খ্রীষ্ট পূর্ব তৃতীয় শতকে, শেকেন্দর শাহের আক্রমণের পর, জৈন সম্রাট চন্দ্র গুপ্ত এবং বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোক, সপ্ত সিন্ধুর উভয় খণ্ড পঞ্চাল ও গান্ধারে রাজত্ব করিতেছেন। খ্রীষ্ট পূর্ব ৭৮ অব্দে বৌদ্ধ তন্ত্রাবলম্বী শকবংশীয় সম্রাট্ মহারাজ কনিষ্ক সপ্তসিন্ধুতে রাজত্ব করিতেন।

এই সময়ে বিষ্ণু পুরাণ রচিত হয়। বাসুদেব গোবিন্দের পূত চরিত্রকে আশ্রয় করিয়া ভক্তিযোগের ব্যাখ্যা ইহাতে করা হইয়াছে। পুরাণ প্রচারের ফলে, কর্মযোগমূলক বৌদ্ধতন্ত্র এবং জ্ঞানযোগমূলক জৈনতন্ত্রের প্রভাব হ্রাস পাইয়া ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান হইতে থাকে।

তাই দেখিতে পাই সহস্র বত্সর পরে মুসলমান আগমনের প্রাক্কালে, চৌহান বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ পঞ্চালে, এবং শাহ বংশীয় ব্রাহ্মণগণ গান্ধারে রাজত্ব করিতেছেন।

তুরুষ্ক বংশীয় সরদার সবক্তগীন ৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধার আক্রমণ করেন এবং ব্রাহ্মণ বংশীয় শাহী সম্রাট্কে পরাজিত করিয়া গজনীতে রাজধানী স্থাপন করেন। তাহার পুত্র সুলতান মামুদ ১০.০.১. খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চালের রাজা জয়পালকে পরাজিত করিয়া পঞ্চনদ জয় করিয়া লন। তখন হইতে মুসলমান ধর্মাবলম্বী রাজাগণ সপ্তসিন্ধুতে রাজত্ব করিতে থাকেন।

৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে খলিদের নেতৃত্বে ইসলাম ধর্মাবলম্বী আরবগণ পারস্য দেশ আক্রমণ করে। শেষ পারস্য সম্রাট্ যজতকীর্তি (Yajdi gird) নাহাবন্দের যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। যজতকীর্তিই ছিলেন আর্য্যসংস্কৃতির পশ্চিমদিকের দ্বারপাল। তাহার পতনের ফলে, আর্য্যসমাজে বিপর্য্যয় উপস্থিত হইল। পারস্যের প্রায় সমগ্র অধিবাসিগণই, এবং সপ্তসিন্ধুর অধিকাংশ অধিবাসীই বিজেতার অনুকরণে ইসলামতন্ত্র গ্রহণ করিল।

আর্য্যগণ প্রায় সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত হতবীর্য্য হইয়া রহিয়াছিলেন। ১৬৯৯. খ্রীষ্টাব্দে বৈশাখ মাসে সিংহচক্র (খালসা-সঙ্গত) প্রবর্তিত করিয়া গণনাথ গোবিন্দ সিংহ আর্য্যদিগকে হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের পন্থা দেখাইয়া দেন। আঙ্গিরস ও ভার্গব বেদের সম্মেলন, হিন্দু ও পার্শী সভ্যতার সমন্বয়কেই গোবিন্দ সিংহের জীবনের মূলসূত্র বলিয়া

বলা যাইতে পারে। এই মূলসূত্র আবিষ্কারই জাতীয় সমস্যা সমাধানে চক্রপাণির অবদান, কিন্তু ইহাই তাঁহার অসামান্য সফলতার কারণ।

চক্রপাণি গোবিন্দ সিংহেই হিন্দু পার্শী সাধনার সমন্বয় মূর্তি গ্রহণ করিয়াছে; পরন্তু রাগানন্দ নানকেই এই সমন্বয়ের প্রথম সূত্রপাত, এরূপ বলা যাইতে পারে।

হিন্দুতন্ত্র ও পার্শীতন্ত্র উভয়ই ভক্তিযোগের উপর প্রতিষ্ঠিত। সাকার ও নিরাকার ভেদে উপাসনা প্রণালীর পার্থক্য থাকিলেও ভক্তি যোগই এই উভয়ের উপজীব্য। আচার ভেদের অন্তরালে রুদ্র-রাগই (ভাগবত্তক্তিই) উভয়তন্ত্রকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। তাই আচার বাহুল্য বর্জন করিয়া ভক্তিযোগের সার স্বরূপ রুদ্ররাগকেই ধর্মজীবনের অবলম্বন রূপে গ্রহণ করিয়া রাগানন্দ নানক হিন্দুতন্ত্র ও পার্শীতন্ত্রের সমন্বয়ের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন। যে সপ্তসিন্ধু জনপদ আর্য্যজাতির আদিম বাসস্থান, যথায় বেদ রচিত হইয়াছিল, অথর্ববেদ প্রচারিত হইয়াছিল, সেই সপ্তসিন্ধুই রাগানন্দ নানকের জন্মভূমি। সপ্তসিন্ধুতেই বৈদিক সভ্যতা প্রথম বিকশিত হয় বৈদেশিক প্রভাব প্রতিহত করিয়া সপ্ত সিন্ধুতেই তাহা পুনরুজ্জীবিত হইল।

পঞ্জাবের রাজধানী লাহোর। প্রসিদ্ধি আছে যে ভগবান রাম চন্দ্রের দুই পুত্র লব ও কুশ যথাক্রমে লবপুর ও কুশাবতী নামক দুইটী নগর স্থাপন করেন। পুরাতন লবপুরই বর্তমানে 'লাহোর' এবং কুশাবতী "কসুর" নামে পরিচিত। লাহোরের উত্তর পশ্চিম কোণে, রাভি নদীর তীরে, লাহোর হইতে ২৫ মাইল দূরে তালবন্দী নামক গণ্ডগ্রাম অবস্থিত। ১৩৯১ শকাব্দে (১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে) এই তালবন্দী গ্রামেই রাগানন্দ নানক জন্ম গ্রহণ করেন। গুরু নানকের আবির্ভাব দ্বারা পরিত্রীকৃত এই তালবন্দী গ্রামকে শিখরা বর্তমানে "নানকানা সাহিব" নামে অভিহিত করে। ইহা এখন একটী ক্ষুদ্র নগর এবং রেলওয়ে ষ্টেশন, শেখুপুরা জেলায় অবস্থিত।

রাগানন্দ নানকের পিতার নাম কল্যাণ দাস, সংক্ষেপে বলা হইত কালু। তাহার মাতার নাম ত্রিপৃতা দেবী। কল্যাণ দাস একজন সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ ছিলেন। তত্কালে "বেদী" এবং "শোধি" বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ পঞ্জাবে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিল। রাগানন্দ নানক জন্মিয়াছিলেন বেদি বংশে, এবং গুরু গোবিন্দ সিংহ জন্মেন শোধি বংশে। বেদি বংশীয় ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে বেদের চর্চা সমধিক প্রচলিত ছিল। এই জন্য চক্রপাণি গোবিন্দ সিংহ, "বিচিত্র নাটক" নামক আত্মজীবন-চরিতে লিখিয়াছেন।

জিনৈ বেদ পঠিও, সো বেদি কহায়ে।
তিনৈ ধরমকে করম নেকো চলায়ে॥

তিনি বেদ পড়িয়াছিলেন বলিয়া "বেদি" নামে অভিহিত হইতেন। তাই তিনি ধর্মপথ ভাল করিয়া চালাইতে পারিয়াছিলেন।

নানকের এক জেষ্ঠ্যা ভগ্নী ছিলেন। তাহার নাম নানকী। "নানক" ও "নানকী", "নানা" (মাতামহ) শব্দ হইতে উদ্ভূত। যে শিশু মাতামহের প্রিয়, পঞ্জাবে তাহাকে আদর করিয়া নানক বলিয়া ডাকা হইত। অন্যান্য শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াই কাঁদিতে থাকে। আর্য্যজাতির আদিম ধর্মগুরু অথর্বান জরথুস্ত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াই হাসিতে ছিলেন।*1 রাগানন্দ নানক ও সহাস্য বদনেই ভূমিষ্ঠ হন।*2 পরমেশ্বর রুদ্রের বদন কমলে যাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ, সংসারের দুঃখ দৈন্য তাহাদিগকে কেন কাঁদাইতে পারিবে?

*1. Taraporevala—The Relegion of Zarathustra P. 28
*2. Kartar Singh—Life of Guru Nanak Dev P. 20

হরি দয়াল নামক একজন জ্যোতির্বিদ নানকের জন্ম পত্রিকা রচনা করেন। তিনি গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন, যে এই অদ্ভুত শিশু সম্রাটের ন্যায় পরাক্রান্ত হইবে, কিঞ্চ সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া তাহার যশ ছড়াইয়া পড়িবে।

পাঁচ বৎসর বয়সে গুরু নানকের হাতে খড়ি হয়, এবং গ্রাম্য পাঠশালায় তিনি পঞ্জাবী ভাষা এবং কিছু কিছু গণিত শিক্ষা করেন। পরে বেদাদি শাস্ত্র পাঠের সুবিধার জন্য তিনি এক পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করেন। এইরূপে হিন্দু শাস্ত্রের সহিত পরিচয় লাভ করিয়া পার্শী শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য তিনি একজন মৌলবীর নিকট পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করেন।

শৈশব হইতেই গুরু নানক অত্যন্ত কর্তব্য-পরায়ণ ছিলেন। ইদানীং তাহার উপনয়ন সংস্কার হয়, এবং তিনি পারিবারিক গোচারণের ভার গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি পরিব্রাজক সাধু সংন্যাসীর সংস্পর্শে আসিতে থাকেন এবং সাংসারিক কার্য্যে তাহার অবহেলা জন্মে।

পাছে গুরু নানক সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, এই ভয়ে পিতা কালু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। আত্মীয়স্বজনের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি গুরু নানককে সুলতানপুরে পাঠাইয়া দেন। বিবি নানকীর স্বামী শ্রীজয়রাম, সুলতানপুরে নবাব দৌলতখানের অধীনে দেওয়ানের কার্য্য করিতেন। জয়রামের অনুরোধে দৌলতখান গুরু নানককে সরকারী মুদিখানার (ভাণ্ডার গৃহের) হিসাব রক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত করেন।

হিসাব রক্ষকের কার্য্য গুরু নানক সুচারুভাবেই করিতে লাগিলেন। কিন্তু সাংসারিক লাভ ক্ষতিতে ঔদাসীন্য তাহার পূর্ববৎ প্রবলই ছিল। যাহা কিছু উপার্জন করিতেন, তাহার প্রায় সবটাই তিনি সাধু সেবায় ব্যয় করিতেন। তিনি পাছে সংসার ত্যাগ করিয়া

চলিয়া যান এই আশঙ্কা পিতা মাতার দূর হইল না। তাই তাহারা পরামর্শ করিলেন যে তাহাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিতে হইবে। পিতা মাতার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া নানক বেশী আপত্তি করেন নাই। অবশেষে বাটাতলা গ্রামের অধিবাসী বাবা মূলা মহাশয়ের কন্যা সুলক্ষণী (সুহনী) দেবীর সহিত গুরু নানকের বিবাহ হয়। নানকের বয়স তখন উনিশ বৎসর। ১৪৯৪ খ্রীষ্টব্দে শ্রীচাঁদ নামে তাহার এক পুত্র জন্মে এবং ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মীদাস নামক তাহার দ্বিতীয় পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। পরবর্তিকালে গুরু নানকের প্রথম পুত্র শ্রীচন্দ্রই "উদাসী" নামক সংন্যাসী সম্প্রদায় স্থাপন করেন।

এইরূপে প্রায় দশবৎসর গুরু নানক গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিলেন। বাহির হইত দেখিতে তিনি একজন গৃহস্থ, কিন্তু তাহার অন্তর্জীবন রুদ্রের ধ্যানে তন্ময় থাকিত। ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রুদ্রের আহ্বান তিনি শুনিতে পাইলেন। একদিন নদীতে স্নান করিতে গিয়া নিমজ্জন করিবার পর তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। তিনদিন পর্য্যন্ত তাহার আর কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না। তিনদিন পরে যখন তিনি ফিরিয়া আসিলেন, তখন তিনি একজন পরিবর্তিত মানুষ। তাহার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়াছে, তিনি দিব্যোন্মাদে আবিষ্ট, আত্মীয় স্বজনকে চিনিতে পারেন না। সংসার তাহার নিকট শৃঙ্খল বলিয়া বোধ হইল। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। বিপাশার অপর তীরে গোইন্দাল (গোবিন্দালয়) নামক গ্রামে কয়েকদিন বাস করিয়া, তিনি জন্মভূমি তালবন্দিতে আগমন করেন। সেইখানে কয়েকদিন গ্রামের বাহিরে কাটাইয়া দিয়া পরে পঞ্জাবের স্থানে স্থানে তাহার সার্ব-ভৌমিক নূতন ধর্মতত্ত্ব তিনি প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার অলৌকিক চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে লোক এই নূতন ধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। তন্মধ্যে তালবন্দির ভূম্যধিকারী বুল্লার রায় একজন প্রধান।

বুহ্লার রায় ভট্টি বংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। কিন্তু তাহার পিতা ভব রায় ইসলাম তন্ত্র গ্রহণ করায় ইহারা মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন। এখন শিখতন্ত্র গ্রহণ করিলেন। শেখ মজ্জন নামক একজন দস্যু গুরু নানকের প্রভাবে গড়িয়া দস্যুতা পরিহার পূর্ব্বক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। ইনিই প্রথম শিখ প্রচারক। পরবর্তিকালে শেখ বিরাম, হামজা ঘোষ, প্রভৃতি ফকীরগণ নানকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

গুরু নানক কুরুক্ষেত্র হরিদ্বার প্রভৃতি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া নূতন ধর্মতন্ত্র প্রচার করিতে লাগিলেন। পাণিপথে শেখ সরফ্ নামক একজন প্রসিদ্ধ ফকির বাস করিতেন। নানক তাহাকে শিখধর্মে দীক্ষিত করিলেন। তত্‌পরে গুরু নানক দিল্লীতে যান। সিকন্দর লোদি তখন দিল্লীর সম্রাট্। কোরাণের বহির্ভূত ধর্মপ্রচার করিতেছেন, এই অপরাধে সেকেন্দর লোদি গুরু নানককে কারারুদ্ধ করেন। কারারুদ্ধ থাকা কালে গুরু নানক তন্ময় হইয়া রুদ্রের ভজন গান করিতেন, সেই অবস্থায় তাহাকে একদিন দেখিতে পাইয়া সেকেন্দর লোদি তাহাকে কারামুক্ত করিয়া দেন।

অতঃপর রাগানন্দ নানক সমগ্র আর্য্যভূমিতে—আর্য্যাবর্তে ও আর্য্যায়ণে (ইরাণে)—শিখতন্ত্র প্রচারের সংকল্প করিলেন। তিনি পরিব্রজ্যায় বাহির হইলেন। তাহার গায় সবুজবর্ণের আলখাল্লা, তদুপরি শাদা উত্তরীয়, মাথায় কিরীট (cap); গলায় হাড়ের মালা, ললাটে জাফরাণের তিলক। এই অভিনব বেশে সজ্জিত হইয়া বালা ও মরদানা নামক শিষ্যদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া তিনি প্রদেশ ভ্রমণে নির্গত হইলেন।

প্রথমে তিনি পূর্বদিকে যান। বারাণসী পাটনা, গয়া হইয়া তিনি ঢাকায় আসেন। ঢাকা নগরীতে তিনি যথায় পদার্পণ করেন, তথায় একটী গুরুদ্বারা আছে। ইহা ঢাকার উপকণ্ঠে "রায়ের বাজার" নামক পল্লীতে অবস্থিত। তিনি আসাম ও কাছাড় হইয়া ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত

গমন করেন। ফিরিবার পথে তিনি পুরীধাম হইয়া ফিরেন। জগন্নাথের মন্দিরে রচিত তাহার "গগণময় থালু রবিচন্দ্র দীপক বনে" শীর্ষক স্তোত্রটী ভক্ত সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধ। তথা হইতে রোহিল খণ্ড হইয়া তিনি পঞ্জাবে ফিরিয়া আসেন।

অতঃপর তিনি পশ্চিমদিকে গমন করেন। সুরাট ও করাচী হইয়া তিনি মক্কায় যান। তিনি মিশর ও ইস্তাম্বুলে গিয়াছিলেন এরূপও প্রসিদ্ধি আছে। তাহার পারস্য ভ্রমণ কেবল কবির কল্পনা নহে। তাহার পদার্পণের স্মৃতিতে বাগদাদে যে গুরুদ্বারা গঠিত হইয়াছিল আজও তীর্থযাত্রীগণ তাহা দেখিতে পায় *। বাগদাদ পরিত্যাগ করিয়া গুরু নানক, আদিম ধর্মরাজ অথর্বান জরথুষ্ট্রের জন্মভূমি "রজি" নগরে গমন করেন। ইহা পারস্যের রাজধানী তিহরানের সন্নিকটবর্ত্তী। তথা হইতে তিনি বাকু, কাসগড়, ইয়ারকন্দ সমরকন্দ প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। তত্পর তিনি বহ্লীক (Bactria) দেশে গমন করেন। বহ্লীকের অধিপতি সম্রাট্ বিষ্টাশ্বই মঘবান জরথুস্ত্রের প্রধান শিষ্য ছিলেন, এবং সম্রাট্ অশোক যেমন বৌদ্ধতন্ত্র প্রচারের প্রধান সহায়ক, সম্রাট্ বিস্তাশ্ব ও সেইরূপ পার্শীতন্ত্র প্রচারের প্রধান স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন। গুরু নানক বহ্লীক হইতে কাবুলের পথে পঞ্জাবে প্রত্যাবর্তন করেন। কাবুলে তিনি যে গুরুদ্বারা স্থাপন করেন তাহা আজও বর্তমান আছে।

অতঃপর রাগানন্দ নানক দক্ষিণদিকে ভ্রমণ করেন। বিকানীর আজমীর, হোসঙ্গাবাদ হইয়া তিনি মহারাষ্ট্র দেশে যান। তথা হইতে কন্যাকুমারিকা হইয়া তিনি সিংহল গমন করেন। সিংহলের অধিপতি রাজা শিবনাভ তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

---

*(i) Kartar Singh—Life of Guru Nanak Dev P. 181

(ii) Desh Sevak Book Agency—The Gurudwara Reform Movement. P. 1

অতঃপর সদ্‌গুরু নানক উত্তরদিকে বাহির হইলেন। তিনি কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া মানস সরোবরে ও কৈলাসে গিয়া সিদ্ধযোগীদের সাক্ষাত্‌ লাভ করেন। তথা হইতে তিনি নেপাল ও তিব্বত ভ্রমণ করেন। কথিত আছে তিনি চীন দেশের নানকিন সহর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। এখনও, কখনও কখনও চীন দেশীয় শিখগণ অমৃতসরের গুরুদ্বারায় তীর্থযাত্রায় আসিয়া থাকে।

উত্তর অভিযান হইতে ফিরিবার পথে রাগানন্দ নানক জম্মু হইয়া শিয়ালকোটে যান। ইহা ১৫২১ খ্রীষ্টাব্দের কথা। তিনি যখন শিয়াল-কোটের নিকট আমিনাবাদে অবস্থান করিতেছিলেন তখন সম্রাট বাবরের সৈন্যগণ আমিনাবাদ বিধ্বস্ত করে। সদ্‌গুরু নানক কারারুদ্ধ হন। কিন্তু মীরখান নামক একজন সেনাপতি গুরু নানকের অলৌকিক ধর্মভাবে মুগ্ধ হইয়া বাবরকে সেই কথা জানান। রাগানন্দ নানকের সহিত আলাপ করিয়া সম্রাট্‌ বাবর এত প্রীতি লাভ করেন যে তিনি গুরু নানককে তো ছাড়িয়া দিলেনই, তাহার অনুরোধে অন্যান্য বন্দিদিগকেও মুক্তি দিলেন।

গুরু নানকের ধর্মভাব মুসলমান সম্রাট্‌কে এতটা মুগ্ধ করিয়াছে শুনিয়া যাহারা বিস্মিত হন, তাহারা দেখিতে পাইবেন যে বর্তমান যুগে ও উর্দু ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, ডক্টর ইকবাল, উচ্চকণ্ঠে নানকের গৌরব গান করিয়াছেন।

ফির উঠী আখির সদা তৌহিদকী, পঞ্জাব সে।
হিন্দকো এক মর্দ-এ কামালনে জাগায়ি খোয়াবসে॥

ইকবাল, বাঙ্‌—এ-ডেরা

আবার পঞ্জাবে অদ্বয়ত্বের ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। এক সিদ্ধ মহাপুরুষ হিন্দুস্থানকে স্বপ্ন হইতে জাগাইয়া দিল।

পাকিস্তান আন্দোলনের প্রবর্তক হইয়াও ইকবাল সদ্‌গুরু নানকের প্রশংসা করিয়াছেন, ইহা হইতেই বুঝা যায় যে নানকের চরিত্রে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা আজও মুসলমানকে আকৃষ্ট করে। ফলতঃ রাগানন্দ নানক এবং চক্রপাণি গোবিন্দ সিংহ উভয়েই যেমন হিন্দু সাধনার, তেমন পার্শী সাধনারও প্রতিভূ স্বরূপ। অপর পক্ষে ইসলামকে পার্শীতন্ত্রেরই আরব্য সংস্করণ বলা যাইতে পারে। এই জন্য নানক ও গোবিন্দ সিংহ সর্বদাই মুসলমানের শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন।

এইরূপে সুদীর্ঘ বিশবত্‌সর ধরিয়া দেশে দেশে ধর্মপ্রচার করিবার পর রাগানন্দ নানক পঞ্জাবে ফিরিয়া করতারপুরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। আট বত্‌সর তথায় বাস করিবার পর, সুযোগ্য শিষ্য বাবা লহিনাকে গুরুপদে অভিষিক্ত করিয়া ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে সদ্‌গুরু নানক দেহ রক্ষা করেন। বাবা লহিনা অতঃপর গুরু অঙ্গদ নামে অভিহিত হইলেন। স্বীয় পুত্র শ্রীচন্দ্র ও গুরুপদের জন্য প্রার্থী ছিলেন। পরে তিনি উদাসী নামক সংন্যাসী মণ্ডল স্থাপন করেন ইহাও তাহার গুণের পরিচায়ক। তথাপি তাহার দাবী উপেক্ষা করিয়া রাগানন্দ নানক শিষ্য লহিনাকেই গুরুপদের জন্য মনোনীত করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, যে শিখগণ কুলের গৌরব না করিয়া পৌরুষেরই গৌরব করিবে।

কথিত আছে সদ্‌গুরু নানক শ্রীচন্দ ও লহিনা উভয়কেই একটী মৃতদেহ ভক্ষণ করিতে বলিয়াছিলেন। শ্রীচন্দ এই আদেশ প্রতিপালন করেন নাই, লহিনা পালন করিয়াছিলেন। "মৃতদেহ ভক্ষণ" অর্থ দেহাত্মবুদ্ধি নষ্ট করা, ইহা না বলিলেও চলে।

গুরু নানক যে ধর্মতন্ত্র প্রচার করিয়াছেন, তাহা মুক্তি লাভের শ্রেষ্ঠ পথ। এই পথে চলিতে চলিতে—আর্য্যজাতি অভিনব গৌরব লাভ করিবে। তিনি হিন্দু ও পার্শী সাধনার সমন্বয় করিয়াছেন। অবান্তর আচার পরিত্যাগ করিয়া, ভক্তিযোগের যাহা সার সত্য, তাহা

গ্রহণ করিবার জন্য জগত্‌বাসীকে আহ্বান করিয়াছেন। তাই পঞ্জাবীগণ কৃতজ্ঞতার সহিত তাহার নাম গ্রহণ করিয়া বলে,

বাবা নানক, শাহ ফকীর।
হিন্দুকা গুরু, পার্শীকা পীর ॥

নানকের জীবন কালেই চৈতন্যের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছিল। রাগানন্দ নানক ১৪৬৯ হইতে ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, কিঞ্চ মহাপ্রভু কৃষ্ণ চৈতন্য ১৪৮৬ হইতে ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, ভারতভূমিকে পবিত্র করিয়াছিলেন। নানকের বয়স যখন সতর বত্‌সর তখন চৈতন্যের আবির্ভাব হয়, এবং নানকের তিরোভাবের পাঁচ বত্‌সর পূর্বেই চৈতন্য লীলা সংবরণ করেন।

এযেন গৌতম বুদ্ধ ও বর্ধমান জিনের লীলা। তাঁহারা উভয়েও একই সময়ের ভারতভূমিকে পবিত্র করিয়াছিলেন। গৌতম বুদ্ধ খ্রীষ্ট পূর্ব ৫৬৬ হইতে ৪৮৬ অব্দ পর্য্যন্ত, কিঞ্চ বর্ধমান জিন খ্রীষ্ট পূর্ব ৫৭০ হইতে ৪৯৮ অব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

তবে তাঁহারা দুইটী পৃথক্ পন্থা প্রচার করেন। গৌতম বুদ্ধ প্রচার করেন কর্মযোগ, আর বর্ধমান জিন প্রচার করেন জ্ঞানযোগ।

কিন্তু নানক ও চৈতন্য উভয়ে একই তত্ত্ব প্রচার করেন। তাঁহারা উভয়েই ভক্তিযোগের বিনায়ক। পরন্তু ভক্তিযোগের চরম বিকাশ কেবল তাহাদের মধ্যেই দেখা যায়। তাঁহারা উভয়েই ভক্তিযোগের মূর্ত্ত বিগ্রহ—যেন একই বৃন্তে দুইটী ফুল। পার্থক্য এই যে চৈতন্য তাঁহার রচনা লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই, নানক করিয়াছেন। রুদ্ররাগে তন্ময় চৈতন্যের বাহ্যজ্ঞান ছিল না মুখে ভাষা ছিল না বলিলেই হয়। লোক সংগ্রহের অনুরোধে দিব্যোন্মাদ সংবরণ করিয়া নানক জপজী রচনা করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্যকে আমরা বলিতে পারি নির্বাক্ নানক, নানককে বলিতে পারি সবাক্ চৈতন্য। এ যেন একই ব্যক্তি, যখন

মৌন থাকেন তখন তিনি চৈতন্য, যখন কথা বলেন তখন তিনি নানক। যিনি নানকের ভিতর চৈতন্যকে, কিম্বা চৈতন্যের ভিতর নানককে দেখেন না, তিনি নানক বা চৈতন্য কাহাকেও চিনেন না। একই পরম পুরুষ এই উভয় যুগাবতারের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারিলেই আমরা পুরুষোত্তমের সান্নিধ্যে পৌছিতে পারিব।

শয্যাসনাটনালাপ ক্রীড়া স্নানাদি কর্মসু।
ন বিদুঃ সন্তম্ আত্মানং বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণ-চেতসঃ॥

ভাগবত—১০-৯-৪৬

যিনি বৃষ্ণি, তিনি সর্বত্র কেবল কৃষ্ণকেই দেখেন।

জপজীর আশয়

জপজী ভক্তি শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ভাগবতের সার। অতএব ইহাতে মুখ্যতঃ ভক্তিযোগেরই আলোচনা আছে। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি যে ভক্তিযোগ জ্ঞানযোগের উপর, এবং জ্ঞানযোগ কর্মযোগের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই ভাগবত্ জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের আলোচনা বর্জন করেন নাই। জপজীতেও আমরা কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের নির্দ্দেশ দেখিতে পাই।

জপজী বলিয়াছেন :—

মননৈ মগন চলৈ পন্থ।
মননৈ ধরম সেতি সম্বন্ধ॥
ঐসা নাম নিরঞ্জন হোই।
জেকো মননি জানৈ মন কোই॥

প্রজ্ঞানিষ্ঠ হইয়া পথ চলিবে। পুণ্য কোথায়, কর্ত্তব্য কী, প্রজ্ঞাই তাহা বলিয়া দেয়। এই যে নিষ্কলঙ্ক মন (প্রজ্ঞা), তিনি মনকোবেই (অধি আত্মাতে = Higher self এ), বাস করেন।

এই অধি-আত্মাদ্বারা অবর আত্মার জয়, আত্মশক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়ের জয়, ইহাকে কর্মযোগ ছাড়া আর কী বলিব?

জপজী আবার বলিয়াছেন :—

স্বস্তি আখী বাণী বরমাউ।
সত্ সুহান সদা মন-চাউ॥

ব্রহ্ম (বেদ) কী সুন্দর কথাই না বলিয়াছেন—'সত্-চিত্-আনন্দ'। এখানে তো জ্ঞানযোগের প্রাণ স্বরূপ সাক্ষি-চৈতন্যকে জপজী স্পষ্ট ভাষায়ই অভিনন্দন করিলেন।

অতএব কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগকে জপজী বর্জন করেন নাই। বরং কর্ম যোগ ও জ্ঞানযোগের মধ্যদিয়াই ভক্তিযোগে পৌছিতে হয়, ইহাই জপজীর নির্দেশ।

বস্তুগত্যা দেবর্ষি নানক কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ এই যোগ-ত্রয়কেই নাম ধরিয়া প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তবে ভাগবতের প্রথা অনুযায়ী ভক্তিযোগকে তিনি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—অপরা ভক্তি ও পরাভক্তি। বৈষ্ণব শাস্ত্রে ইহাদিগের নাম যথাক্রমে বৈধী ভক্তি ও প্রেমা ভক্তি, কিম্বা সকাম ভক্তি ও নিষ্কাম ভক্তি। সকাম ভক্তিকে রাগানন্দ নানক নাম দিয়াছেন ধর্মখণ্ড, কিন্তু নিষ্কাম ভক্তিকে বলিয়াছেন সত্যখণ্ড।

রাগানন্দ নানকের মতে জ্ঞানযোগও দ্বিধা বিভক্ত। একটী শুধু পরাত্মাতে (সাক্ষি চৈতন্যে) অবস্থান করে, আর একটী সকল পরাত্মার মূল আত্মা, পরমাত্মা অথবা ব্রহ্ম চৈতন্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। একটী জৈন অর্হতের জ্ঞানযোগ, দ্বিতীয়টী বৈদান্তিক সংন্ন্যাসীর জ্ঞানযোগ। প্রথমটীকে নানক বলিয়াছেন জ্ঞানখণ্ড, দ্বিতীয়টীকে বলিয়াছেন শরম খণ্ড। শরম খণ্ডের পরই সত্যখণ্ডের প্রতিষ্ঠা।

করমখণ্ডে কর্ম্মযোগ, জ্ঞানখণ্ড ও শরমখণ্ডে জ্ঞানযোগ, এবং ধরম খণ্ড ও সত্যখণ্ডে আমরা ভক্তিযোগকে দেখিতে পাই।

সত্যখণ্ডেই নির্বিকার নিরঞ্জন রুদ্রের বাস। তিনিই শুদ্ধসত্ত্বময় পুরুষোত্তম বিষ্ণু। অতএব জপজীর সাহায্যে আমরা কর্ম্মযোগ ও জ্ঞান যোগের মধ্যদিয়া ভক্তিযোগে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি।

নানক ও বর্ত্তমান যুগ।

পাশ্চাত্য জগতের সংস্পর্শে আসিবার পর হইতে আমাদের চিন্তানায়িকদের দৃষ্টি সমাজ সংস্কারের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। অনেকেই বুঝিতে পারিতেছিলেন যে আমাদের সমাজ গঠনে এমন একটা কিছু ত্রুটি রহিয়াছে যাহার ফলে আমরা জীবন যুদ্ধে কেবল হারিয়াই যাইতেছি। এমন দিন ছিল, অনেক যুগ নয় মাত্র চৌদ্দশত বৎসর পূর্ব্বেও, পশ্চিমে রসা নদী (Tigris) হইতে পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ, বেদের অনুশাসন মানিয়া চলিত, সমগ্র ভারত ও ইরাণ সামগানে মুখরিত হইত। ইসলামের প্রবল ধাক্কায় ইরাণের বৈদিক সভ্যতা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল, ভারত ও অর্দ্ধ ভগ্ন হইল। তাহার পর আসিল ইউরোপ হইতে খ্রীষ্টান জাতি। মুসলমান আক্রমণের পর যাহা অবশিষ্ট ছিল, খ্রীষ্টানের সহিত সংঘর্ষে বোধ হয় তাহাও লুপ্ত হয়। কেন এমন হয়? বৈদিক কৃষ্টি কি মানুষকে কেবল পঙ্গুই করে? বৈদিক ধর্ম্ম কী সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, ইহা কি দুর্ব্বলকে সবল করিয়া তুলিতে পারে না? বৈদিক সমাজের দুর্ব্বলতার নিদান কি, কোনখানে খ্রীষ্টান ও মুসলমান সমাজ হইতে ইহার ন্যূনতা, সমাজ সংস্কারকগণ তাহা খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাদের পরিপক্ক চিন্তার ফলে বঙ্গদেশে 'ব্রাহ্মসমাজ', বোম্বাইতে 'প্রর্থনাসমাজ', আর পশ্চিম ভারতে 'আর্য্যসমাজ', স্থাপিত হইল। রামকৃষ্ণ মিশন ও কতকটা অনুরূপ

চিন্তার ফল। ইহারা দেখিতে পাইলেন, আমাদের দেশে ধর্ম্মচর্যার সহিত ধর্ম্মনীতির বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। অনেকে সারাদিন হরিনামের মালা জপে, অথচ মিথ্যাকথা বলিতে দ্বিধা করেনা। কতকগুলি উত্‌কট আচার আসিয়া ভগবদ্ভক্তির স্থান গ্রহণ করিয়াছে। মদ্য মাংস মৈথুন ভগবল্লাভের উপকরণ বলিয়া খ্যাপিত হইতেছে। বর্ণাশ্রমের নামে সামাজিক ঐক্যবন্ধন একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। যথার্থ ঈশ্বরপরায়ণ গৃহস্থ, যিনি আচারের অনুরোধে ধর্ম্মনীতিকে বিসর্জন দেন নাই, এইরূপ গৃহস্থ সৃষ্টি করাই ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্যসমাজের উদ্দেশ্য। ইহাতে আর কিছু না হউক, হিন্দুগণ খ্রীষ্টান ও মুসলমানের সমকক্ষ হইয়া, অন্ততঃ নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিবে। রাজা রামমোহন রায় ও দয়ানন্দ সরস্বতীর চেষ্টা এইদিক দিয়া ব্যর্থ হয় নাই। কিন্তু যখনই আমি ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্যসমাজের কথা ভাবি, তখনই আমার মনে হয়, যে এই দুইজন ধর্ম্মনায়কের দৃষ্টি কি কারণে দেবর্ষি নানকের দিকে আকৃষ্ট হয় নাই, তাহারা কি কারণে রাগানন্দ, নানকের অতুল আধ্যাত্মিক সম্পদকে উপেক্ষা করিয়াছেন? জাতীয় জীবনের দানা (ব্যষ্টি), ঈশ্বরপরায়ণ গৃহস্থ, সৃষ্টিকরা তাহাদের উদ্দেশ্য। গুরু নানকও তাহার দীর্ঘজীবনব্যাপী তপস্যাদ্বারা এই কাজই করিয়া গিয়াছেন। তাহারা গুরু নানকের আদর্শকে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু গুরু নানককে গ্রহণ করিলেন না। এইখানেই তাহাদের ব্যর্থতার বীজ। এযে শিবহীন দক্ষ যজ্ঞ। এই যজ্ঞকে সার্থক করিতে হইলে শিবকে আনিয়া বেদিতে স্থাপন করিতে হইবে, রাগানন্দ নানককে পাদ্যার্ঘ দিয়া পৌরহিত্যে বরণ করিতে হইবে। নানকের আকুল আবেগই অকালের সিংহাসন টলাইয়া তাঁহাকে মর্ত্ত্যধামে নিয়া আসিতে পারে। তবেইনা পরমেশ্বর রুদ্র নামিয়া আসিয়া তাহার স্নিগ্ধ আশীর্ব্বাদ দ্বারা আর্য্যসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিবেন।

নানক ও শিখসঙ্গত।

একবার শিখসঙ্গতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই আমার একথার যাথার্থ্য উপলব্ধ হইবে। তথায় প্রাণের কি আকুল উচ্ছাস; যখন সমবেত শিখসংঘ এক কণ্ঠে বলিতে থাকে

ফিরত ফিরত প্রভু আয়া
পড়েয়া তব শরণায়।
নানক কী প্রভো বিনতি
আপন ভক্তি লায়॥

হে প্রভো আমি কত জায়গায় ঘুরিয়া আসিয়াছি। এখন তোমার শরণ লইলাম। নানকের এই প্রার্থনা যে তোমার ভক্তি যেন পাই।

তখন মনে হয়, যেন দেবতার নিকটেই আসিয়াছি, আশা হয় যে গুরুর ভিতর দিয়া রুদ্রের আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে বিফল হইব না। মনে হয় এই সংঘ মানুষের সৃষ্টি নয়, দেবতার আশীর্ব্বাদ ইহাতে আছে।

কারণ হিন্দু ও পার্শী এই দ্বিধা বিভক্ত আর্য্য কৃষ্টির যিনি যুক্তফল, আঙ্গিরস ও ভার্গব বেদের যিনি একল প্রতিনিধি, আর্য্যজাতির অন্তিম বিনায়ক সেই গণধর গুরুগোবিন্দ সিংহ রাগানন্দ নানকের অবদানকে ব্যর্থ হইতে দেন নাই।

সকল ধর্ম্মবীরই সংঘ স্থাপন করিয়াছেন, ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু সেই চক্রের কোনও সুনির্দ্দিষ্ট কেন্দ্র আছে কিনা এবিষয়ে লক্ষ্য অনেকেরই নাই। অথচ কেন্দ্র না থাকিলে চক্র হয় না, কেন্দ্র যত সুনির্দ্দিষ্ট, চক্রও তত সুগঠিত। কারণ কেন্দ্রই বৃত্তের পরিধি নির্ণয় করে—কেন্দ্রের আকর্ষণেই বিন্দুগুলি পরস্পর সম্বদ্ধ থাকে। সংগঠন মন্ত্রের মহা ঋত্বিক্, লোকোত্তর সংঘ-নায়ক দশম অবতার গোবিন্দ সিংহের এবিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

সংঘ-নায়কের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই যাহাতে সংঘটী ছত্রভঙ্গ হইয়া না পড়ে, এইজন্য গণধর গোবিন্দসিংহ তাহার মৃত্যুশয্যায় আদেশ দিয়া গিয়াছেন :—

আজ্ঞা ভয়ী অকালকী
তবহি চলায়া পন্থ।
সভ শিখোঁকা হুকম হৈ
গুরু মানিবো গ্রন্থ॥

অকাল আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাই আমি এই পন্থা প্রবর্ত্তিত করিয়াছি। সকল শিখের উপর এই আদেশ, যে তাহারা যেন গুরুগ্রন্থকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করে।

গণধর গোবিন্দ সিংহের এই দূরদর্শিতাই শিখ সংঘকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে। রাজনৈতিক নেতাদের সহিত তুলনার সার্থকতা নাই। শিবাজী বা প্রতাপসিংহের বীরত্ব তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই লুপ্ত হইয়াছে। মারহাট্টা বা রাজপুত, আজ জাতি হিসাবে মৃত। কিন্তু শিখের শৌর্য্য তেমনই অটুট আছে। আর কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ই শিখের মত সংঘবদ্ধ নয়।

তাই সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হইলেও, ভারতে ও ইরানে, আরবে ও মিশরে, চীনে ও স্পেনে, শত্রুর হৃদয় কম্পিত করিয়া শিখ বীরগণ আজও গর্জন করিয়া উঠে,

"সত্—শ্রী—অকাল।"
শ্রী অকালই চির স্থির।

শিখ সঙ্গতই আর্য্যজাতি বিজয়-বাহিনী, হিন্দু ও পার্শীর আশা ভরসার স্থল।

ধর্মরাজ গোবিন্দ সিংহের অন্তর্দৃষ্টিই এই দুর্দ্ধর্ষ সজীবতার হেতু। কারণ তিনি কেন্দ্র স্থির না করিয়া চক্র গঠন করিতে যান নাই। জপজীই

এই ধর্ম চক্রের কেন্দ্র স্থান। জাতীয় জীবনের হৃত্‌পিণ্ড স্বরূপ। জপজীর প্রতি সাধারণ শ্রদ্ধাই শিখে শিখে ঐক্য বন্ধন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রাখে।

এইজন্য জপজীর বহিরঙ্গ গুরুত্বও প্রচুর। ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ভাগবতের সার স্বরূপে জপজী একখানা অতুলনীয় গ্রন্থ। ইহাই ইহার অন্তরঙ্গ গৌরব। শিখ সঙ্গতের 'গুরু-গ্রন্থ'রূপে গৃহীত হওয়ায় ইহার গৌরব আরও শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। শিখ সঙ্গত আর্য্যজাতীর বিজয় বাহিনী—হিন্দু পার্শী সংস্কৃতির মিলন সাধনে গোবিন্দ সিংহের মহত্‌ চেষ্টার অমৃতময় ফল। শিখ চক্রের কেন্দ্ররূপে গৃহীত হইয়া ইহা আর্য্য-জাতির প্রচুর কল্যাণ সাধন করিতেছে; অতএব হিন্দু পার্শী সমন্বিত সমগ্র আর্য্যচক্রের কেন্দ্রস্থলে ও গীতার সহিত ইহাকে স্থান দিলে, গীতার প্রবেশিকারূপে জপজীকে গ্রহণ করিলে, তাহার ফলও কল্যাণ-জনকই হইবে।

সকল বেদ শাস্ত্র মন্থন করিয়া, ভার্গব ও আঙ্গিরস বেদের সামঞ্জস্য করতঃ, বাসুদেব গোবিন্দ যে গীতার প্রচার করিয়াছেন জগতে তাহার তুলনা নাই। হিন্দু, পার্শী, শিখ, বৌদ্ধ ও জৈন, এই পঞ্চ সম্প্রদায়ে বিভক্ত আর্য্যচক্রের কেন্দ্র হইবার পক্ষে গীতাই একমাত্র যোগ্য গ্রন্থ। পরন্তু গীতাকে যিনি জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যাহার সমগ্র জীবন একটী অখণ্ড গীতা-পাঠ, সেই গণধর গোবিন্দ সিংহের স্মৃতি বিজড়িত জপজীকেও আমরা একেবারে অগোচর করিতে পারি না। জপজীও যেন গীতার আর একটী অধ্যায়। ভাগবত গীতারই ভাষ্য, জপজী ভাগবতের সার। অতএব গীতার সমশ্বাসেই জপজীর উল্লেখে কোনও অসঙ্গতি নাই। বরং জপজী চলিত ভাষায় রচিত বলিয়া, যাহারা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার সুবিধা পায় নাই, জপজীই তাহাদিগকে সংঘভুক্ত করিয়া রাখিতে পারে। অতএব ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক উন্নতির কথা ছাড়িয়া দিলেও, সংগঠনের অনুরোধে, সংঘ বন্ধনের সূত্ররূপে, গীতার ন্যায় জপজীরও ঘরে ঘরে

প্রচার হওয়া আবশ্যক। কণ্ঠে কণ্ঠেই যেন জপজীর আবৃত্তি হয়, আর যাহার মুখেই জপজী শুনি, তাহাকেই যেন আত্মীয় বলিয়া মনে করিতে পারি। যাহাতে জপজীর বহুল প্রচার হয় তজ্জন্যই এই উদ্যোগ। প্রয়োজনের তুলনায়, পাত্রতা অতি কম। কিন্তু যতটুক পারি তাহাই ভাল, এই মনে করিয়াই ক্ষীণ শক্তি লইয়াও এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যিনি কল্যাণকে প্রতিষ্ঠিত রাখেন, সেই মর্য্যাদার আশীর্ব্বাদে ভবিষ্যত্ মহীরুহের বীজরূপে এই ক্ষুদ্র চেষ্টা সফল হউক।

জপজীতে কী কী বিষয় আছে ?

ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ভাগবত ; জপজী আবার ভাগবতের সার। অতএব ভক্তিযোগের মূল সিদ্ধান্তগুলি সকলই জপজীতে পাওয়া যায়। তবে সব বিষয়ই খুব সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। অনেক বিষয়ই ব্যঞ্জনায় ইঙ্গিত করা হইয়াছে, খুলিয়া বলা হয় নাই। জপজীর রচনা প্রণালীও সংক্ষিপ্ত ; হয়ত বাক্যটা সমাপ্ত করা হয় নাই। ধ্বনি দ্বারাই বাক্যের অর্থ পরিগ্রহ করিতে হয়। বিষয়গুলি সূত্রাকারে বিন্যস্ত—যাহাকে আমরা বলি memorandum কিম্বা স্মারক লিপি। ভাগবতে যাহা বিশদরূপে বলা হইয়াছে তাহা স্মরণ করাইয়া দেওয়াই যেন জপজীর কাজ। এই দৃষ্টি-ভঙ্গি নিয়া পাঠ করিলেই আমরা জপজী পাঠের পূর্ণফল পাইতে পারিব। তাহা হইলেই দেখিতে পাইব যে জপজী পাঠ করিলে ভক্তিমার্গ সম্বন্ধে সকল কথাই জানা যায়।

"জপজীর মধ্যে সাধনের সমস্ত কথাই বিবৃত আছে। নাম, নাম জপ, গুরুতত্ত্ব, ভগবানের স্বরূপ, সৃষ্টিতত্ত্ব, জ্ঞান চক্ষু, বিরাটরূপ, সিদ্ধাবস্থা, প্রভৃতি সকল বিষয়েরই তত্ত্ব জপজীতে পাওয়া যায়।"

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত।

"গুরু নানকের উপদেশের সারমর্ম জপজীতে সন্নিবেশিত আছে। সাধনার স্তরগুলি ভাষায় যতদূর প্রকাশ হইতে পারে, তাহা তিনি করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থের মর্ম অবগত হইবার জন্য সাধনার প্রয়োজন। যিনি যতদূর সাধনায় অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি ইহার মর্ম তত গভীর ভাবে অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন।"

শ্যামাচরণ পাল।

জপজী সাহেবে বিভিন্ন শ্রেণীর সাধনার বিবিধ অবস্থার বিষয় আছে। উপনিষদের জ্ঞানযোগ, ভগবদ্ গীতার কর্মযোগ, ভক্তি সূত্রের ভক্তিযোগ, পুরাণের নামযোগ, প্রভৃতি সাধারণ সকল সাধনার কথাই পাওয়া যায়। ভগবানের তত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব, নামতত্ত্ব, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন তত্ত্ব ইহাতে বর্ণিত আছে। জপজীতে দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি বাদের কোন সাম্প্রদায়িকতা নাই। এই বাদ গুলি সাধনার এক একটী স্তরমাত্র। যিনি যে সম্প্রদায় ভুক্ত, তিনি সেই সম্প্রদায়ের অনুযায়ী মত সম্মত জপজীর অর্থ করিয়া থাকেন। এজন্য বিভিন্ন ব্যাখ্যায় মতানৈক্য দেখা যায়।

সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভক্তিযোগের সার সিদ্ধান্তগুলি সকলই সংক্ষেপে জপজীতে পাওয়া যায়। পরন্তু ইহার নাম "জপজী" দ্বারাই ইহার বিশেষত্ব সূচিত হইতেছে। জপ অথবা নাম-স্মরণই জপজীর প্রধান উপদেশ। বার বার তিনবার উল্লেখ করিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন "জপাত্ সিদ্ধিঃ জপাত্ সিদ্ধিঃ জপাত্ সিদ্ধিঃ ন চান্যথা"। রাগানন্দ নানক ও গ্রন্থের নাম রাখিয়াছেন জপু।

এই গ্রন্থের প্রথম শ্লোকের অন্তিম বাক্য "গুরুপ্রসাদি জপ"—গুরু প্রসাদের জন্য জপ কর, অর্থাত্ কেবল জপের দ্বারাই গুরুর প্রসাদ লাভ করিতে পারিবে। ইহা হইতে এই কাতন্ত্রের নাম হইয়াছে জপ; সম্মান সূচক 'জী' যোগ করিয়া বলা হয় জপজী।

অজপা-জপই সিদ্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া সাধকগণ নির্দেশ দিয়াছেন। অজপাজপ অর্থ প্রতিশ্বাসে শ্বাসেই রুদ্রের নাম গ্রহণ। ইহাই বিবৃত করিয়া সুখমনিতে গুরু অর্জ্জুন বলিয়াছেন।

শ্বাসি শ্বাসি প্রভু তুমহি ধিয়াবহু।

জপ তখন স্বভাবে পরিণত হয়, চেষ্টা করিয়া জপ করিতে হয়না, জপ ও অজপের পার্থক্য থাকে না, এইজন্য ইহার নাম 'অজপা জপ'। অজপা-জপকে সিদ্ধির উপায় বলা ভুল, অজপা-জপই সিদ্ধি। কারণ প্রতিশ্বাসে শ্বাসে স্মৃত হইয়া পরমেশ্বর রুদ্র যহোর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হন, তাহার পক্ষে পাপ ও দুঃখের অবসর কোথায়? পার্শী-তন্ত্রের সংস্পর্শে আসিয়া ইসলাম যে নূতনরূপ পরিগ্রহ করে, তাহার নাম সূফীতন্ত্র। সূফী তন্ত্রে অজপা জপ "জেকর-ফেকর" নামে পরিচিত। জেকর অর্থ স্মরণ, ফেকর অর্থ ধ্যান।

মানুষের জীবনের উপর চিন্তা অথবা ধ্যানের প্রভাব অত্যন্ত প্রখর। যে যেমন ভাবে, সে তেমনই হইয়া যায়। সমাজ, রাষ্ট্র, শিল্পকলা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, সকলই মানুষের চিন্তার অথবা ধ্যানের ফল। পরমেশ্বর রুদ্রের ধ্যান করিতে করিতে মানুষ তাহারই মত পাপ ও দুঃখের অতীত হয়, মায়ার প্রভাব, কাম ক্রোধ লোভ মোহের প্রভাব, অতিক্রম করে। ধ্যানের ফলে মানুষের জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে।

ধ্যান আবার শব্দের সাহায্যেই সম্পাদিত হয়। শব্দের সাহায্য ছাড়া আমরা চিন্তা করিতে পারি না। প্রকাশ্যে উচ্চারণ করি না বটে, কিন্তু মনে মনে শব্দ উচ্চারণ না করিয়া আমরা চিন্তা করিতে পারি না। মনে মনে শব্দ উচ্চারণের নাই জপ। জপ ছাড়া ধ্যান হয় না—শব্দ ছাড়া চিন্তা হয় না। ধ্যানই ব্রহ্ম লাভের উপায়। শব্দই ধ্যানের অপরিহার্য্য অঙ্গ। অতএব শব্দকেই ব্রহ্ম, 'নাদ-ব্রহ্ম' অথবা 'স্ফোট-ব্রহ্ম' বলা

হইয়াছে। গ্রীক দার্শনিকেরাও শব্দ-ব্রহ্ম অথবা Logos র মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। খ্রীষ্টান সাধকেরা ইহাকে Holy Ghost (পবিত্র আত্মিক শক্তি) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

যোগ-শাস্ত্রে অজপা-জপের নামই অনাহত-বাণী। অর্থাৎ পরমেশ্বর রুদ্রের নাম তখন স্বতঃ উত্থিত হইতে থাকে—চেষ্টা করিয়া উচ্চারণ করিতে হয় না। সাধারণতঃ একটী বস্তুর উপর অপর একটী বস্তু দ্বারা আঘাত করিলে শব্দ উৎপন্ন হয়। কিন্তু অনাহত বাণীতে কোনও আঘাতের প্রয়োজন নাই। রুদ্রের নাম তখন স্বতঃই স্ফুরিত হইতে থাকে। এই অনাহত বাণী, অজপা-সাধন, কিম্বা অজপা-জপই রাগানন্দ নানকের প্রধান উপদেশ।

ব্যক্তিগত জীবনে যাহা 'নাদ-ব্রহ্ম', সমষ্টিগত জীবনে তাহাই 'গুরুগ্রন্থ'। গুরুগ্রন্থের অভ্যর্চনাদ্বারাই সমষ্টিগত জীবন সংহত থাকিয়া, জাতীয় আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, জাতীয় জীবনের সার্থকতা লাভ হইতে পারে। তাই প্রথম গুরুর মূল-সূত্র শব্দ-ব্রহ্মকে প্রসারিত করিয়া, অন্তিম অবতার দশমগুরু গণধর গোবিন্দ সিংহ অনুশাসন করিয়াছেন,

গুরু গ্রন্থকো মানিও
প্রকট গুরুকা দেহ।
যো প্রভুকো মিলবে চাহৈ
খোঁজ শব্দমে লেহ॥

গুরু গ্রন্থকেই পরমগুরু রুদ্রের প্রকট বিগ্রহ বলিয়া মনে করিবে। যে ব্যক্তি রুদ্রের সহিত মিলিত হইতে চায়, সে গুরু গ্রন্থেই তাহার সন্ধান পাইবে।

গুরু নানক ও গুরু গোবিন্দ সিংহ।

এই ব্যাপারে আমরা গুরু নানক ও গুরু গোবিন্দের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারি। গুরু নানকে যাহা সূক্ষ্ম মাত্রায় অবস্থিত, গুরু গোবিন্দে তাহা স্থূল রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। গুরু নানকে যাহা কল্পনা, গুরু গোবিন্দে তাহা বাস্তব সত্য। নানকে যাহা বীজ, গোবিন্দে তাহা মহীরূহ। এই দৃষ্টিতে না দেখিলে গুরু গোবিন্দ যে গুরু নানকেরই ক্রম বিকাশ, তাহা আমরা বুঝিতে পারিব না। শান্তিপ্রিয় নানক এবং শক্তি বাদী গোবিন্দ সিংহের মধ্যে কেমনে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা থাকিতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিব না।

ইসলামের দুর্দান্ত আক্রমণ হইতে আর্য্য সংস্কৃতির আত্মরক্ষা এই উভয় গুরুরই লক্ষ্যের বিষয় ছিল। তজ্জন্য তাহারা আর্য্যজাতির উভয় শাখা হিন্দু ও পার্শীর মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। গুরু নানক সূক্ষ্ম সূত্র ধরিয়া ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন, আর গুরু গোবিন্দ উভয় সমাজের স্থূল রূপের ঐক্য বিধান করিয়াছেন।

গুরু নানক দেখিয়াছেন যে হিন্দু ও পার্শী এই উভয় তন্ত্রেরই মূল উদ্দেশ্য এক। উভয় তন্ত্রেরই মূল উদ্দেশ্য ভগবদ্-দর্শন। সাকার নিষ্ঠা ও নিরাকার নিষ্ঠা কেবল পথের ভেদ মাত্র। এই ভেদ একটা "অবান্তর ভেদ। মূল উদ্দেশ্যে যখন প্রভেদ নাই, তখন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার কোনও বাধা নাই। তাই তিনি বলিয়াছেন অবান্তর ভেদের কথা ভুলিয়া যাও। নিজকে হিন্দু বলিয়াও দাবী করিওনা, পার্শী বলিয়াও দাবী করিওনা। অকাল রুদ্রের দর্শন লাভই তোমাদের চরম উদ্দেশ্য। গন্তব্যের ঐক্যের স্মৃতিই তোমাদের হৃদয়ে জাগরুক থাকুক। পথ ভিন্ন বলিয়া পরস্পর বিদ্বেষের কোনও হেতু নাই।"

অপর পক্ষে গুরু গোবিন্দ সিংহ দেখিলেন যে হিন্দু সংস্কৃতিতে ও কতকগুলি উত্‌কর্ষ আছে, আবার পার্শী সংস্কৃতিতেও কতকগুলি উত্‌কর্ষ আছে। তিনি ভাবিয়া দেখিলেন দোষগুলি বর্জন করিয়া হিন্দু ও পার্শীর সদ্‌গুণগুলিকে যদি একত্র সংগৃহীত করা যায় তবে আর্য্য-জাতিকে একটী জগদ্‌বরেণ্য সর্বোত্তম জাতিতে পরিণত করা যায়। অথচ হিন্দু ও পার্শী উভয়ই মূল এক বৈদিক সংঘ হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া, এই সম্মিলিত সংস্করণকে কেহই পর মনে করিতে পারে না। হিন্দুও বলিতে পারে না "ইহা আমার নয়," পার্শীও বলিতে পারে না "ইহা আমার নয়।" তাই হিন্দু ও পার্শীর সদ্‌গুণ রাশিকে সম্মিলিত করিয়া তিনি নূতন একটী সম্প্রদায়—শিখ সম্প্রদায় স্থাপন করিলেন।

দুহু পন্থমে কপট বিত্তা চলানি।
বহোর তিসরা পন্থা কিজিয়ে প্রধানী।

ছক্কা।

হিন্দু ও পার্শী এই উভয় পথই দোষগ্রস্ত হইয়াছে। অতএব হে প্রভু, এই নির্মল তৃতীয় পন্থাকেই জয়যুক্ত করুন।

শিখ সঙ্গত গুরু গোবিন্দের প্রতিষ্ঠিত তৃতীয় পন্থা। ইহারা পার্শীর ন্যায় ক্ষাত্রধর্ম প্রধান, আবার হিন্দুর ন্যায় ত্যাগ পরায়ণ। তাই শিখ জাতি জগতে অপরাজেয়।

ইহাদের ঐক্য বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য গুরু গোবিন্দ গুরুগ্রন্থের পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই হিসাবেও শিখ সংঘ তৃতীয় পন্থা। হিন্দুগণ সাকার-নিষ্ঠ, পার্শীগণ নিরাকার-নিষ্ঠ, আর শিখগণ গ্রন্থ-নিষ্ঠ। গুরুগ্রন্থের সাহায্যেই তাহারা পরমেশ্বর রুদ্রের পূজা করিয়া থাকে। জপজীই সেই গুরুগ্রন্থ।

ইতিহাসের জন্মের পূর্বে আর একজন মহাপুরুষ, হিন্দু ও পার্শীর ঐক্য বিধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভার্গব ও আঙ্গিরস বেদের সামঞ্জস্যরূপে, জরথুস্ত্র ও রামচন্দ্রের মর্মবাণীর সমন্বয় রূপে, প্রকাশিত

হইয়া ভগবদ্‌গীতা কুরুক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেত্রের গৌরব প্রদান করিয়াছে। এই অমূল্যগ্রন্থে কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের রহস্য সকল উদ্ঘাটিত হওয়ায়, ভগবদ্‌গীতা, কর্মযোগী বৌদ্ধ এবং জ্ঞানযোগী জৈনকেও সম্মিলিত করিবার মহাগ্রন্থ—পঞ্চোপাসক বেদান্ত-চক্রের কেন্দ্র স্বরূপ। হিন্দু পার্শী ও শিখের সমন্বয়কারী জপজীর স্থান গীতারই নীচে। পরন্তু প্রচলিত ভাষায় রচিত হওয়ায় জপজী সর্বসাধারণের বোধগম্য। এই দৃষ্টিতে জপজীকে "গণ-গীতা" নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। বহুল প্রচারদ্বারা গণগীতা জপজীকে জনে জনের হাতে সমর্পণ করিতে পারিলেই জাতির প্রাণশক্তি আবার সমুজ্জীবিত হইয়া উঠিতে পারে।

নবীন সংস্করণের প্রয়োজনীয়তা।

নানা কারণেই বঙ্গদেশে জপজীর বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়। শ্রদ্ধেয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলিতেন, আদিগ্রন্থের মত ভক্তিগ্রন্থ দ্বিতীয় আর একখানাও নাই। তিনি প্রত্যহ (পূর্বাহ্নে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে) তিনবার আদিগ্রন্থের কতক অংশ পাঠ করিতেন। [তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহার সুযোগ্য শিষ্যদ্বয় শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত ও শ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ, বঙ্গভাষায় জপজীর অনুবাদ করিয়াছেন।] পুরীতে জটিয়া বাবার মঠে আদিগ্রন্থ প্রত্যহ পূজিত হয়। জপজী এই আদিগ্রন্থের শিরোমণি।

বঙ্গদেশে ভক্তিযোগের বিকাশ আমরা চৈতন্য সম্প্রদায়েই দেখিতে পাই। শাক্ত ও স্মার্ত্ত পণ্ডিতদিগের পূজা অর্চা প্রায়শঃ বৈধী অথবা সকাম ভক্তি। নিষ্কাম অথবা পরা ভক্তির চর্চা (যাহারা ভক্তিকে মুক্তি অপেক্ষাও উচ্চ অবস্থা বলিয়া গণ্য করেন, তাহাদের ভক্তিনিষ্ঠা) প্রধানতঃ বৈষ্ণব সম্প্রদায়েই সীমাবদ্ধ। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে মাধুর্য্য রসের বহুল চর্চা, অপর পক্ষে মধুর রসে সাধনার যোগ্য সাধক খুব কম, এইজন্য মধুর রসের সাধনায় ব্যভিচারের সম্ভাবনা বেশী। চৈতন্য-সম্প্রদায়ের সহিত

কোনও তুলনামূলক সমালোচনার অপরাধে লিপ্ত না হইয়াও বলা যাইতে পারে যে, নানক সম্প্রদায়ের ভক্তি সাধনাও ভক্তিযোগের একটী বিশিষ্ট পন্থা। এই বিশিষ্ট পন্থার নিদর্শন বঙ্গদেশেই বা কেন থাকিবে না? নানক পন্থার প্রতিষ্ঠাদ্বারা বঙ্গদেশ লাভবানই হইতে পারিবে। জপজীর সহিত পরিচয় এই পথে প্রথম পদক্ষেপ।

গুরু নানক ও গুরু গোবিন্দ সিংহ হিন্দু ও পার্শী সাধনার সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। গুরু নানকের এই প্রযত্ন এত কৌশলের সহিত নিষ্পন্ন হইয়াছে, যে সাধক সাকার ও নিরাকারোপাসনার বিরোধ নিজের অজ্ঞাতসারেই ভুলিয়া যান, সাকার ও নিরাকারোপাসনার মধ্যে যে বিরোধ আছে, তাহা কাহারও মনেই পড়ে না।

গুরু নানকের রচিত মহেশ্বর মঝ্‌দার আরাত্রিক স্তোত্র কে না জানে?

গগনময় থাল্‌ রবি চন্দ দীপক বনে,
তারকা মণ্ডলা যনক মোতি।
ধূপ মলয়ানিল পবন চাঁবর করৈ,
সগল বন রাই ফুলন্ত জ্যোতি॥

এই স্তোত্রটী নিরাকার সাধনার এত উদ্দীপক যে ব্রাহ্মসমাজ ইহাকে বাংলায় অনুবাদ করিয়া প্রার্থনা সঙ্গীত রূপে ব্যবহার করে।

গগনময় থালে, রবিচন্দ্র দীপক জ্বলে,
তারকা মণ্ডল চমকে মোতিরে।
ধূপ মলয়ানিল পবন চামর করে,
সকল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতিরে॥

কিন্তু শান্ত সমাহিত নানক বিষ্ণুর সাকার বিগ্রহ জগন্নাথের মন্দিরে এই স্তোত্র পাঠ করিয়া উপাসনা করিতেছেন। তাহাতে তিনিও কুণ্ঠা বোধ করিতেছেন না, জগন্নাথের সেবকগণও কুণ্ঠা বোধ করিতেছেন না।

অপর পক্ষে গুরু গোবিন্দের উগ্র অকালীগণ মূর্ত্তিপূজা কিছুতেই সহিতে পারে না। কিন্তু তাহারাও জপজী খুলিয়া প্রত্যহ পাঠ করে,

একা মাই জুগতি বিয়াই
তিন চেলে পরবানু।
একু সংসারী, একু ভণ্ডারী
একু লায়ে দীবানু॥
৩০

এক জগন্মাতা যুগপদ্ তিনটী পুত্র রত্ন প্রসব করিলেন। তাহার মধ্যে একজন সংসার সৃষ্টিকারী, একজন পালনকারী, আর একজন আত্মহারা পাগল!

নিজের অজ্ঞাতসারে ও নিরাকার সাধক এখানে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবের স্মরণ করিয়া থাকে।

কিম্বা তাহারা পাঠ করে,

যতু পাহারা, ধীরজ সুনিয়ার।
অহরণ মত, বেদ হথিয়ার॥
৩৮

বুদ্ধিরূপ নেহাইর উপর উহাকে স্থাপিত করিয়া, বেদ-রূপ হাতুড়ি দ্বারা পিটাইয়া, চিত্তকে গঠন করতে হয়।

শিখ তখন বেদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে।

এ যেন গৌতম বুদ্ধের
অসজ্ঝায়মলা মন্তা।
ধর্ম্মপদ—১৮-৭

স্বাধ্যায় না করিলে বেদ (মন্ত্র) নষ্ট হয়।

কিম্বা বর্ধমান জিনের
বিরত্ত বেয় বিয়ার রক্খিএ
মূল সূত্র—১৫-২
৯-২১

ভিক্ষু বেদ বিচার দ্বারা নিজকে রক্ষা করিবেন।

শিখ, বৌদ্ধ, বা জৈন, বেদকে পরিত্যাগ করিয়াছেন একথা বলা সাজে না।

বঙ্গ ভাষায় জপজীর তিন খানা অনুবাদ আছে। একখানা গদ্যে, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত কৃত। অপর দুইখানা পদ্যে—কিরণচাঁদ দরবেশ ও সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। পদ্যে অনুবাদ কখনও মূলানুগামী হইতে পারে না। ছন্দের অনুরোধে কোথাও মূলের কতক অংশ বাদ দিতে হয়, কোথাও বা নূতন কিছু যোগ করিতে হয়। অতএব পদ্য অনুবাদ পড়িয়া মূলের আশয় যথার্থ বুঝা যায় না। পদ্যে অনুবাদের সার্থকতা এই, যে পদ্য সহজে স্মরণ থাকে, বার বার আবৃত্তি দ্বারা সকলের কণ্ঠেই তাহা শুনিবার সুবিধা পাওয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গলা ও পঞ্জাবী ভাষার পার্থক্য এত বেশী নহে, যে একবার বুঝাইয়া দিলে, পাঞ্জাবী মূল শ্লোকগুলি আবার বুঝিতে এবং কণ্ঠস্থ করিতে কোনও কষ্ট বোধ হইবে। আমার মনে হয় জপজীর অনেক শ্লোকই বাঙ্গালী বালকও একবার বুঝাইয়া দিলেই বুঝিতে পারিবে, এবং কণ্ঠস্থ করিয়া আহ্লাদের সহিত আবৃত্তি করিবে।

যথা :—

নানক ভগতা সদা বিকাশ।
শুনিয়ৈ দুঃখ প্লাপকা নাশ॥

হে নানক কেবল ভক্তই সদানন্দ হইতে পারে। একথা যে শোনে (এবং তদনুযায়ী চলে) তাহারও দুঃখ ও পাপের অবসান হয়।

এস্থলে মূল শ্লোক গুলির আবৃত্তি করিয়াই অধিক আহ্লাদ পাওয়া যাইতে পারে, আর তাহাদ্বারা অপর সকল শিখের সহিত আত্মীয়তা অনুভবের সুবিধা হয়।

কণ্ঠস্থ করিবার জন্য মূলই পর্য্যাপ্ত। কেবল অর্থটী বুঝিবার

জন্যই অনুবাদের প্রয়োজন। এই জন্য শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্তের অনুবাদই আমার নিকট ভাল বলিয়া বোধ হয়। শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদের ভূমিকা হইতে জানিতে পারি যে অবিনাশচন্দ্র মজুমদার ও বেহারীলাল সিংহ প্রভৃতি মহানুভবগণ জপজীর অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদ আমি দেখি নাই, কোনও পুস্তকালয়ের বিক্রয় তালিকায়ও ঐ পুস্তকগুলির উল্লেখ দেখিনা। ইহারা সহজ লভ্য নহে। এমন কি জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্তের পুস্তকও সহজে সংগ্রহ করা যায়না। এরূপ অবস্থায় আর একখানা গন্থ অনুবাদের অবকাশ আছে।

প্রধানতঃ জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্তের অনুবাদের উপর নির্ভর করিয়াই আমি অনুবাদ করিয়াছি। কোনওরূপ পাণ্ডিত্য প্রকাশের অভিপ্রায়ে এ গ্রন্থ রচিত হয় নাই, আর পাণ্ডিত্য আমার নাইও। ইহাকে জ্ঞানেন্দ্র বাবুর পুস্তকের নূতন সংস্করণ বলিয়াও ধরা যাইতে পারে।

তবে নানকের গুরু বাদের অর্থ, গুরুকে পিতা মাতার ন্যায় ভক্তি করা নয়, কিম্বা ভগবদ্দর্শনের জন্য গুরুর সাহায্য গ্রহণও নয়। **নানকের গুরুবাদের অর্থ পরমেশ্বরকে গুরু-ভাবে আরাধনা করা।** এই তত্বটী অনেক অনুবাদকেরই দৃষ্টি এড়াইয়াছে—শ্রীকিরণচাঁদ দরবেশ তাহার ভুমিকায় এরূপ লিখিয়াছেন। আমি এবিষয়ে সাবধান হইতে চেষ্টা করিয়াছি।

অধিকন্তু পঞ্জাবী ভাষায় জপজীর অনেক ব্যাখ্যা আছে তন্মধ্যে দুইখানি শ্রেষ্ঠ। একখানি খালসা কলেজের অধ্যাপক সরদার তেজাসিংহ, এবং অপর খানি অধ্যাপক সরদার সাহেব সিংহ কর্তৃক লিখিত। ইহারা উভয়েই প্রগাঢ় পণ্ডিত, জ্ঞানী এবং ভক্ত। আমি এই দুইখানি শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যার সাহায্য গ্রহণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। ইহাতে জপজীর ব্যাখ্যার কোনও উন্নতি করিতে পারিয়াছি কিনা তাহার বিচারের ভার সহৃদয় পাঠকের উপর।

বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে অনেক শিখ বাস করিতেছেন। ভবিষ্যতে তাহাদের সংখ্যা আরও বাড়িতে পারে। জপজীর সাহায্যেই শিখের প্রতিষ্ঠা বাড়িতে পারে, এইজন্য জপজীর একখানা সুলভ সংস্করণ বাহির করিবার ইচ্ছা আমার জন্মিয়াছিল। মহাযুদ্ধের দরুণ কাগজের দুর্লভতা বশতঃ এই ইচ্ছা বিসর্জন দিয়াছিলাম। হঠাৎ মনে হইল যদি বেশী না পারি খান কয়েক পুস্তক ছাপাইব। যতটুকু পারি তাহাই করিব, তাহাতে হানি কি? আমার একজন বন্ধু, শ্রীহরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, নানকপন্থী সাধক। তাহার সহিত অল্পদিন হয় আমার পরিচয় হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়া জানিতে পারিলাম শিখ সমাজের বাহিরেও নানকপন্থী সাধনার প্রণালী বঙ্গদেশেও প্রচলিত আছে। আর কেহ না হউক, অন্ততঃ ইহারা আমার চেষ্টাকে অবজ্ঞা করিবেন না, এই ভরসা পাইলাম। পরন্তু রামমালা ছাত্রাবাস ও বাণী-মন্দিরের সুযোগ্য অধ্যক্ষ, আমার অনুজোপম বন্ধু শ্রীরাসমোহন চক্রবর্ত্তীর উত্সাহেই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। তিনি বার বার প্ররোচিত না করিলে একাজে হাত আমি দিতাম না। তিনি বলিয়াছেন (পূর্ণযোগ্যতার অভাব বশতঃ) এই পুস্তক রচনার দরুণ যাহা কিছু দোষ, তাহা তিনি নিজ স্কন্ধে নিতে প্রস্তুত। এই সুযোগ যে গ্রহণ না করে সে নিতান্ত বোকা। সাধারণতঃ লেখকগণ বলেন, গ্রন্থের যাহা কিছু গুণ, তজ্জন্য প্রশংসা বন্ধুগণের এবং যাহা কিছু দোষ তজ্জন্য নিন্দা তাহাদের নিজেদের প্রাপ্য। আমার সৌভাগ্য ক্রমে আমি অন্যথা বলিবার সুযোগ পাইয়াছি। গ্রন্থের যদি কিছু গুণ থাকে তজ্জন্য প্রশংসা আমার প্রাপ্য, যদি কিছু দোষ থাকে তাহার জন্য রাসমোহন বাবু দায়ী। অতএব রাসমোহন বাবুর উপর কৈফিয়তের ভার দিয়া আমি নিশ্চিন্ত মনে এই গ্রন্থ সাধারণ্যে প্রকাশ করিলাম।

গুরু গ্রন্থমালা পর্য্যায়ের সংকল্প অনুযায়ী জপজীর চল্লিশটী শ্লোককে

পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিভক্ত করিয়া প্রকাশ করা হইল। যেন শ্রদ্ধাবান্ সাধক প্রতিতিথিতে একটী করিয়া অধ্যায় পাঠ করিতে পারেন। জপজী আকারে ক্ষুদ্র, সমগ্র গ্রন্থ পাঠ করিতেও আধ ঘণ্টার বেশী সময় লাগে না। সুতরাং ইহার অধ্যায় বিভাগের তেমন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কর্মযোগের "ধর্ম্মপদ" এবং জ্ঞানযোগের "মূল সূত্রে"র সহিত ইহার পাঠ প্রচলিত হউক, জগতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থত্রয়, "গীতা," "উপগীতা," ও রাগ-গীতা"র সহিত ইহার পাঠ প্রচলিত থাকুক, এই জন্যই অধ্যায় বিভাগের প্রয়োজন আছে। ঐ গ্রন্থগুলির সহিত বিন্যাসের সামঞ্জস্যও থাকিবে। আর ঐ গ্রন্থগুলির সঙ্গে সঙ্গে পাঠ করিতে গেলে সমগ্র জপগ্রন্থ পাঠের জন্য সময় না মিলিতে পারে, এই আশঙ্কায় অধ্যায় বিভাগ করা হইল। যিনি পারেন, সমগ্র জপজীই তিনি দৈনিক আবৃত্তি করিবেন; প্রত্যেক ধর্মপ্রাণ শিখই তাহা করিয়া থাকে। যিনি তাহা না পারেন, তিনি একটী মাত্র অধ্যায় পাঠ করিয়া গুরু নানকের সহিত সংযোগ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন।

ভক্তিশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ভাগবত সংস্কৃত ভাষায় রচিত। জগতের কোনও ভাষায়ই ভক্তিযোগের এরূপ উপাদেয় বিবৃতি আর নাই। কথায় বলে "জ্ঞানং ভাগবতাবধি"। বুদ্ধিদ্বারা ভক্তির রহস্য বিশ্লেষণ যতটা সম্ভবপর, ভাগবতে তাহা আছে। প্রাকৃত ভাষায় ভাগবতের দুইখানা অনুরণন লোক প্রসিদ্ধ। হিন্দি ভাষাতে রচিত তুলসীদাসের "রামচরিত মানস," আর পারসী ভাষাতে রচিত জালালুদ্দীন রুমির "মসনবী," সহস্র সহস্র মানবকে ভক্তিযোগরূপ অমৃতরস বিতরণ করে। রামচন্দ্র ও জরথুস্ত্রের দেশে যথাক্রমে ইহারাই দিব্য-রাগের দীপবর্তিতে তৃষিত মানবকে মহেশ্বর মঝ্‌দার সন্ধান জানাইয়া দেয়।

নানকের জপজী "মসনবী" ও "চরিত মানস" পাঠের স্মরণিকা (Memorandum)। তাই জপজী পাঠে মসনবীর সেই বাণী স্মরণ

হয় যে, প্রেমিকের দৃষ্টি লইয়া না গেলে মহেশ্বর মর্য্যাদাকে বুঝা যায় না।

দীদা-এ মজনু গর
বূদে তূ-রা।
হর দো আলম বে খতর
বূদে তূ-রা॥

যদি মজনুর দৃষ্টি লইয়া দেখিতে জান, তবেই বুঝিতে পারিবে যে লয়লীর জন্য ইহলোক ও পরলোক ত্যাগ করা কত সহজ। [দীদা=দৃষ্টি, চক্ষু। এ-মজনু=মজনুর। গর=যদি। বূদে=হইত। তূরা=তোমার। হর দো আলম=দুই জগত্ই, ইহলোক ও পরলোক দুইই। হর=প্রতি। দো=দুই। আলম=জগত্। বে-খতর=মর্য্যাদাহীন, মূল্যহীন। বূদে=হইত। তূ-রা=তোর, তোমার]।

মজনুর দৃষ্টিভঙ্গি কেমনে লাভ করা যায়? কী করিলে রুদ্রের সত্তায় স্থির প্রত্যয় জন্মে, এবং তত্পরে তাহাকে পাইবার জন্য আকুল আগ্রহ হয়? চিত্ত শুদ্ধিই তাহার একমাত্র পথ।

আয়না—অত্ দানি চিরা ঘম্মাজ নিস্ত্।
জাঁ কি জঙ্গার জে রুখ-অশ্ মুমতাজ নিস্ত্॥

তুমি কি জান যে রুদ্রের প্রতিচ্ছবি তোমার চিত্ত দর্পণে কেন প্রতিফলিত হয় না? তাহার কারণ এই যে আয়নার মুখে জঙ্গ্ লাগিয়া আছে, তাহা পরিষ্কৃত করা হয় নাই।

[আয়না=দর্পণ। অত্=তোমার। দানি=জান? চি-রা=কেন। ঘম্মাজ=জ্ঞাপক। নিস্ত=নয়। জাঁ=আজ—আন=এইজন্য। কি=যে। জঙ্গার=মল, কলঙ্ক। জে=হইতে। রুখ=মুখ। অশ্=উহার। মুমতাজ=বিশ্লিষ্ট, পরিষ্কৃত। নিস্ত্=নহে।]

চিত্তশুদ্ধির উপায় কী? সাধুসঙ্গই চিত্তশুদ্ধির হেতু।

ছায়া-এ যজদান বুবদ বন্দাহ-এ খুদা।
মুরদা-এ আলম ও জিন্দাহ এ খুদা॥

কারণ ভক্ত ভগবানের প্রতিভাস স্বরূপ। আর তিনিই ভক্ত, যিনি জাগতিক বিষয়ে নিদ্রিত, কিন্তু ঐশ্বরিক বিষয়ে সদা জাগরুক।

[ছায়া=ছায়া, প্রতিচ্ছবি। এ=of, 'র। যজদান=যজত্র, রুদ্র,। বুবদ=ভবতি=হয়। বন্দাহ=সেবক। এ='র। খুদা=স্বধা ঈশ্বর। মুরদা=মৃত। আলম=জগত। ও=ও, এবং। জিন্দাহ= জীবন্ত, জীবিত। এ=of। খুদা=স্বধা, রুদ্র]

ভক্তের ভিতরই ভগবানকে দেখিতে হয়, মঝ্‌দা-দর্শনের অন্য কোনও উপায় নাই।

চূঁ কি গুল রফ্‌ত্‌ ও গুলিস্তান
শূদ খরাব।
বো-এ গুল-রা আজ কে জোয়েম
আজ গুল-আব॥

যখন গোলাপ (ফুল) পাওয়া যায়না, তখন গুলাব (জল) দ্বারাই গোলাপের সাধ মিটাইতে হয়।

[চূঁ=যেহেতু, যখন। গুল=গোলাপফুল। রফত=চলিয়া যায়। ও=এব, কিঞ্চ। গুলিস্তান=পুষ্পোদ্যান। শূদ=হয়। খরাব=নষ্ট। বো=গন্ধ। এ=of। গুল=গোলাপ। রা=কে। আজ=হইতে। কে=কাহা। জোয়েম=খুজিব। আজ=ভিন্ন। গুল-আব=গোলাপজল। যখন গোলাপ চলিয়া যায় এবং উদ্যানও বিনিষ্ট হয়, তখন গোলাপ-জল ছাড়া আর কোথায় গোলাপের গন্ধ পাইতে পারিব ?]

যে পর্য্যন্ত ভগবদ্‌দর্শন না হয়, সে পর্য্যন্ত সাধুর ভিতরই ভগবানকে দেখিতে হয়।

সাধুশ্রেষ্ঠ নানকের ভিতর রুদ্রকে আমরা যদি না দেখি, তবে

কোথায় গিয়া তাঁহাকে খুজিয়া পাইব?

যস্যাত্ম বুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্ তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিত্
জনেষ্ অভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥
ভাগবত ১০-৮৪-১৩

যে ব্যক্তি দেহটাকেই আত্মা বলিয়া মনে করে, পুত্রকলত্রকে আপনার বলিয়া মনে করে, প্রতিমাকে দেবতা বলিয়া মনে করে, নদীকে তীর্থ বলিয়া মনে করে, কিন্তু সাধুর ভিতর ঈশ্বরকে দেখেনা, সেই ব্যক্তি গরুর মধ্যেও গাধা।

——×——

ওঁ তৎ সত্

ওঁ তত্ সত্

তম্ উ ষ্টুহি যঃ সু-ইষুঃ সুধন্বা

যো বিশ্বস্য ক্ষয়তি ভেষজস্য।

যক্ষ্বা মহে সৌমনসায় রুদ্রম্

নমোভির্ দেবম্ অসুরং দুবস্য॥

ঋগ্বেদ—৫—৪২—১১

তাঁহারই স্তব কর, যাঁহার হস্তে সুন্দর ধনু ও বাণ, আবার সকল ঔষধের কথাও যিনি জানেন। মহা শান্তির জন্য রুদ্রকে ভজন কর, নমস্কার দ্বারা পূজা কর। রুদ্রই দেব (সাকার); রুদ্রই অসুর (নিরাকার)।

সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী

সমানং মনঃ সহ চিত্তম্ এষাম্।

সমানং মন্ত্রং অভিমন্ত্রয়ে বঃ

সমানেন বো হবিষা জুহোমি॥

ঋগ্বেদ—১০—১৯১—৩

তোমরা একই সমিতিতে মিলিত হইও, একই মন্ত্র দ্বারা উপাসনা করিও। একই মন্ত্র গ্রহণের জন্য তোমাদিগকে আমন্ত্রিত করিতেছি, একই ফলের জন্য সম্বর্ধিত করিতেছি।

গায়ত্রী

১। হিন্দু (দেবযান)

ওঁ তত্ সবিতুর্ বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াত্ ওঁ।

জগত্-স্রষ্টার সেই বরণীয় জ্যোতি, যাহা অধি-আত্মারূপে অন্তরে থাকিয়া, আমাদের বুদ্ধিকে কল্যাণের পথে চালিত করে, আমরা তাহার ধ্যান করিব।

২। পার্শী—(পিতৃযান)

ওঁ। যথা অহু বর্য্যো অথা রতুস্,
অষাত্ চিত্ হচা।
বংহেউস্ দজ্দা মনংহো স্যর্ত্তথননাম্,
অংহেউস্ মঝ্দাই।
ক্ষথ্রং চ অহুরাই আ
যিম্ দ্রিগুব্যো দদাত্ বাস্তারেম্॥ ওঁ

অষা (ধর্ম) লাভের জন্য, অহু (রুদ্র) যেমন বরণীয়; রতুও (গুরুও) তেমন বরণীয়। অহুর মঝ্দার অভিপ্রেত জীবন যাপনের জন্য রতুই আমাদিগের বহুমনস্ (প্রজ্ঞা) ও ক্ষথ্র (তিতিক্ষা) দৃঢ় করেন। বহুমনস ও ক্ষথ্রই দুর্গতের পরিত্রাতা।

৩। শিখ—(মহাযান)

ওঁ। এক ওঁ সতনাম কর্ত্তা পুরুষ,
নির্ভয় নির্বৈর।
অকাল মুরতি অযোনি স্বৈভং
গুরু প্রসাদি জপ্॥ ওঁ

পরমেশ্বর রুদ্র এক অদ্বিতীয়। ওঁকার তাহার প্রতীক। তিনি সত্যস্বরূপ সৃষ্টিকর্তা পুরুষ। তিনি নির্ভয় (সর্বশক্তিমান) ও প্রেমময় নির্বৈর)। তিনি কালাতীত, শাশ্বত, ও স্বয়ম্ভূ। গুরুর অনুগ্রহে জপ দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়।

জপজী।

(বীজ।) এক ওঁ সত নাম কর্তা পুরুষ
নির্ভয় নির্বৈর।
অকাল মূরতি অযোনি স্বৈভং
গুরু প্রসাদি জপ॥
আদি সচু যুগাদি সচু।
হৈ ভি সচু নানক হোসি ভি সচু॥

তিনি এক। ওঁকারই তাহার সত্য নাম। তিনি সৃষ্টিকর্তা পুরুষ। সর্বশক্তিমান তিনি, তাঁহার আশ্রয় নিলে আর ভয় থাকে না। প্রেমময় তিনি, তাহার শরণ নিলে বৈরিভাব থাকে না। তিনি মূর্তিহীন—কালাতীত সত্তাই তাহার মূর্তি। তাহার জন্ম নাই—এমন সময় ছিলনা, যখন তিনি ছিলেন না। তিনি স্বয়ম্ভু—তাহার জনক কেহই নাই। মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিয়া রুদ্ররাগ উদ্দীপিত হইলে, নিরন্তর তাঁহার নাম জপ করিলে তিনি প্রকাশিত হন।

আদি হইতেই তিনি বর্তমান। যুগে যুগেই আবার তাহার সত্যতা প্রকাশিত হয়। তিনি বর্তমানেও আছেন, হে নানক ভবিষ্যতেও তিনি থাকিবেন।

সচু=সত্য। হৈ=আছেন। হোসি=হইবেন।

প্রতিপদ্‌।

অনাথতা।

১—১ সোচৈ শোচ ন হোবই, যে শোচি লখবার।
চুপ্পৈ চুপ ন হোবই, যে লায় রহা লিবতার।
ভুখ্যা ভুখ ন উওরী, যে বন্না পূরিয়া ভার॥

ব্যাখ্যা—লক্ষবার স্নান করিলেও মন শুচি হয় না। নির্নিমেষ নয়নে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেও মন শান্ত হয় না। জগতের সমস্ত দ্রব্য সম্ভার ভোগ করিলেও ভোগ তৃষ্ণা মিটেনা।

টীকা—শোচৈ=শৌচ করিয়া। শোচ=শুদ্ধ। হোবই=(ভবতি) হয়। যে=যদি। চুপ্পৈ=চুপ থাকিয়া। চুপ=শান্ত। লায় রহা= লাগিয়া থাকে, বসিয়া থাকে। লিবতার=নিরন্তর, (চক্ষুর তারা স্থির করিয়া)। ভুখ্যা=ভোজন করিয়া। ভুখ=বুভুক্ষা। ন উওরী= ছাড়েনা। বন্না=বান্ধে। পুরীয়া=জগত্ পুরীর। ভার=সামগ্রী।

ভাষ্য—রুদ্রের কৃপা ব্যতীত, কেবল নিজের চেষ্টা দ্বারা মানুষ কিছুই করিতে পারেনা। নিজের মনের উপরই যখন মানুষের কোনও কর্তৃত্ব নাই, তখন অন্য কিছু করিবার ক্ষমতা তাহার কী আছে? ভোগদ্বারা ভোগ তৃষ্ণা মিটেনা, সংযম অভ্যাস কর। চেষ্টা দ্বারা মন শীতল হয় না; রুদ্রের কৃপা ভিক্ষা কর। ইহাই ভক্তি যোগের মূল কথা।

১—২ সহস সিয়ানপা লখ হোই; ত ইক ন চল্লৈ নাল।
কিব সচিয়ারা হোইএ, কিব কূড়ৈ তুট্টৈ পাল।
হুকম রজাই চলনা, নানক লিখিয়া নাল॥

ব্যাখ্যা—সহস্র চাতুরী যদি লক্ষগুণ বর্দ্ধিত হয়, তথাপি তাহাদের একটিও (মৃত্যুর পরে) তোমার সঙ্গে যাইবে না। তবে কেমনে সত্য নিষ্ঠ

হইব ? কেমনে মিথ্যার জাল ছিড়িয়া ফেলিব ? (তাই যদি চাও তবে) নানকের লিখানানুযায়ী (রুদ্রের) আদেশ মানিয়া চল।

টীকা—সহস=সহস্র। সিয়ানপা=সিয়ানপণা, চাতুরী। লখ=লক্ষ। হোই=হয়। ত=তবে। ইক=এক। ন চলৈ=চলিবেনা। নাল=সঙ্গে। কিব=কেমনে। সচিয়ারা=সত্যনিষ্ঠ। হোইএ=হইব। কিব=কেমনে। কুড়্ড়ৈ=কুড়তার, মিথ্যার। তুট্টৈ=(তুড়িব) ভাঙ্গিব। পাল=পরদা। হুকম=আদেশ। রজাই=(রাজী) মত। চলনা=চলিতে হইবে। নানক লিখিয়া=নানকের লেখা। নাল=সহ, অনুযায়ী।

ভাষ্য—চাতুরীদ্বারা ঈশ্বরলাভ হয় না। তাঁহার আদেশ মানিয়া চলিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। তাহার আদেশ কী, তাহা ধর্ম্মনেতাগণের অনুশাসন হইতে জানা যায়।

—)০(—

২—১ হুকমি হোবন আকার, হুকম ন কহিয়া যাঈ।
হুকমি হোবন জীয়, হুকমি মিলৈ বড়িয়াঈ॥

ব্যাখ্যা—(রুদ্রের) আজ্ঞায়ই জগত্ প্রপঞ্চ (সৃষ্ট) হয়। তাঁহার আজ্ঞা ব্যাখ্যা করিয়া শেষ করা যায় না। আজ্ঞায়ই জীব হয়, আজ্ঞায়ই অভ্যুদয় পাওয়া যায়।

টীকা—হুকমি=হুকমে, আজ্ঞায়। হোবন=হওয়া। আকার=সৃষ্টি। হুকম=আজ্ঞা। ন কহিয়া যাই=বলা যায় না। জীয়=জীব। হুকমি=আজ্ঞায়। মিলৈ=মিলে, পাওয়া যায়। বড়িয়াই=বৃদ্ধি, অভ্যুদয়।

ভাষ্য—এই বিশ্ব সংসার তিনি কেমনে সৃষ্টি করিয়াছেন, কেন সৃষ্টি করিয়াছেন, বিচার করিয়া তাহার অন্ত পাওয়া যায় না। জীবকে

যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিয়া গেলেই জীবের অভ্যুদয় লাভ হইবে ইহাই সদ্‌যুক্তি।

২—২ হুকমি উত্তম নীচু, হুকমি লিখি দুখসুখ পাইয়হি।
ইকনা হুকমি বখশীস, ইকি হুকমি সদা ভবাইয়হি॥

ব্যাখ্যা—রুদ্রের আজ্ঞায়ই উচ্চ নীচ প্রভেদ হইয়া থাকে। রুদ্রের আজ্ঞার নির্দ্দেশ অনুযায়ীই লোকে সুখদুখ পায়। তাঁহার আজ্ঞায়ই কেহ মুক্তিরূপ পুরস্কার পায়, তাঁহার আজ্ঞায়ই কেহ বার বার জন্মে।

টীকা—হুকমি=আজ্ঞায়। হুকমি লিখ=আজ্ঞার নির্দ্দেশ। পাইয়হি=পায়। ইকনা=এককে, কাহাকেও। হুকমি=আজ্ঞা। বখশীস=পুরস্কার। ইক্=এককে, কাহাকেও। হুকমি=আজ্ঞা। ভবায়হি=জন্মায়, সংসারে আনে।

ভাষ্য—যাহা কিছু হয়, ইচ্ছাময় রুদ্রের ইচ্ছায়ই হয়। অধম না থাকিলে উত্তম্ থাকিতে পারে না, দুঃখ না থাকিলে সুখ থাকিতে পারে না। বৈচিত্র্যই সৃষ্টি। নিরবচ্ছিন্ন একরূপতা প্রলয়ের নামান্তর। জন্ম-মৃত্যু-জরা ব্যাধির সত্তা দেখিয়া রুদ্রকে নিষ্করুণ অথবা অক্ষম মনে করা কুযুক্তি। সৃষ্টি থাকিতে হইলে দ্বন্দ্ব থাকিবেই।

২—৩ হুকমৈ অন্দরি সভু কো, বাহরি হুকম ন কোই।
নানক, হুকমৈ জে বুঝে ত হউমৈ কহৈ ন কোই॥

ব্যাখ্যা—সকলেই তাঁহার আজ্ঞার অধীন, কেহই অনধীন নহে। হে নানক যদি আজ্ঞার সত্তা বুঝিতে পারে, তবে কেহই আর আত্ম কর্তৃত্বের কথা বলিবে না।

টীকা—হুকমৈ=আজ্ঞার। অন্দর=মধ্যে, অধীনে। সভু কো =সকলে। বাহর=বাহিরে। হুকমৈ=আজ্ঞাকে। জে=যদি। বুঝে=বুঝে। ত=তবে। হউ=আমি। হউমৈ=আমা-বিষয়ে,

অহঙ্কারের। কহৈ=বলিবে। ন কোই=কেহ না।

ভাষ্য—যতক্ষণ "আমিই ইহা করিতে পারি" এই ধারণা থাকে, ততক্ষণ লোক নিজের দিকেই তাকায়, রুদ্রের কথা ভাবেনা। আর যখন বুঝিতে পারে যে তাহার নিজের মনের উপরই তাহার কর্ত্তৃত্ব নাই, তাহার অনিচ্ছায়ও মন নানা দিকে ধাবিত হয়, তখন তাহার কর্ত্তৃত্বাভিমান দূর হয় ও রুদ্রের কথা মনে পড়ে। গীতা বলিয়াছেন,

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥

জীব যখন দেখে যে সে নিজে কর্ত্তা নয়, গুণেরাই কর্ত্তা, গুণদের কর্ত্তা যে রুদ্র তাহার কথা তখন জীবের মনে পড়ে। কর্ত্তৃত্বাভিমান লোপই ভক্তি যোগের প্রথম সোপান।



দ্বিতীয়া

আস্তিক্যম্।

৩—১ গাবৈ কো তান হোবৈ কিসৈ তান।
গাবৈ কো দাত জানৈ নিশান॥

• ব্যাখ্যা—কে তাঁহার মহিমা গান করিতে পারে? কাহার তেমন বিশালতা আছে? কে তাঁহার অসীম দয়ার কথা গাহিয়া শেষ করিতে পারে? কে তাঁহার অস্তিত্বের পরিচয় পাইয়াছে?

টীকা—গাবৈ=গাহিতে পারে। কো=কে। তান=সঙ্গীত। হোবৈ=হয়, আছে। কিসৈ=কাহার। তান=বিশালতা। গাবৈ=গাহিতে পারে। দাত=দান। জানৈ=জানে। নিশান=চিহ্ন।

ভাষ্য—যাহার বুদ্ধি বিকশিত হইয়াছে কেবল সেই রুদ্রের মহিমা গান করিতে পারে। যিনি তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, কেবল তিনিই তাঁহার দয়ার নিদর্শন দেখিতে পান। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত রুদ্রের অস্তিত্ব হৃদয়ে প্রতিভাত হয় না। অন্যের পক্ষে তাঁহার কথা বলিতে যাওয়া বৃথা বাগাড়ম্বর মাত্র।

৩—২ গাবৈ কো গুণ বড়িয়াইয়া চার।
গাবৈ কো বিদ্যা বিষম বিচার॥

ব্যাখ্যা—চারি বেদে যাঁহার গুণের স্তুতি করা হইয়াছে কে তাহা বর্ণনা করিতে পারে? তত্ত্ব জ্ঞানের বিস্তার দুরূহ। কে তাহা বর্ণনা করিতে পারে?

টীকা—গাবৈ=গাহিতে পারে, বর্ণনা করিতে পারে। কো=কে। গুণ=দাক্ষিণ্য। বড়িয়াইয়া=বৃদ্ধি করিয়াছে, প্রশংসা করিয়াছে। চার=চারি বেদ। বিদ্যা=তত্ত্ব জ্ঞান। বিষম=দুরূহ। বিচার=ধারণা।

ভাষ্য—বেদ ও রুদ্রের মহিমা বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারে নাই। তিনি ধারণার অগম্য। জ্ঞান মার্গ দুরূহ পথ।

৩—৩ গাবৈ কো সাজ করে তনু খেহ।
গাবৈ কো জীয় লই ফিরি দেহ॥

ব্যাখ্যা—কে তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিতে পারে, যিনি দেহকে প্রথমে সুসজ্জিত করিয়া পড়ে ভস্মে পরিণত করেন? কে তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিতে পারে, যিনি একবার জীবন নেন, আর এক বার ফিরাইয়া দেন?

টীকা—গাবৈ=গাহিতে পারে, বলিতে পারে। কো=কে। সাজ =সজ্জিত। করৈ=করিয়া। তন=তনু, দেহ। খেহ=ভস্ম। জীয় =জীবন। লৈ=লইয়া। ফির=পুনরায়। দেহ=দেয়।

ভাষ্য—জীবন ও তাঁহা হইতে, মৃত্যু ও তাঁহা হইতে। কারণ দ্বন্দ্বেই সৃষ্টি। ইহা না বুঝিয়া যে শুধু জীবনই চায়, সে রুদ্রের মহিমা বুঝিতে পারে না। আর যে জীবন-মৃত্যু সুখ-দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বের অতীত হইয়া নিরাকাঙ্খ হইয়াছে, সেই রুদ্রের গুণ গান করিতে পারে।

৩—৪ গাবৈ কো জাপৈ দিশৈ দূর।
গাবৈ কো বেখৈ হাদরা হদুর॥

ব্যথ্যা—তাহাকে মনে হয় যেন অনেক দূরে আছেন, আবার দেখা যায় যেন নিকটেরও নিকটে আছেন; কে তাহার বিষয় বলিতে পারে?

টীকা :—গাবৈ=বলিতে পারে। কো—কে। জাপৈ=মনে হয়, যেন। দিশৈ=দেখা যায়। বেখৈ=বীক্ষণ করে, দেখে। হাদরা= উপস্থিতের, নিকটের, হাজির হইতে। হদুর=নিকট।

ভাষ্য :—যিনি, দুর হইতে ও দূর, দেখা যায় কি যায় না, (আছেন কি না আছেন বুঝা যায় না) আবার নিকট হইতেও নিকট [আত্মার ও অধি আত্মা (Highorself) রূপে যিনি অবস্থিত] তাঁহার কথা কে বলিতে পারে?

৩—৫ কথনা কথি ন আবই তোটি।
কথি কথি কথি কোটি কোটি কোটি ॥

ব্যাখ্যা :—কোটি কোটি কোটি বার তাহার কথা বলিয়া বলিয়াও কেহ অন্ত পায় না।

টীকা :—কথনা=বচন, কথা। কথি=বলিয়া। ন আবই= আসে না। তোটি=অন্ত। কথি কথি কথি=বলিয়া বলিয়া। কোটি কোটি কোটি=কোটি কোটি কোটিবার।

ভাষ্য :—রুদ্র অনাদি অনন্ত। কোটি কোটি বত্সর ধরিয়া ও তাহার ব্যখ্যা করিয়া শেষ করা যায় না।

৩—৬ দে দা দে লই দে থকি পাহি।
যুগ যুগান্তর খাহি খাহি ॥

ব্যাখ্যা—তিনি দিয়া দিতেছেন, সকলে নিয়া নিতেছে, নিতে নিতে শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। যুগ যুগান্তর ধরিয়া তাহার দান ভোগ করিতেছে।

টীকা :—দেদা=দিয়া দিতেছেন। দে লই=দেওয়া মাত্রই নিতেছে। দে=দান (নিতে নিতে)। থকি পাহি=নিশ্চেষ্টতা পাইতেছে, ক্লান্ত হইতেছে। খাহি খাহি=খাইতেছে, আর খাইতেছে।

ভাষ্য :—মানুষ ভোগ করিতে করিতে ক্লান্ত হয় কিন্তু তাঁহার দানের সীমা নাই। রুদ্র এতই দয়ালু। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই অনাসক্ত মুক্ত পুরুষগণ ভবরঙ্গমঞ্চের অভিনয় দর্শনের আনন্দ উপভোগ করিবার সুযোগ পাইয়া আসিতেছেন।

৩—৭ হুকমী হুকমু চলায়ে রাহ।
নানক বিকশৈ বে-পরবাহ ॥

ব্যাখ্যা :—সেই আজ্ঞাকারী আজ্ঞাদ্বারা সংসার চালাইতেছেন। হে নানক অনপেক্ষ ব্যক্তিই পূর্ণতা লাভ করিতে পারে।

টীকা :—হুকমি=আজ্ঞাকারী। হুকমু=আজ্ঞা দ্বারা। চলায়ে=চালায়। রাহ=রাস্তা, সংসারবর্ত্ম। বিকশৈ=বিকশিত হয়, পূর্ণতা লাভ করে। বে-পরবাহ=যাহার কোনও অপেক্ষা (কামনার অধীনত্ব) নাই, নিস্ত্রৈগুণ্য।

ভাষ্য :—মানুষের কোনই কর্ত্তৃত্ব নাই। আকাঙ্ক্ষা দ্বারা মানুষ কেবল কষ্টই পায়—আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ, তাহার ইচ্ছা বা চেষ্টার উপর নির্ভর করে না। নিরাকাঙ্ক্ষতাই সুখের সোপান। নিরপেক্ষ ব্যক্তিই আনন্দ লাভ করিতে পারে—রুদ্রের ইচ্ছায় জগত্ এই নিয়মেই চলিতেছে।

৪—১ সাচা সাহিব সাচু নাই ভাখিয়া ভাউ অপার।
আখহি মংগহি দেহি দেহি দাত করে দাতার॥

ব্যাখ্যা :—তিনিই সত্য প্রভু, তাঁহার নাম সত্য, অনন্ত ভাব তিনি ব্যক্ত করেন। জীব তাহাকে ডাকে, "দেও দেও" বলিয়া প্রার্থনা করে, আর সেই দাতা দান করিতে থাকেন।

টীকা :—সাচা=সত্য, চিরস্থায়ী। সাহিব=প্রভু। নায়=নাম। ভাখিয়া=বলেন। ভাউ=ভাব, ইচ্ছা, প্রেম। অপার=অনন্ত। আখহি=ডাকে। মংগহি=প্রার্থনা করে। দাত=দান। দাতার=দাতা।

ভাষ্য :—রুদ্রই সনাতন, অপর সকলই ক্ষণস্থায়ী। তাঁহার নাম ভজনাই স্থায়ী অবলম্বন—অপর সমস্ত সংযোগই ক্ষণভঙ্গুর। তিনি অনন্ত ভাবে আপনাকে ব্যক্ত করিতেছেন—যে কোনও ভাব অবলম্বন করিয়াই তাহাকে স্মরণ করা যায়। আবার তিনি পরম দয়ালু—কত লোকেই তাহার নিকট কত প্রার্থনা করিতেছে। আর তিনি সকলের প্রার্থনাই পূরণ করিতেছেন।

৪—২ ফেরি কি অগ্‌গৈ রাখিয়ৈ, যিতু দিশৈ দরবার।
মুহৌ কি বোলন বোলিয়ৈ, যিতু শুনি ধরে পিয়ার ॥

ব্যাখ্যা :—তাহার সম্মুখে এমন কি অর্ঘ রাখিতে পারি যাহাতে তাহার দরবার দেখিতে পাওয়া যায়? মুখে এমন কি স্তুতি করিতে পারি যাহাতে তাহার প্রীতি উপজিত হইবে?

টীকা :—ফেরি=উপহার। কি=কেমন। অগ্‌গৈ=সম্মুখে। রাখিয়ৈ=রাখিব। যিতু=যাহাতে, যে জন্য। দিশৈ=দেখা যায়। দরবার—সভাগৃহ। মুহো=মুখে। বোলন=বচন, স্তব। বোলিয়ৈ= বলিব।. যিতু=যাহা। শুনি=শুনিয়া। ধরে পিয়ার=প্রীতি করেন।

ভাষ্য :—অর্থ দ্বারা বা স্তব দ্বারা রুদ্রকে প্রীত করা যায় না। তাঁহার অহৈতুকী কৃপাই একমাত্র ভরসা।

৪—৩ অমৃত বেলা সচু নাউ বড়িয়াই বিচার,
করমি আবৈ কপড়া নদরী মোখ দুয়ার।
নানক, এবৈ জানিয়ৈ সভু আপে সচিয়ার॥

ব্যাখ্যা :—ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত ও সত্যনাম ইহাই প্রধান কথা। কর্ম্মফলে মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াছ, মোক্ষদ্বার দৃষ্টিগোচরে আসিয়াছে! নানক ইহা জানিয়া রাখ, যে, সত্যস্বরূপ তিনিই সব কিছু।

টীকা :—অমৃতবেলা=ব্রাহ্মমূহুর্ত্ত। নাউ=নাম। বড়িয়াই=বড়, প্রধান। বিচার=লক্ষ্য, সাধনা। করমি=কর্ম্ম দ্বারা। আবই= আসিয়াছে। কপড়া=(মনুষ্য দেহরূপ) বস্ত্র। নদরী=নজরে, দৃষ্টিপথে। এবৈ=এইরূপ। সভু=সর্ব্বত্র, সকল। আপে=সেই আপনি। সচিয়ার=সত্যময়।

ভাষ্য :—ব্রাহ্ম মূহুর্ত্তে উঠিয়া রুদ্রের নাম করা, ইহাই প্রধান সাধনা। দুর্লভ মানুষ জন্ম পাইয়াছ—মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। এই অমূল্য সময় নষ্ট হইতে না দিয়া মোক্ষপথে অগ্রসর হও। তাহাকে যদি সর্ব্বত্র দেখিতে পাও তবে মুক্তির আর বিলম্ব নাই।

তৃতীয়া।

গুরু-শরণম্।

৫—১ থাপিয়া ন যাই কিতা ন হোই।
আপে আপি নিরঞ্জন সোই॥

ব্যাখ্যা :—তাঁহাকে কেহ স্থাপিত করে নাই, কেহ তাঁহাকে উৎপন্ন করে নাই। তিনি স্বাধিষ্ঠিত ও নিরঞ্জন।

টীকা :—থাপিয়া=স্থাপিত। ন যাই=যায় নাই, হয় নাই। কিতা=কৃত। ন হোই=হয় নাই। আপে আপ=নিজে নিজেই। নিরঞ্জন=বর্ণহীন, নির্গুণ।

ভাষ্য :—রুদ্রের সৃষ্টিকর্ত্তা যদি অপর কেহ থাকে, তবে ঐ সৃষ্টি কর্ত্তারও একজন সৃষ্টিকর্ত্তা কল্পনা করিতে হয়? এইরূপে অনবস্থা ঘটে। সর্ব্বশেষ একজনকে স্বয়ম্ভূ বলিয় স্বীকার করিতেই হয়। রুদ্রই স্বয়ম্ভূ। তিনি স্বাধিষ্ঠিত, অপরের সাহায্যের অপেক্ষা তাহার নাই। তিনি নিরঞ্জন—সর্ব্ববিধ গুণই তাহাতে আছে, অতএব কোনও বিশিষ্ট লক্ষণ দ্বারা তাঁহাকে বর্ণনা করা যায় না।

৫—২ যিনি সেবিয়া তিনি পাইয়া মান।
নানক গাবিয়ৈ গুণ নিধান॥

ব্যাখ্যা :—যিনি রুদ্রের সেবা করেন, তিনি সম্মান লাভ করেন। হে নানক সেই গুণ-নিধানের স্তব কর।

টীকা :—যিনি=যাহা দ্বারা। সেবিয়া=সেবা করা হয়। তিনি=তাহা দ্বারা। মান=আদর। পাইয়া=প্রাপ্ত হইয়াছে। গাবিয়ৈ=স্তব কর। গুণ নিধান=সর্ব্বকল্যাণের মূল।

ভাষ্য :—চরিত্রের উত্কর্ষ ব্যতিরেকে রুদ্রের সেবায় যোগ্য কেহ হয় না। চরিত্রের উত্‌কর্ষ যাহার আছে সে জন সমাজে সমাদর পাইবেই। গুণ নিধান রুদ্রের স্তব করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন কর।

৫—৩ গাবিয়ৈ, শুনিয়ৈ মনি রাখিয়ৈ ভাউ।
দুখ পরিহর সুখ ঘর লই যাই॥

ব্যাখ্যা :—রুদ্রের গুণগান করিও, অন্যে গান করিলে তাহা শ্রবণ করিও, আর তাহার প্রতি প্রেম রাখিও। তাহা হইলে দুঃখ পরিহার করিয়া সুখ আহরণ করিতে পারিবে।

টীকা :—গাবিয়ৈ=গান করিও। মনি=মনে। ভাব=প্রেম। পরিহর=পরিহার করিয়া। ঘর=ঘরে। লই=লইয়া। যাই=যাইতে পারিবে।

ভাষ্য :—যাহার কর্ত্তৃত্বাভিমান আছে ("আমার শক্তি দ্বারা আমি ইহা করিতে পারি" এইরূপ ধারণা আছে) তিনি রুদ্রকে আত্মসমর্পন করিতে পারেন না। যিনি রুদ্রকে অত্মসমর্পণ করিয়াছেন তাহার কর্ত্তৃত্বাভিমান নাই। তিনি "সকলই রুদ্রের দান" এই মনে করিয়া ক্লেশের মধ্যেও আনন্দ অনুভব করেন। যিনি রুদ্রকে আত্মসমর্পণ করিয়া তাহার গুণগান করিতে পারেন, তাহার আর দুঃখের সম্ভাবনা কোথায় ?

৫—৪ গুরুমুখ নাদং গুরুমুখ বেদং, গুরুমুখ রহিয়া সমাঈ।
গুরু ঈশ্বর, গুরু গোরখ বরমা, গুরু পার্ব্বতী মাঈ॥

ব্যাখ্যা :—গুরুবাক্যই নাদ, গুরুবাক্যই বেদ, গুরুবাক্যই সমাধি স্বরূপ। গুরুই শিব, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই ব্রহ্মা। আর গুরুই তাহাদের মাতা এ্যম্বকা পার্ব্বতী।

টীকা :—নাদ=শব্দবীজ। বেদ=ব্রহ্মবাণী। রহিয়া=রহে, হয়। সমাঈ=সমাধি। ঈশ্বর=মহেশ্বর, শিব। গোরক্ষ=গোবিন্দ, বিষ্ণু।

বরমা=ব্রহ্মা। মাই=ত্রিগুণাত্মিকা মাতা, সত্ত্বরজস্তমের (বিষ্ণু-ব্রহ্মা-শিবের) জননী ॥

ভাষ্য :—গুরুভাবই রুদ্রের স্বরূপ। (গুরুভাবে আরাধনা) গুরুর সহায়তাই রুদ্র দর্শনের প্রকৃষ্ট পন্থা। গুরুবাণীই আদিশব্দ, তাহাই শাস্ত্র, গুরুর বাক্য শ্রবণান্তেই সমাধি হয়। তমোগুণের প্রতীক শিব, রজোগুণের প্রতীক ব্রহ্মা ও সত্ত্বগুণের প্রতীক বিষ্ণু এবং তিন গুণের সমাহারের প্রতীক পার্ব্বতী দেবী সকলই মহাগুরু স্বরূপ রুদ্রেরই বিভাব।

৫—৫ যে হৌ জানা আখা নাহি।
কহনা কথন ন যাঈ।
গুরা ইক দেহি বুঝাঈ ॥
সভনা জীয়াকা ইকু দাতা
সো মৈ বিসরি ন যাঈ।

ব্যাখ্যা :—যিনি তত্ত্ব জানিয়াছেন, তিনিও বলেন নাই। কারণ এই কথা বলিয়া প্রকাশ করা যায় না। এক গুরুই ইহা বুঝাইয়া দিতে পারেন। সকল জীবের যিনি একমাত্র বিধাতা তাহাকে যেন আমি বিস্মৃত না হই।

টীকা :—যে=যিনি। হৌ=ইহা। জানা=জানিয়াছেন। আখা=বলিয়াছেন, বলেন। নাহি=নাই। কহনা=কথা। কথন=বলা। ন যাই=চলে না। গুরা=হে গুরু। ইক=কেবল তুমিই। দেহি=দেও। বুঝাই=বুঝাইয়া। সভনা=সর্ব্ববিধ। জীয়কা=জীবের। ইক=একমাত্র। দাতা=দান কর্ত্তা। সো=ইহা, তাহাকে। মৈঁ=আমি। বিসারি=ভুলিয়া। ন যাই=যাই না।

ভাষ্য—এ তত্ত্ব পুস্তক পাঠ করিয়া বুঝা যায় না। কেবল গুরুই ইহা বুঝাইয়া দিতে পারেন। সকল জীবের প্রতিপালক যে রুদ্র তাহাকে বিস্মৃত না হওয়া সকল তত্ত্বের সার।

৬—১ তীরথি নাবা যে তিস ভাবা
বিনু ভাণে কি নাই করি।
যেতি সিরঠি উপাই বেখা
বিনু করমা কি মিলৈ লই॥

ব্যাখ্যা—তাহার ভাবনাই তীর্থে স্নান স্বরূপ। আবেগ বিনা তাহার নাম জপ নিষ্ফল। যত পদার্থ দেখা যায় কর্ম্ম বিনা তাহার কোনটাই পাওয়া যায় না।

টীকা—তীরথি=তীর্থ। নাবা=নাওয়া, স্নান। যে=যাহা। তিস=তাহাকে। ভাবা=ধ্যান করা। বিনু=বিনা। ভাণে=প্রেম, ব্যাকুলতা। কি=কি ফল। নাই=নাম। করি=করিতে পারে। যেতি=যত। সিরঠি=সৃষ্ট বস্তু। উপাই=উত্পন্ন। বেখা=বীক্ষণ করিয়াছি, দেখি। করমা=কর্ম্ম। কি=কোন পদার্থ। মিলে লই=আনিয়া দিবে, নিয়া মিলায়, মিলে, পাওয়া যায়।

ভাষ্য—রুদ্রের নাম স্মরণেই তীর্থস্নানের ফল পাওয়া যায়। কিন্তু সে স্মরণ ব্যাকুলতার সহিত করিতে হইবে। আবার ন্যায্য কর্ম্মের দ্বারাই ব্যাকুলতা লাভ করা যায়। কারণ এই সংসারে কর্ম্ম বিনা ফল লাভ করা যায় না। নিষ্কর্ম্মা ব্যক্তির পক্ষে রুদ্রের কৃপালাভ সুদূরপরাহত।

৬—২ মতি বিচ রতন জবাহর মাণিক
যে ইক গুরুকি শিখ শুনি॥
গুরা এক দেহি বুঝাই,
সভনা জীয়াকা ইক দাতা,
সো মৈ বিসরি ন'যাই॥

ব্যাখ্যা—রত্ন, জহর, মাণিক সবই নিজের আত্মার মধ্যে আছে। যদি অনন্যপরায়ণ হইয়া গুরুর আদেশ পালন করা যায় তবে ইহার সন্ধান পাওয়া যায়। হে গুরু, তুমিই ইহা বুঝাইয়া দাও। সকল জীবের যিনি অন্য নিরপেক্ষ প্রতিপালক আমি যেন তাহাকে বিস্মৃত না হই।

টীকা—মতি=বুদ্ধি, মন। বিচ=মধ্যে। জবাহর=মণি। যে=যদি। ইক=অনন্যশরণ। শিখ=শিখ্য, শিষ্য। শুনি=শোনে, জানিতে পারে। এক=কেবল। বুঝাই=বুঝাইয়া। সভনা=সকলের। দাতা=ধাতা সো=সেই, তাঁহাকে। মৈ=আমি। বিসরি=বিস্মরি, বিস্মৃত হইয়া।

ভাষ্য—যিনি আত্মার শক্তির কথা অবগত আছেন, তিনি জানেন যে মণি মাণিক্য প্রাপ্তির যে সুখ, মণি মাণিক্য না থাকিলেও শুধু মনের ভাবনা দ্বারাই সেরূপ সুখের অধিকারী হওয়া যায়। [Mind is its own place,] কেবল গুরুই ইহার সন্ধান দিতে পারেন, মনের শক্তি বাড়াইয়া দিতে পারেন। গুরুর প্রসাদে সকল জীবের প্রতিপালক যে রুদ্র, তাঁহার কথা যেন আমি কখনও বিস্মৃত না হই।

৭—১ যে যুগে চারে আরজা হোর দশূনী হোই।
নবা খণ্ড বিচ জানিয়ৈ নাল চলৈ সভ কোই॥

ব্যাখ্যা—যদি কাহারও চারি যুগ ব্যাপিয়া আয়ু থাকে, আর তাহা দশ গুণ বর্দ্ধিত হয়, এই নব খণ্ড বিশ্বে তিনি বিখ্যাত থাকেন, আর সকলে তাহার অনুচর হয়।

টীকা—যে=যদি। যুগে চারে=চারি যুগ। আরজা=আয়ু। হোর=অপর, আর। দশূনী=দশ গুণ। হোই=হয়। বিচ=মধ্যে। জানিয়ৈ=জ্ঞাত থাকে। নাল=সঙ্গে। চলৈ=চলে।

ভাষ্য—দীর্ঘ আয়ু বা অখণ্ড প্রতাপ, রুদ্রের কৃপা ব্যতীত শান্তি দিতে পারে না।

৭—২ চঙ্গা নায় রখায়কে যশ কীর্ত্তি জগলেই।
যে তিস নদরি ন আবই ত বাত ন পুছৈ কোই॥

ব্যাখ্যা—যদি তাহাকে উত্তম পদবী দেয়, আর দেশে দেশে তাহার কীর্ত্তি প্রচারিত থাকে, তথাপি সে যদি রুদ্রের নজরে না পড়ে, তবে কেহ আর তাহার সহিত বাক্যালাপও করে না।

টীকা—চঙ্গা = উত্তম। নায় = নাম। রখায়কে = দিয়া, রাখিয়া। জগ = জগত। লেই = লয়, পায়। তিস = তাঁহার, রুদ্রের। নদরি = নজরে, দৃষ্টিপথে। আবই = আসে। বাত = কথা। ন পুছে = প্রশ্ন করে না, বলে না। কোই = কেহ।

ভাষ্য—যতক্ষণ রুদ্রের অনুগ্রহ থাকে, ততক্ষণ যশ কীর্ত্তি সবই থাকে। রুদ্রের অনুগ্রহ হইতে ভ্রষ্ট হইলে, আর কেহ ডাকিয়া কথাও কয় না।

৭—৩ কীটা অন্দর কীট করি, দোষী দোষ ধরে।
নানক নির্গুণ গুণ করে, গুণবন্তে গুণ দে।
তেহা কোই ন সুঝই, জি তিসু গুণ কোই করে॥

ব্যাখ্যা—রুদ্রের অনুগ্রহ ভ্রষ্ট হইলে সে কীটের মধ্যেও কীট হয়, নিন্দিত ব্যক্তিও তাহার নিন্দা করে। হে নানক, রুদ্র নির্গুণকে গুণশীল করেন, আর গুণবানকে আরও গুণ দেন। তথাপি এমন কাহাকেও দেখি না যে সেই অনন্তের সকল গুণ আয়ও করিতে পারে।

টীকা—কীটা = কীটের। অন্দর = মধ্যে। করি = করিয়া, গণ্য করিয়া। দোষ ধরে = নিন্দা করে। গুণ = গুণশীল। করে = করেন। দে = দেন। কোই = কেহ, কাহাকেও। ন সুঝই = দেখি না। যি = যে। তিসু = তাহার, তাহার মত। গুণ = ফল কার্য্য। কোই = কেহ। করে = করিতে পারে।

ভাষ্য—রুদ্রের অনুগ্রহ ভ্রষ্ট হইলে, লোকে সকলের অধম হয়। ভাল লোক দূরের কথা মন্দ লোকেও তাহাকে দেখিতে পারে না। সমস্ত গুণের আধার রুদ্র নির্গুণকে গুণশালী করেন, গুণশালীকে আরও উৎকৃষ্ট করেন। তিনি যাহা করিতে পারেন, এমন আর কেহ নাই, যে তাহা করিতে পারে। তিনি অদ্বিতীয়, অতুল্য। পরমার্থ (জীবনের পরম উদ্দেশ্য, Highest end of Life) লাভ করিতে হইলে রুদ্রের অনুগ্রহ ছাড়া আর কোনও উপায় নাই।

চতুর্থী।

ভক্তি-শংসা।

৮—১ শুনিয়ৈ সিধ পীর সুর নাথ।
শুনিয়ৈ ধরতী ধবল আকাশ॥

ব্যাখ্যা—সিদ্ধ, পীর, সুর ও নাথগণ শুনুন। ধরিত্রী আর নির্ম্মল আকাশও শুনুক।

টীকা—শুনিয়ৈ=শুনুক। সিধ=সিদ্ধ, বৌদ্ধ। পীর=বৃদ্ধ, অর্হত্। সুর=দেব যোনি সম্ভূত। নাথ=জৈন, প্রভুকল্প। ধরিত্রী=পৃথিবী। ধবল=নির্ম্মল।

ভাষ্য—বক্তব্য বিষয়ের গুরুত্ব এত বেশী, যে তাহা শোনা সকলেরই প্রয়োজন। আর ইহার সত্যতা এত স্পষ্ট, যে যে কেহই শুনুক না কেন, প্রতিবাদ করিবার সাধ্য কাহারও নাই।

৮—২ শুনিয়ৈ দ্বীপ লোঅ পাতাল।
শুনিয়ৈ পোহি ন শকৈ কাল॥

ব্যাখ্যা—সপ্তদ্বীপ, সপ্ত লোক, আর সপ্ত পাতাল ইহারা শুনুক। যে কেহ শোনে তাঁহাকে মৃত্যু ভয় আর স্পর্শ করিতে পারে না।

টীকা—শুনিয়ৈ=শুনুক। লোঅ=লোক। শুনিয়ৈ=শুনুক, তাহা হইলে। পোহি=দেখিতে (পশ্যতি), স্পর্শিতে। ন শকৈ=পারে না। কাল=মৃত্যু।

ভাষ্য—এই কথার গুরুত্ব এত অধিক, যে সমস্ত বিশ্বের ইহা জানিয়া রাখা উচিত। যে ইহা শোনে সে আর মৃত্যু ভয়ে ভীত হয় না কারণ তাহার আর কোনও কাম্য থাকে না। জীবনের কামনাও নাই, অতএব মৃত্যুতে কেন ভীত হইবে?

৮—৩ নানক ভগতা সদা বিকাশ।
শুনিয়ৈ দুখ পাপ কা নাশ॥

ব্যাখ্যা :—হে নানক রুদ্রের ভক্ত পূর্ণতা লাভ করিয়া আনন্দে উজ্জ্বল থাকেন। একথা শুনিলে দুঃখ ও পাপের নাশ হয়।

টীকা :—ভগতা=ভক্ত। বিকাশ=বিকশিত, পরিপূর্ণ, প্রফুল্ল। শুনিঁযে=যে কেহ শুনুক, তাহার।

ভাষ্য :—প্রকৃত ভক্ত সে ই, যাহার অহৈতুকী ভক্তি জন্মিয়াছে। সে রুদ্রকে ছাড়া আর কিছুই চায় না। সে নিষ্কাম, সুখের কামনা তাহার নাই অতএব কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষাও তাহার নাই। তাহার কোনও অভাব নাই, অতএব সে স্বপ্রতিষ্ঠ, স্বাধীন। তাই রুদ্রকে বেদে বলা হইয়াছে স্বধা। [জেন্দ ভাষার "স্বধা" ই ফরাসীতে "খুদা" রূপে রূপান্তরিত হইয়াছে, আবার খুদাই ইংরেজীতে হইয়াছে God]। স্বধা সর্ব্বদাই আনন্দময়—রুদ্র সদানন্দ।

৯—১ শুনিয়ৈ ঈশ্বর বরমা ইন্দ।
শুনিয়ৈ মুখি সালাহন মন্দ॥

ব্যাখ্যা :—একথা শুনিলে "ঈশ্বর" "ব্রহ্মা" "ইন্দ্র" বলিতে কী বুঝা যায় তাহা জানা যাইবে। একথা শুনিয়া মন্দ ব্যক্তি ও [মুখ্য ও স্তুতির যোগ্য হয়।] মুখে স্তুতি করিতে থাকে।

টীকা :—শুনিয়ৈ=যে কেহ শুনুক তাহার, শুনিলে পর। বরমা=ব্রহ্মা। ইন্দ=ইন্দ্র। মুখি=মুখ্য, প্রধান। সালাহন=স্তুতির অধিকারী, স্তবকারী, যজত্র।

ভাষ্য :—যাহার কোনও অভাব নাই, সেই সদানন্দ। জড়, জীব ও রুদ্র, এই তিন তত্ত্বের মধ্যে জড় সত্ (বর্ত্তমান), জীব চিত্ (চৈতন্যময়), এবং রুদ্র আনন্দময়। ভক্তও রুদ্রের সারূপ্য লাভ করিয়া আনন্দের আস্বাদ পায়। ঈশ্বর, ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি নাম দ্বারা অভিহিত রুদ্রের স্বরূপ (আনন্দময়তা), কেবল ভক্তই বুঝিতে পারে। সেই আনন্দের

আস্বাদ পাইলে মানুষ আর কামের (সুখের) আশায় লুব্ধ হয় না। পাপ কর্ম্ম করিবার তাহার আর কোনও প্রবৃত্তি থাকেনা, সে স্তুতির যোগ্য হয়।

৯—২ শুনিয়ৈ যোগ যুক্তি তনি ভেদ।
শুনিয়ৈ শাস্ত স্মৃতি বেদ ॥

ব্যাখ্যা :—ইহা শুনিলে যোগানুষ্ঠান পূর্ব্বক ষট্ চক্র ভেদের ফল পাওয়া যায়। ইহা শুনিলে স্মৃতি, শাস্ত্র ও বেদ পাঠের ফল পাওয়া যায়।

টীকা :—শুনিয়ৈ=শুনিয়া। যোগ যুক্তি=যোগের যোজনা, যোগানুষ্ঠান। তনি-ভেদ=তনুভেদ, ষট্ চক্র ভেদ। শাস্ত=শাস্ত্র।

ভাষ্য :—কঠোর হঠ যোগাচরণ দ্বারা ষট্ চক্র ভেদের যে ফল, বহুবিধ শাস্ত্র স্মৃতি ও বেদ পাঠের যে ফল (সদানন্দতা), ভক্তের পক্ষে তাহা সহজ লভ্য। অতএব রুদ্রের শরণ লও।

৯—৩ নানক ভগতা সদা বিকাশ।
শুনিয়ৈ দুখ পাপকা নাশ ॥

ব্যাখ্যা :—হে নানক রুদ্রের ভক্ত সদা আনন্দময়। এই কথা শুনিলে দুঃখ শোকের অবসান হয়।

টীকা :=বিকাশ=বিকশিত, প্রফুল্ল।

ভাষ্য :—ভক্তির আলোচনাদ্বারা ভক্তি সঞ্চার হয়, ও দুঃখের অবসান হয়।

১০—১ শুনিয়ৈ সতু সন্তোষ জ্ঞান।
শুনিয়ৈ অঠষঠিকা স্নান ॥

ব্যাখ্যা :—এই কথা শুনিলে পর সত্য, সন্তোষ ও জ্ঞান লাভ হয়, আর আটষট্টি তীর্থ স্নানের ফল লাভ হয়।

টীকা :—শুনিয়ৈ=শুনিলে। অঠষঠি=আটষট্টি তীর্থ।

ভাষ্য :—যে ব্যক্তির রুদ্রের প্রতি প্রকৃত ভক্তি হইয়াছে, তাহাতে মিথ্যা, অসন্তোষ বা অজ্ঞান থাকিতে পারেনা। তীর্থ গমনের প্রকৃত উদ্দেশ্যই হইল ভক্তি লাভ করা। যাহার ভক্তিভাব জন্মিয়াছে সে তীর্থ গমনের ফল লাভ করিয়াছে।

১০—২ শুনিয়ৈ পড়ি পড়ি পাবহি মান।
শুনিয়ৈ লাগৈ সহজি ধিয়ান॥

ব্যাখ্যা :—এই বাণী শুনিয়া ও বারম্বার পাঠ করিয়া লোকে সম্মান যোগ্য হয়। এই কথা শুনিলে রুদ্রের ধ্যান ও সহজ হইয়া আসে।

টীকা :—শুনিয়ৈ=শুনিয়া। পড়ি পড়ি=পড়িয়া পড়িয়া। বার বার পড়িয়া। পাবহি=পায়। মান=সম্মান। লাগৈ=লাগে, লব্ধ হয়। সহজি=সহজেই, অনায়াসে। ধ্যান=রুদ্রবিষয়ক স্থির ধারণা।

ভাষ্য :—বাণীর আবৃত্তি দ্বারা লোকে পূত চরিত্র হইয়া সম্মান লাভ করে, ও তন্ময়তা লাভ করে।

১০—৩ নানক ভগতা সদা বিকাশ।
শুনিয়ৈ দূখ পাপকা নাশ॥

ব্যাখ্যা—হে নানক ভক্তজন সদাই প্রফুল্ল। এই কথা শুনিলে দুঃখ ও পাপের নাশ হয়।

টীকা—বিকাশ=পূর্ণ, প্রফুল্ল।

ভাষ্য—যিনি নিষ্কাম, তাহার শোকের কোন ও কারণ থাকে না। যথা

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

গীতা ১৮—৫৪

১১—১ শুনিয়ৈ সরা গুণাকে গাহ।
শুনিয়ৈ শেখ পীর পাতশাহ॥

ব্যাখ্যা—এই কথা শুনিয়া সর্বগুণাধার হওয়া যায়। অতএব মহান্ত, সন্ত ও দিক্‌পালগণ ইহা শ্রবণ করুণ।

টীকা—শুনিয়ৈ=শুনিয়া। সরা=সকল। গুণাকে=গুণের। গাহ=আধার। শুনিয়ৈ=শুনুক। শেখ=প্রধান, মহান্ত। পীর=বৃদ্ধ, সাধু। পাতশাহ=রাজা, অধিনায়ক।

ভাষ্য—সর্ব্বগুণের আধার যে রুদ্র, কেবল ভক্তিদ্বারা তাহাকে পাওয়া যাইতে পারে। সাংসারিক বিষয় বা ধর্ম্মবিষয়ে যাহারা প্রধান তাহারা সকলেই এই বাণী শুনিয়া রাখুন।

১১—২ শুনিয়ৈ অন্ধ পাবহি রাহ।
শুনিয়ৈ হাথ হোবৈ অসগাহ ॥

ব্যাখ্যা—এই বাণী শুনিয়া অন্ধ ও রাস্তা পায়, অগাধ সংসার সমুদ্র ও মাত্র এক হাত গভীর হয়।

টীকা—শুনিয়ৈ=শুনিয়া। অন্ধা=অন্ধ। পাবহি=পায়। রাহ= রাস্তা। হাথ=একহাত। হোবৈ=হয়। অসগাহ=অগাধ।

ভাষ্য—এই বাণী মানিয়া চলিলে চক্ষুষ্মান্ (জ্ঞানী) ব্যক্তির তো কথাই নাই, অন্ধ (অজ্ঞান) ব্যক্তি ও গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পারে। বাধাবিঘ্ন সমুদ্রের মত দুস্তর মনে হইলেও, এই সত্যের উপর নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইলে একহাত গভীর তড়াগের ন্যায় তাহা সহজেই উত্তীর্ণ হওয়া যায়। যিনি আনন্দ অক্ষুন্ন রাখিতে পারেন, কোন বাধাই তাহাকে আটকাইয়া রাখিতে পারেনা।

১১—৩ নানক ভগতা সদা বিকাশ।
শুনিয়ৈ দুখ পাপকা নাশ ॥

ব্যাখ্যা—হে নানক রুদ্রের ভক্ত সদাই প্রফুল্ল। ইহা শুনিলে দুঃখ ও পাপের অবসান হয়।

টীকা—দূখ=দুঃখ।

ভাষ্য—রুদ্রে যাহার মতি হইয়াছে, তিনি আনন্দের উত্সের সন্ধান পাইয়াছেন, তাহার আর দুঃখের সম্ভাবনা কোথায়? রুদ্রই ঐকান্তিক সুখের উত্স।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং অমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥

গীতা ১৪—২৭



পঞ্চমী।

অধি-চিন্তম্।

১২—১ মন্নে কি গতি কহি ন যাই।
যে কো কহৈ পিছৈ পছতাই॥

ব্যাখ্যা—চঞ্চল মন কোন দিকে ধাবিত হইবে তাহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না। যে তাহা বলিতে যায়, স্বীয় অনুমানের ব্যর্থতা বশতঃ সে লজ্জা পায়।

টীকা—মন্নে কি=মনের। গতি=প্রবৃত্তি। কহি=বলা। ন যাই=যায় না। যে কো=যে কেহ। কহৈ=বলে। পিছৈ=পরে। পছতাই=পশ্চাত্তাপ পায়, আফশোষ করে।

ভাষ্য—মন অতি চঞ্চল। তাহাকে বশে আনা কঠিন কাজ। যে মনে করে যে মন তাহার বশে আসিয়াছে, অনেক সময়েই সে দেখিতে পাইবে যে ইহা তাহার ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। প্রবল প্রলোভন উপস্থিত হইলে বিবশ মন তাহাকে পাপে লিপ্ত করিবে। এক মাত্র রুদ্রের অনুগ্রহেই মনকে বশে আনা যায়।

১২—২ কাগদ কলম ন লিখনহার।
মন্নেকো বহি করণ বিচার॥

ব্যাখ্যা—নিত্য পরিবর্ত্তনশীল মনের তত্ত্ব অনন্ত, তাহা কাগজে কলমে লিখিয়া শেষ করা যায় না। মনের তত্ত্ব এইরূপ দুর্জ্ঞেয়।

টীকা—কাগদ=কাগজ। কলম=লেখনী। লিখন হার=লেখক, লিখিতে সমর্থ। মন্নেকো=মন সম্বন্ধে। বহি=এইরূপ। বিচার=সিদ্ধান্ত। করণ=করণা, করা উচিত।

ভাষ্য—মনের গতি এত বিচিত্র যে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না—ইহা অত্যুক্তি নহে। এরূপ মনকে জয় করিতে ভাগ্যবান্ ব্যক্তিই সমর্থ হয়—রুদ্রের অনুগ্রহে।

১২—৩ ঐসা নাম নিরঞ্জন হোই।
যেকো মন্নি জানৈ মনিকোই॥

ব্যাখ্যা :—যাঁহার নাম নিরঞ্জন, তিনিই এই অধি-আত্মা। মন মনো-কোষেই তাহাকে প্রতিবিম্বিত দেখিতে পায়।

টীকা :—ঐসা = ঈদৃশ। নাম = আখ্যা। নিরঞ্জন = নির্গুণ, রূপ-হীন, বৈশিষ্ট্যহীন। যেকো = যাহাকে। মন্ন = মন্। জানৈ = জানে, অনুভব করিতে পারে। [মনি = মনে। কোহ = কেহ] মন্ন কোয় = মনকোষে।

ভাষ্য :—সকলেই অন্তরে অধি-আত্মা (Higherself) র সত্তা অনুভব করিতে পারে। প্রজ্ঞা (Conscience = বিবেক) অধি-আত্মারই নির্দ্দেশে—পাপ ও পুণ্যের প্রভেদ দেখাইয়া দেয়, বিচারকের ন্যায় কৃত-কর্ম্মের দোষ গুণ বিচার করে, ও পশ্চাত্তাপ দ্বারা পাপীকে সংশোধিত করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু অধি-আত্মা স্বয়ং নির্লিপ্ত, কেবল সাক্ষিস্বরূপে বর্ত্তমান। সুখ দুঃখ দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না। কখনও দেখে জীবাত্মা নিজকে সুখী মনে করিতেছে, কখনও বা দেখে জীবাত্মা নিজকে দুঃখী মনে করিতেছে। অধি-আত্মা কেবল সাক্ষির মত দেখিয়াই যায়, নিজে সুখ দুঃখ ভোগ করেনা। চৈতন্যময় অথচ নির্লিপ্ত অধি-আত্মা, পরমাত্মার প্রতিভাসস্বরূপ। অধি-আত্মাকে দেখিয়াই পরমাত্মা রুদ্রকে বুঝা যায়; সচেতন সাক্ষী, কিন্তু নির্লিপ্ত নিরঞ্জন।

১৩—১ মন্নৈ সুরতি হোবৈ মন বুদ্ধি।
মন্নৈ সকল ভবন কি সুদ্ধি॥

ব্যাখ্যা—মনের সাহায্যেই মন ও বুদ্ধির সুরতি (শুভনিষ্ঠা) সাধিত হয়। মনের সাহায্যেই সকল তথ্যের জ্ঞান লাভ করা যায়।

টীকা—মন্নে=মনেরদ্বারা, মননদ্বারা। সুরত=নিযুক্ত। হোবৈ= হয়। ভবন—বস্তু, তথ্য। সুদ্ধি=জ্ঞান (খবর)।

ভাষ্য—এক রাজাই যেমন অন্য রাজাকে বশ করিতে পারে, সেইরূপ মনের সাহায্যেই মনকে বশে আনিতে পারা যায়। মনের সাহায্যেই মনকে শুভকর্ম্মে প্রেরিত করিতে হয়। যাবতীয় বস্তুর জ্ঞান লাভ মনের সাহায্যেই হইয়া থাকে। চঞ্চল মন যেমন বিপদে টানিয়া নিয়া মানুষকে নিরয়গামী করে, আবার সত্‌পথে চলিয়া সিদ্ধিলাভ করিবার জন্যও মনই অপরিহার্য্য সহায়ক। মনের সাহায্যেই জ্ঞান লাভ হয়, মনই শুভকর্ম্মে প্রবৃত্তি দেয়।

জড় ও চৈতন্যের ক্রান্তি বিন্দুই মন (বিজ্ঞানময় কোষ); মনই উভয়ের সংযোগ-সেতু। জড়ের সাহচর্য্য বশতঃ মন মানুষকে জড়ের জ্ঞান দিতে পারে। চৈতন্যের সাহচর্য্য বশতঃ মন মানুষকে জড়ের বন্ধন (বিষয়ের আকর্ষণ) হইতে মুক্ত করিতে পারে।

১৩—২ মন্নৈ মুহি চোটা ন খাই।
মন্নৈ যম কৈ সাথ ন যাই॥

ব্যাখ্যা—মনের উপর কর্ত্তৃত্ব থাকিলে (মুখে থাপর খায় না) লাঞ্ছিত হইতে হয় না। যাহার মনের উপর কর্ত্তৃত্ব আছে সে বিনষ্ট হয় না।

টীকা—মন্নে=মনের দ্বারা, মন বশে থাকিলে। মুহি=মুখে। চোট=থাপড়, অঘাত। যমকি সাথ=মৃত্যুর সম্মুখে।

ভাষ্য—যাহার মনের উপর কর্ত্তৃত্ব আছে, তাহার অহমিকা বা মাত্সর্য্য নাই। সে অপরকে আঘাত করিতে যায় না, অতএব প্রতিহত ও লাঞ্ছিতও হয় না। মন যাহার বশে, সে অসম্ভবনীয় সমৃদ্ধির আশায় প্রলুব্ধ হয় না। অতএব মৃত্যু ভয়েও সে ভীত নহে। যাহা কিছু ঘটে, নির্লিপ্তভাবেই সে তাহা গ্রহণ করিতে পারে।

১৩—৩ ঐসা নাম নিরঞ্জন হোই।
যে কো মন্নি জানৈ মন কোই॥

ব্যাখ্যা—যাহার নাম নিরঞ্জন, তিনিই এমন। (অর্থাত্ মনকে বশে আনিয়া দিতে সমর্থ)। মন তাহাকে মনোকোষে দেখিতে পায়।

টীকা—ঐসা=এমন। মনকোই=মনোকোষে।

ভাষ্য—অধি-চিত্তই ধর্ম্মজীবনের বিধায়ক। তাহার নির্দ্দেশ মত চলিতে পারিলেই সিদ্ধি লাভ হয়। অধি-আত্মাই পরমাত্মার প্রতিবিম্ব স্বরূপ। পরমাত্মার আদেশ অধিআত্মার মারফতেই জানা যাইতে পারে। অধি-আত্মাকে গুরু বলিয়া মানিলেই রুদ্রের সান্নিধ্য লাভ হয়। অধি আত্মাই একমাত্র গুরু, তাহার শিষ্যই শিখ।

মহাভারত বলিয়াছেন—

একঃ শাস্তা ন দ্বিতীয়োঽস্তি শাস্তা
যো হৃচ্ছয়স্ তম্ অহম্ অনুব্রবীমি।
তস্মিন্ গুরৌ গুরু বাসং নিয়ম্য
শক্রো গত সর্ব্ব লোকামরত্বম্॥

শান্তিপর্ব্ব।

১৪—১ মন্নৈ মার্গ ঠাক না পাই।
মন্নৈ পতি সিউ প্রকট যাই॥

ব্যাখ্যা :—মন বশে রাখিয়া পথ চলিতে থাকিলে কেহ বঞ্চিত হয় না। মন বশে থাকিলে লোকে প্রভাব ও প্রতিপত্তির সহিত চলিতে পারে।

টীকা :—মন্নৈ=মন দ্বারা, মন বশে থাকিলে। মার্গ=মার্গে, পথে, ঠাক=বাধা। পতিসিউ=প্রতিপত্তির সহিত। প্রকট=প্রসিদ্ধ। যাই=যায়।

ভাষ্য :—ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত হওয়াই, প্রকৃত বঞ্চিত হওয়া। কারণ তাহাই সিদ্ধি হইতে বঞ্চিত করে। সুখের প্রলোভনেই লোকে ধর্ম্ম পথ হইতে বিচ্যুত হয়। মন যাহার বশে, সুখের প্রলোভন যে দমন করিতে পারে, কেহ তাহাকে ধর্ম্মপথ ভ্রষ্ট করিয়া বঞ্চিত করিতে পারে না। ধর্ম্ম বলে বলীয়ান হইয়া সে উন্নত শিরে সগৌরবে চলিতে থাকে।

১৪—২ মন্নৈ মগন চলৈ পন্থ।
মন্নৈ ধর্ম্ম সেতি সম্বন্ধ ॥

ব্যাখ্যা :—মন যাহার বশে সে আত্ম ভাবে মগ্ন হইয়া চলিতে পারে। অপরের নিন্দা প্রশংসার অপেক্ষা সে রাখে না। মনের দ্বারাই ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়; কোনটা ধর্ম্ম, কোন কর্ম্ম অধর্ম্ম, মনই তাহা বলিয়া দেয়।

টীকা :—মন্নৈ=মন দ্বারা। মগন=মগ্ন, অন্য নিরপেক্ষ। ধর্ম্ম-সেতি=ধর্ম্মের সহিত। [অথবা মগ=মার্গ, রাস্তা। মনের পথে চলিলে পথভ্রষ্ট হয় না।]

ভাষ্য :—যিনি অধি-আত্মার সন্ধান পাইয়াছেন, তিনি অধি-আত্মার নিকষেই কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের বিচার করেন। অপরে কী বলে, তাহার প্রতি তাহার লক্ষ্য নাই। কোনটা পাপ, কোনটা পুণ্য অধি-চিত্তই তাহা বলিয়া দেয়। অধিচিত্ত আছে বলিয়াই ধর্ম্ম আছে। তির্য্যগ্ যোনির (পশুপক্ষীর) অধিচিত্ত নাই, তাহাদের পাপ-পুণ্য ও নাই। নর-হত্যার পাপ ব্যাঘ্রকে স্পর্শ করে না। ইহা পাপ কর্ম্ম বলিয়া করিতে তাহার দ্বিধা ও হয় না।

১৪—৩ ঐসা নাম নিরঞ্জন হোই।
যেকো মন্নি জানৈ মন কোই ॥

ব্যাখ্যা :—যাহার নাম নিরঞ্জন তিনি এমনই; মন তাহাকে মনো-কোষেই দেখিতে পায়।

টীকা :—মনকোই=মনের কোয়ায়, মনোকোষে।

ভাষ্য :—প্রজ্ঞা (Oonscieuce বিবেক) অধি আত্মারই বাণী। যিনি প্রজ্ঞার আদেশ মানিয়া চলেন তাহার আর অন্য কোন ও বিধি-নিষেধের প্রয়োজন নাই।

মনু বলিয়াছেন—

যমো বৈবস্বতঃ দেবঃ যস্তবৈষ হৃদি স্থিতঃ।
তেন চেদ্ অবিবাদস্তে মা গঙ্গাং মা কুরূন্ গমঃ॥

৮—৯২

১৫—১ মন্নৈ পাবহি মোক্ষ দুয়ার।
মন্নৈ পরবারৈ সাধার॥

ব্যাখ্যা :—মনের দ্বারাই মোক্ষদ্বার পাওয়া যায়। মনের দ্বারা পরিবৃত হইয়াই আশ্রয় লাভ করে।

টীকা :—মন্নৈ=মনের দ্বারা। পাবহি—পায়। পরবারৈ=যখন পরিবৃত হয়। সাধার=আশ্রয় যুক্ত।

ভাষ্য :—অধি-আত্মাই মোক্ষদ্বারে নিয়া যায়। অধি-আত্মাই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন।

প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা ভূতানাম্ প্রজ্ঞা লাভঃ পরোমতঃ।
প্রজ্ঞা নিঃশ্রেয়সী লোকে প্রজ্ঞা স্বর্গঃ মতঃ সতাম্॥

শান্তিপর্ব ১৭৮—২

১৫—২ মন্নৈ তরৈ তারে গুরুশিখ।
মন্নৈ নানক ভবহি ন ভিখ॥

ব্যাখ্যা—মনের সাহায্যেই [গুরু উদ্ধার করেন] শিখ নিজেও তরে অপরকেও তরায়। মনকে অবলম্বন করিয়া থাকিলে ভিক্ষুক হইতে হয় না।

টীকা—তরৈ=উত্তীর্ণ হয়। তারে=উদ্ধার করে। ভবহি=হয়। ভিখ=ভিক্ষা। গুরু শিখ=গুরুর শিষ্য।

ভাষ্য—যে জন অধি-আত্মার সন্ধান পাইয়াছে, সে ভবসাগর পারের নৌকা পাইয়াছে। তাহার গতিরুদ্ধ হয় না। সে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারে। আবার অধি-আত্মার সন্ধান দিয়া অপরকেও উত্তীর্ণ হইবার সহায়তা করিতে পারে। যে জন অধি-আত্মার সন্ধান পাইয়াছে সে জানে আত্মাই অনন্দের উত্‌স—সে বাহ্য বিষয়ে নিরপেক্ষ হয়, অতএব কোনও বস্তু পাইবার আকাঙ্ক্ষা তাহার থাকে না, তাহার কোনও প্রার্থনা থাকে না।

উপগীতা বলেন—

সর্ব্বে লাভাঃ সাভিমানা ইতি সত্যবতী শ্রুতিঃ।
সন্তোষনীয়রূপোহসি যল্লোভাদ্ অবমন্যসে॥

উপগীতা—৩—৪২

১৫—৩ ঐসা নাম নিরঞ্জন হোই।
যেকো মন্নি জানৈ মন কোই॥

ব্যাখ্যা—যাহার নাম নিরঞ্জন তিনি এমনই। মন তাহাকে মনোকোষেই দেখিতে পায়।

টীকা—মন্ন=মন।

ভাষ্য—রুদ্রই নিরঞ্জন পর-ব্রহ্মের প্রকাশ স্বরূপ। অধি-আত্মা রুদ্রেরই প্রতিভাস। অধি-আত্মাকে জানিলেই ব্রহ্মের উপলব্ধি হয়।

যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং।
দীপো পমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেত্॥

শ্বেতাশ্বতর—২—১৫

ষষ্ঠী।

প্রপত্তিঃ।

১৬—১ পঞ্চ পরবান পঞ্চ পরধান।
পঞ্চে পাবহি দরগাহি মান॥

ব্যাখ্যা—পাঁচজনই প্রমাণ, পাঁচজনই প্রধান। পাঁচজনের যাহা মত, তাহাই সভাতে আদৃত হয়।

টীকা—পঞ্চ = পাঁচজন, গণ, Majority.। পরবান = প্রমাণ। প্রধান = মহান্। পাবহি = পায়। দরগাহি = দরবারে, সভায়। মান = সম্মান।

ভাষ্য—ঘটে ঘটেই রুদ্র। অতএব কেবল নিজের সিদ্ধান্তকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ না করিয়া, অধিকাংশ লোকের যাহা সিদ্ধান্ত তাহাই প্রামাণিক বলিয়া গণ্য করা উচিত। বিশেষতঃ অতীত ও ভবিষ্যতের সহিত সংযোগ রাখিবার জন্য সংঘ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে। একটী সংঘ কেবল একজনের মতে চালিত হইতে পারে না। সংঘের অধিকাংশ সদস্যের যাহা মত, তাহাই সংঘের মত বলিয়া গণ্য হইবে, এই কথাই এখানে বলা হইল।

১৬—২ পঞ্চে শোহহি দর রাজান।
পঞ্চাকা গুরু এক ধ্বিয়ান॥

ব্যাখ্যা—রাজনীতিতে ও পাঞ্চ-জন্যই (বহুর যাহা মত তাহাই) আদৃত। আবার এক অভিন্ন গুরুতে শ্রদ্ধাই, পাঁচজনের মধ্যে সৌহৃদ্য স্থাপিত করে। এই সৌহৃদ্যই পঞ্চকের ঐক্য সংরক্ষিত করে, অধিকাংশের মতই সকলের মত বলিয়া গণ্য হয়।

টীকা—পঞ্চে=পাঁচজন, পঞ্চক, পঞ্চায়েত। শোহহি=শোভে, শোভা পায়। দর=মধ্যে। রাজান=রাজাগণ, রাজাদের। পঞ্চাকা=পঞ্চকের। গুরু=নেতা। এক=একমাত্র। ধিয়ান=ধ্যান, প্রমাণ।

ভাষ্য—যেমন-রাষ্ট্র সভায় তেমন ধর্ম্ম-সংঘেও, পাচজনের যাহাতে ঐকমত্য আছে এমন কাজই কল্যাণকর। আর একগুরুর উপর সকলের সমান শ্রদ্ধাবশতঃ মতভেদ কলহে পরিণত হয় না। সকলেরই উদ্দেশ্য গুরুর আদেশ মানিয়া সংঘকে সমৃদ্ধ করা। অতএব অধিকাংশের মতের সহিত যাহাদের মতের মিল নাই, সংঘের কল্যাণের জন্য তাহারাও বহুর মতকেই মানিয়া চলে, নিজেদের মতানুযায়ী কাজ করিবার জন্য জেদ করে না।

১৬—৩ যে কো কহৈ করৈ বিচার।
করতেকৈ করনৈ নাহি সুমার॥

ব্যাখ্যা—যে কেহ বিচার করিয়া (বলে) দেখে, সেই বলিবে, সৃষ্টি কর্ত্তার সৃজন অসংখ্য।

টীকা—যেকো=যে কেহ। কহৈ=কহে, কথা বলে। করৈ=করিয়া। বিচার=চিন্তা, অলোচনা। করতেকৈ=কর্ত্তার, সৃষ্টি কর্ত্তার। করনৈ=করণের, সৃষ্টির, শক্তির। নাহি=নাই। সুমার=স্মরণ, গণনা, সংখ্যা।

ভাষ্য—সৃষ্টি অসংখ্য অগণিত। যে যার মতমত চলিতে থাকিলে শৃঙ্খলার অভাবে কোনও গুরুতর কার্য্যই করা যায় না। মিলিত কার্য্যের জন্য ঐক্যের প্রয়োজন। পঞ্চকই অধিকাংশের মত গ্রহণরূপ ব্যবস্থা দ্বারা কার্য্যকর ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। ঐক্য ছাড়া মিলিত কার্য্য হয় না। ঐকমত্য ছাড়া ঐক্য হয় না। বহুর মধ্যে মত ভেদ থাকা স্বাভাবিক। অবিসম্বাদিত ঐক্য দুর্লভ। অতএব বহুর যাহা মত, তাহাই সংঘের মত বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। তাহা না করিয়া যার যার

ইচ্ছা মত চলিতে থাকিলে ঐক্য বিনষ্ট হয়, কিঞ্চ কোনও মহত্ কাজ করা সম্ভবপর হয় না। সৃষ্ট জীব অসংখ্য বটে, কিন্তু পঞ্চকের (সংঘের) দ্বারা বহুজনের মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়া মিলিত কার্য্য সম্ভবপর হয়।

১৬—৪ ধৌল ধরম দয়াকা পূত।
সন্তোষ থাপি রখিয়া যিনি সূত॥

ব্যাখ্যা—মৈত্রীর পুত্র তুল্য অনাবিল ধর্ম্মকে, এবং সন্তোষকে, যিনি সংঘের ঐক্যবন্ধনেরসূত্রস্বরূপে স্থাপন করিয়াছেন, সে সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি অনন্ত।

টীকা—ধৌল=ধবল, পবিত্র, শুচি। ধরম=ধর্ম্ম। দয়া=মৈত্রী, সর্ব্বভূতে সমদর্শন, অপরকে নিজের তুল্য বিবেচনা করা। পূত=পুত্র, অনুবর্ত্তী। থাপি=স্থাপিত করিয়া। রখিয়া=রাখিয়া হৈ, রাখিয়াছেন। যিনি=যাহা কর্ত্তৃক। সূত=সূতা, সূত্র, বন্ধন।

ভাষ্য—মৈত্রীই অর্থাত্ সর্ব্বভূতে সমদর্শন, অপরকে নিজের তুল্য বিবেচনা করাই (**Do to others as you would that they should do to you.**) ধর্ম্মের মূল সূত্র। মৈত্রী না থাকিলে ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। অতএব ধর্ম্মকে মৈত্রীর পুত্ররূপে কল্পনা করা হইয়াছে। আবার মৈত্রীকে সন্তোষের সহিত অন্তরে গ্রহণ করিতে হইবে। মন খুঁত খুঁত করিতে থাকিল অথচ বাহিরে মিত্রবত্ ব্যবহার করিলাম, তাহা মৈত্রী নহে। সন্তোষাত্মক যে মৈত্রী তাহাই 'ধর্ম্ম'। তাহা দ্বারাই সংঘের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত থাকে, অতএব তাহাই সংঘ বন্ধনের সূত্রস্বরূপ।

১৬—৫ যে কো বুঝৈ হোবৈ সচিয়ার।
ধবলৈ উপরি কেতা ভার॥

ব্যাখ্যা—যে কেহ বিবেচনা করিয়া দেখে যে ধর্ম্ম কত বৃহদ্ ভার বহন করিতেছেন, সেই নিয়ম-নিষ্ঠ না হইয়া পারে না।

টীকা—যেকো=যে কেহ। বুঝৈ=বোঝে। হোবৈ=হয়, হইবে। সচিয়ার=সত্যনিষ্ঠ, কোনও সত্য (Principle) যাহা সকলের পক্ষেই সমান প্রযোজ্য, এমন একটি বিধান মানিয়া কার্য্য করিতে উদ্যত। ধবলৈ=ধবলের, শুচি ধর্ম্মের। কেতা=কত।

ভাষ্য—কার্য্যকারণরূপ একটা শৃঙ্খলা আছে বলিয়াই জড় জগত্ জগত্ (Cosmos)। নতুবা ইহা একটা শৃঙ্খলাহীন "কলিলে"(Chaos) পরিণত হইত। সেইরূপ ধর্ম্মই নৈতিক জগতে শৃঙ্খলা রক্ষা করে। ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট শৃঙ্খলার বলে জগত্ চলিতেছে ইহা যে উপলব্ধি করে সে শৃঙ্খলার মূল্য বুঝিতে পারে, কিন্তু সকলের প্রতিপালনীয় একটি সাধারণ সত্য (পরিনিষ্ঠা) অবলম্বন করিয়া জীবন পথে চলা তাহার অভ্যাস হইয়া দাঁড়ায়।

১৬—৬ ধরতী হোর পরৈ হোর হোর।
তিসতে ভার তলৈ কউন জোর ॥

ব্যাখ্যা—এই পৃথিবীর পরে একটী পৃথিবী, তার পরে আরও অপর অপর পৃথিবী। কোন শক্তি ইহাদের ভার ধারণ করিতেছে ?

টীকা—ধরতী=পৃথিবী। হোর=অন্য। পরৈ=পরে। হোর হোর=অন্যান্য, আরও অনেক। তিসতে=ইহাদের। ভার=বোঝা। তলৈ=তলে থাকে, ধারণ করে।

ভাষ্য—এই পৃথিবীর মত কত কোটি কোটি পৃথিবী এই ব্রহ্মাণ্ডে আছে। যিনি ইহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন, সেই রুদ্রের শক্তির ধারণা কে করিতে পারে ?

১৬—৭ জীব জাতি রঙ্গাকে নাম।
সভনা লিখিয়া বড়ী কলাম ॥

ব্যাখ্যা—সকল জীব জন্তু ও বস্তুর নাম লিখিয়া শেষ করা বড় কঠিন কথা।

টীকা—রঙ্গ=বর্ণ, রূপ, বস্তু। সঁভনা=সকলের। লিখিয়া= লেখন, লেখা। বড়ী=বৃহত্, কষ্টসাধ্য। কলাম=কথা, ব্যাপার।

ভাষ্য—কত অসংখ্য জীব জন্তু ও বস্তু এই বিশ্বে আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহাদের সকলের বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। অথচ রুদ্র সকলকেই প্রতিপালন করিতেছেন।

১৬—৮ এহু লেখা লিখি, জানৈ কোই।
লেখা লিখিয়া কেতা হোই।

ব্যাখ্যা :—যদি কেহ এত পদার্থের বর্ণনা করিতে পারেও, তথাপি সেই রচনা কত দীর্ঘ হইবে।

টীকা :—এহু=এই। লেখা=বর্ণনা। লিখি=লিখিতে। জানৈ =জানে। কোই=কেহ। লেখা=রচনা। লিখিয়া=লিখিত। কেতা=কত। হোই=হয়, হইবে।

ভাষ্য :—যদি কেহ বিশ্বের সকল পদার্থের বর্ণনা করিতে পারেও, তথাপি সেই বর্ণনা কত দীর্ঘ হইবে। কে তাহা পড়িতে পারিবে? [অথচ সকলকেই রুদ্র প্রতিপালন করিতেছেন।]

১৬—৯ কেতা তানু সুয়ালিহ রূপ।
কেতী দাতি জানৈ কৌন কৃত।

ব্যাখ্যা :—কত তাদের সুন্দর সুন্দর রূপ। রুদ্রের কত দান, তাহার পরিমাণ কে জানে?

টীকা :—কেতা=কত। তান=তাহাদের। সুয়ালিহ=সুন্দর। কেতি=কত। দাতি=দান, আশিষ্। জানৈ=জানে। কোন=কে কৃত=ইয়ত্তা, পরিমাণ, গণনা।

ভাষ্য :—কত সুন্দর সুন্দর বস্তু এবিশ্বে আছে। রুদ্র দয়া করিয়া কত রম্য পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে। অনন্ত রুদ্রের দয়ার উপর নির্ভর করিতে শিখ।

১৬—১০ কীতা পসাউ একো কবাউ।

তিসতে হোয়ে লখ দরিয়াউ ॥

ব্যাখ্যা :—একা তিনি কত না রূপ ধারণ করিয়াছেন। লক্ষ লক্ষ নদী তাহা হইতে দিকে দিকে প্রসারিত হইয়াছে।

টীকা :—কীতা = কত। পসাউ—প্রসার, বিভূতি। একো—একা। কবা—কামান, করা; (অথবা বলা, হুকম করা)। তিসতে—তাহা হইতে। হোয়ে—বিস্তৃত হইয়াছে। লখ—লক্ষ। দরিয়াউ—সমুদ্র, নদী।

ভাষ্য :— একক তিনি কত অনন্ত রূপেই না আত্ম প্রকাশ করিতেছেন। উত্স এক, তাহা লক্ষ লক্ষ নদী রূপে প্রবাহিত হইতেছে। পদার্থের মূলীভূত কারণ রুদ্রকে যিনি জানেন, তিনিই তত্ত্বজ্ঞ।

১৬—১১ কুদরত কবন কাহা বিচার।

বারিয়া ন যাবা একবার ॥

ব্যাখ্যা :—তাহার শক্তি কেমন তাহা বুদ্ধির অগম্য। মোটেই তাহার বর্ণনা করা যায়না।

টীকা :—কুদরত—শক্তি। কবন—কেমন। কাহা—কোথায়। বিচার—নির্ণয়। বরিয়া—বর্ণনা করা। ন যাবা—যায় না। একবার—একবার ও (না), মোটেই না।

ভাষ্য :—সান্ত কেমনে অনন্তের নির্ণয় করিবে? রুদ্র অবাঙ্মনসোগোচর। তাহার সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা করা জীবের অসাধ্য।

১৬—১২ যো তুধ ভাঁবে সাই ভলী কার।

তু সদা সলামত নিরঙ্কার ॥

ব্যাখ্যা :—হে অমূর্ত্ত রুদ্র, তুমি যাহা ইচ্ছা কর তাহাই শুভ। তুমি সর্ব্বদাই শান্তিময়।

টীকা :—যো—যাহা। তুধ—তুমি। ভাবৈ—ভাব, চাও। সাই—তাহাই। ভলিকার—ভাল কার্য্য, কল্যাণ। তূ—তুমি। সলামত—শান্তি স্বরূপ। নিরঙ্কার—নিরাকার, অমূর্ত্ত।

ভাষ্য :—যিনি নিষ্কাম তিনিই ভক্তিযোগের অধিকারী। তাহার কামাভিলাষ বা কোনও কামনা নাই। "রুদ্র যাহা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন," এই বিশ্বাসে স্থিরতা আনিয়া রুদ্রের উপর অবিচলিত নির্ভর থাকায় তিনি সর্ব্বদাই আনন্দময় জীবন যাপন করিতে পারেন।

১৭—১ অসংখ জপ অসংখ ভাউ।
অসংখ পূজা অসংখ তপ তাউ ॥

ব্যাখ্যা :—তোমার বিষয়ে অসংখ্য ভাব, পূজা অসংখ্য, তপ আর উত্তম ও অসংখ্য।

টীকা :—অসংখ্য—অগণিত। জপ—নাম জপ। ভাব—মনোভাব, ভক্তি। তপ—তপস্যা। তাউ—তাপ, উত্তম।

ভাষ্য :—হে রুদ্র! জনগণ অসংখ্য ভাবে তোমার আরাধনা করিতেছি। তুমি তাহা সকলই গ্রহণ কর। তোমাতে কত না বৈচিত্র্য আছে।

১৭—২ অসংখ গ্রন্থ মুখি বেদ পাঠ।
অসংখ যোগ মন রহহি উদাস ॥

ব্যাখ্যা :—আদিতে বেদ পাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া অসংখ্য গ্রন্থ রহিয়াছে। অনাসক্ত ব্যক্তিগণে নানারূপ নিষ্ঠা অবলম্বন করিয়া আছেন।

টীকা :—মুখি=মুখ্য। যোগ=নিষ্ঠা, বৃত্তি যে ভাব অবলম্বন করিয়া সাধকরা জীবন কাটান। রহহি=রহে, থাকে। উদাস=উদাসীন, অনাসক্ত।

ভাষ্য :—বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া অসংখ্য গ্রন্থে তোমার স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা আছে। সাধকগণ অনাসক্ত মনে নানাবিধ ভাব অবলম্বন করিয়া তোমার সহিত সংযোগ রক্ষা করিতেছেন।

১৭—৩ অসংখ ভক্ত গুণ জ্ঞান বিচার।
অসংখ সতি অসংখ দাতার ॥

ব্যাখ্যা :—অসংখ্য ভক্ত তোমার গুণ ও জ্ঞানের বিচারে নিরত আছে। সাধুর সংখ্যা ও অগণিত, দাতার সংখ্যাও অগণিত।

টীকা :—বিচার—চর্চ্চা (চলিতেছে)। সতি—সত্, সাধু। দাতার —দাতা।

ভাষ্য :—ভক্ত ও সাধুর সংখ্যা অগণিত। সকল পাপীই উন্নতি লাভ করিয়া ক্রমশঃ সাধু হইতেছে। সাধুর মধ্যেই রুদ্রের প্রতিষ্ঠা ; সাধুকে না দেখিলে রুদ্র কেমন হইতে পারেন, সেই ধারণাই উদিত হয় না।

১৭—৪ অসংখ সূর মুহ ভখসার।
অসংখ মোনি লিব লায় তার ॥

ব্যাখ্যা :—অনেক সন্ন্যাসী মুখে ভস্ম মাখিয়া রহিয়াছে। অনেক মৌনি অপলক নেত্রে বসিয়া আছে।

টীকা :—সূর—ধর্ম্মবীর। মুহ—মুখ। ভখসার—ভস্মাবৃত। লিব-লায়—অবিচলিত রাখে। তার—চক্ষুর তারা।

ভাষ্য :—এক এক জনের এক এক ভাব। কেহ মুখে ভস্ম মাখে, কেহ অপলক নেত্রে বসিয়া থাকে। সকলেরই উদ্দেশ্য তোমার কৃপা লাভ।

১৭—৫ কুদরত কবন কাহা বিচার।
বারিয়া না যাবা একবার ॥

ব্যাখ্যা :—হে রুদ্র তোমার শক্তি কেমন কোথায় তাহার নির্ণয় আছে? একবারও তাহা বর্ণনা করা যায় না।

টীকা :—কুদরত—মহিমা। বারিয়া—বিবৃত করা।

ভাষ্য :—উপনিষদ্ তাঁহাকে বলিয়াছেন অবাঙ্মনসো গোচর।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন॥

তৈত্তিরীয়—২—৯—১

১৭—৬ যো তুধ ভাবৈ সাই ভলি কার।

তূ সদা সলামত নিরঙ্কার॥

ব্যাখ্যা :—যাহা কিছু তুমি কর তাহাই মঙ্গল। হে নিরাকার রুদ্র—তুমি শান্তি স্বরূপ।

টীকা :—ভাবৈ—স্থির কর, বিধান কর। ভলিকার—মঙ্গল। সলামত—শান্তিস্বরূপ।

ভাষ্য :—সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।

মর্য্যর্পিতমনো বুদ্ধির্ যো মে ভক্ত স মে প্রিয়ঃ॥

গীতা—১২—১৪

১৮—১ অসংখ মূর্খ অন্ধ ঘোর।

অসংখ চোর হারামখোর।

অসংখ অমর করি যাহি জোর॥

ব্যাখ্যা :—[এ বিশ্বে ভালও যেমন আছে, মন্দও তেমন আছে।] কত অসংখ্য মূর্খ ঘোর অজ্ঞানী আছে, কত নিষিদ্ধ-ভক্ষক দস্যু আছে। কত দুরন্ত লোক অত্যাচার করিয়া যাইতেছে।

টীকা :—অন্ধ—অজ্ঞানী। চোর—তস্কর, কপটাচারী। হারাম-খোর—নিষিদ্ধ ভক্ষক, পরাস্বপহারী। অমর—দুরন্ত, দুর্দ্ধর্ষ, যে নিজকে অমর মনে করে। করিযাহি—করিয়া যায়। জোর—বল প্রয়োগ অত্যাচার।

ভাষ্য :—এই সংসারে ভালও যেমন আছে, মন্দও তেমন আছে। সত্বগুণও যেমন আছে, তমোগুণও তেমন আছে। কারণ সত্ব ও তমোর ঘাত-সংঘাতেই সৃষ্টি হয়। কিন্তু সত্ব ও তমো উভয়েরই উত্তম—উভয়েরই অতীত তুমি। তুমি আছ ইহাই স্থির সত্য,—সত্ব ও তমোর সত্তা আপেক্ষিক সত্তা মাত্র। কিন্তু তোমাতে পৌছিতে হইলে, উপায় স্বরূপে সত্বকে অবলম্বন করিতে হইবে। অজ্ঞান পরস্বাপহারী কিম্বা অত্যাচার পরায়ণ হইলে চলিবেনা।

১৮—২ অসংখ গলবড় হত্যা কমাহি।
অসংখ পাপী পাপ করি যাহি ॥

ব্যাখ্যা :—অসংখ্য মোহান্ধ ব্যক্তি জীব হত্যা করে। অসংখ্য পাপী পাপ করিতে থাকে।

টীকা :—গলবড়—মোহান্ধ, ঘাতুক, যাহার বুদ্ধি বিগরিয়া গিয়াছে। কমাহি—কর্ম্মায়, আচরণ করে। করিযাহি—করিয়া যায়।

ভাষ্য :—পাপ করিতে করিতে ধর্ম্ম বুদ্ধি ম্লান হয়। তখন আর পাপ করার জন্য অনুশোচনা হয়না। সাত্বিকতা হইতে বিচ্যুত হইয়া মানুষ পশুতুল্য হয়। এরূপ লোক অসংখ্য আছে। "ইহাও রুদ্রের লীলা," ইহা যে বুঝিতে পারে, অশিবের সত্তা তাহার সদানন্দত্বের হ্রাস করিতে পারে না।

১৮—৩ অসংখ কূড়িযার কূড়ে ফিরাহি।
অসংখ মলেছ মল ভখ খাহি ॥

ব্যাখ্যা :—অসংখ্য মিথ্যুক ছলনা করিয়া ফিরিতেছে। অসংখ্য ম্লেচ্ছ মলিন খাদ্য খাইতেছে।

টীকা :—কূড়িযার—মিথ্যুক। কূড়ে—মিথ্যায়, ছলনা অবলম্বন করিয়া। ফিরাহি—ফিরে, বিচরণ করে। মলেছ—ম্লেচ্ছ, নীচ। মল—মলিন, ঘৃণনীয়। ভখ—ভক্ষ্য, খাদ্য। খাহি—খায়।

ভাষ্য :—জঘন্য লোকের সংখ্যা কেবল কম নয়। সৃষ্টির ইহাই নিয়ম—সৃষ্টিতে সত্ত্বগুণ তমোগুণ উভয়ই থাকিবে। তবে যে আত্মরক্ষা করিতে চায়, সুখ দুঃখের আঘাত হইতে নিজকে বাঁচাইতে চায়, সে উপায় স্বরূপে সত্ত্বকে অবলম্বন করিলে রুদ্রের সান্নিধ্যে পৌছিতে পারে।

১৮—৪ অসংখ নিন্দক শির করহি ভার।
নানক নীচ কহৈ বিচার।
বারিয়া ন যাবা একবার॥

ব্যাখ্যা :—অসংখ্য নিন্দুক পরনিন্দারূপ পাপের বোঝা মাথায় চাপাইতেছে। হে নানক নীচতা নির্দ্ধারণের বা সীমা কোথায়? [দীন নানক এই কথা বলিতেছেন।] তাহা মোটেই বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না।

টীকা :—শির=মস্তক। করহি=করে। ভার=ভারাবনত। [নীচ= নীচের, নীচতার। কহৈ=কোথায়। বিচার=নির্দ্ধারণ, সীমা নির্দ্দেশ।] নীচ=দীন। কহৈ=বলে। বিচার=তত্ত্ব। বরিয়া=বর্ণনা করা। ন যাবা=যায় না। একবার=একবারও।

ভাষ্য :—তমোগুণের আধিক্যে নীচতা যে কতদূর নীচ হইতে পারে তাহা বলা যায় না। সে আলোচনায় লাভও নাই। সৃষ্টিতে ভালমন্দ দুই থাকিবে। রুদ্রের উপর আত্ম সমর্পণ কর। তিনি মঙ্গলময়, ইহা মনে করিলে ভালমন্দ সকল অবস্থাতেই তোমার আনন্দ অক্ষুণ্ণ থাকিবে। যে প্রেমের চক্ষে দেখে, বিশ্বের কোনও পাপীকে সে ঘৃণা করে না। অবশ্য পাপকে সে পরিহার করে; কারণ পাপ-মলিন হৃদয়ে রুদ্রের প্রসাদ প্রতিফলিত হয় না।

২৮—৫ যো তুধ ভাবৈ সাই ভলী কার।
তূ সদা সলামত নিরঙ্কার॥

ব্যাখ্যা :—হে রুদ্র তুমি যাহা বিধান কর তাহা মঙ্গলের জন্যই কর। হে নিরাকার তুমি সর্ব্বদাই শান্তিময়।

টীকা :—ভাবৈ=চিন্তা কর, আদেশ কর, বিধান কর নিরঙ্কার= অঙ্কার অর্থাৎ অকারাদি দ্বারা বর্ণিত হইতে পারে এমন বৈশিষ্ট্য যাহাতে নাই।

ভাষ্য :—যার মা মঙ্গলা কালী
তার কী অমঙ্গল গো।

এই মনে করিয়া যে রুদ্রের শরণাপন্ন হয়, পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ তাহাকে স্পর্শ করে না। সে সুখ দুঃখে অবিচলিত থাকিয়া জগত্‌-প্রপঞ্চে রুদ্রের লীলা দেখিয়া আনন্দে কাল কাটায়। তাই আঙ্গিরস বেদ বলিয়াছেন—

অকামঃ ধীরঃ অমৃতঃ স্বয়ম্ভূঃ
রসেন তৃপ্তঃ ন কুতশ্চনোনঃ।
তমেব বিদ্বান ন বিভায় মৃত্যোর্
আত্মানং, ধীরং, অজরং যুবানং॥

(অথর্ব) আঙ্গিরস বেদ ১০-৮-৪৪

অকাম, ধীর, অমৃত, স্বয়ম্ভু, অজর, সনাতন আত্মার দর্শন পাইলে, অন্য ভয় তো দূরের কথা মৃত্যুভয়ও থাকে না।

১৯—১ অসংখ নাব অসংখ থাব।
অগম্ম অগম্ম অসংখ লোয়।
অসংখ কহহি শির ভার হোয়॥

ব্যাখ্যা :—হে রুদ্র অসংখ্য তোমার নাম, আর অসংখ্য তোমার স্থান। দুরধিগম্য অসংখ্য তোমার লোক। এত অসংখ্য যে কহিতে গেলে মস্তিষ্কের শক্তিতে কুলায় না।

টীকা :—নাও=নাম। থাও=স্থম্ভ, স্থান। অগম্ম=অজ্ঞেয়। লোয়=লোক। কহহি=কহে, যে কহে। শির=মস্তক। ভার=অবনত। হোয়=হয়।

ভাষ্য :—রুদ্র অনন্ত—মানুষ যাহা ধারণা করিতে পারে, তিনি তাহা অপেক্ষা বড়। পূর্ণভাবে তাহার ধারণা করিতে চেষ্টা করা বৃথাশ্রমমাত্র। তিনি কৃপা করিয়া যতটুক জানাইয়াছেন, তাহাই আমাদের সৌভাগ্য।

১৯—২ অখরী নাম অখরী সালাহ।
অখরী গিয়ান গীত গুণ গাহ॥

ব্যাখ্যা :—তথাপি শব্দের সাহায্যেই কোনও নামে তাঁহাকে অভিহিত করি, শব্দের সাহায্যেই স্তুতি করি। শব্দের সাহায্যেই আমাদের তদ্বিষয়ক জ্ঞান হয়। শব্দের সাহায্যেই তদ্বিষয়ক সঙ্গীত করি, আর তাহার গুণগান করি।

টীকা :—অখরী=অক্ষরময়, শব্দাত্মক। সলাহ=স্তুতি। গিয়ান=জ্ঞান। গাহ=গাহা, গান করা।

ভাষ্য :—ভাষার সাহায্যেই আমরা রুদ্রের বিষয়ে চিন্তা করিতে পারি। ভাষা (নাম) আমাদের প্রধান সহায়ক।

১৯—৩ অখরী লিখন বোলন বাণী।
অখরা সিরি সংযোগ বখানি ॥

ব্যাখ্যা :—[শব্দের সাহায্যেই রুদ্রের স্তুতি লিখা ও বলা চলে।] শব্দের সাহায্যেই ভাষা বলা ও লিখা চলে। শব্দের সাহায্যেই ঘটনার রহস্য ব্যাখ্যা করা যায়।

টীকা :—লিখন—লিখা হয়। বোলন—কথিত হয়। সর—রহস্য। সংযোগ—ঘটনা। বখানি—ব্যাখান, ব্যাখ্যা করা যায়। [অথবা অখরাসিরি—অক্ষর দ্বারা]

ভাষ্য :— ভাষার সাহায্যেই মনের ভাব লিখিয়া ও বলিয়া প্রকাশ করা যায়। ভাষার সাহায্যেই ধর্ম্মের তত্ত্ব বুঝা যায়। তাই সাধক জীবনে শব্দব্রহ্মের এত প্রয়োজন।

১৯—৪ যিন এহি লিখে তিস্ সর নাহি।
জিব ফরমায়ে তিব তিব পাহি ॥

ব্যাখ্যা—কিন্তু যিনি এই সব লিখিয়াছেন, তাহার কোনও নির্ব্বন্ধ (বাধ্যবাধকতা) নাই। তিনি যেমন যেমন বিধান করেন, জীব তেমন তেমন পায়।

টীকা—যিন=যিনি। এহি=ইহা, এই বিশ্ব। লিখে=লিখিয়াছেন, রচনা করিয়াছেন। তিস্=তাহার। সর=রহস্য, ভবিতব্যতা, বন্ধন। জিব=যেমন। ফরমায়=আদেশ করেন। তিব তিব=তেমন তেমন। পাহি=পায়, হয়।

ভাষ্য—যিনি বিশ্ব রচনা করিয়াছেন, তিনি স্বাধীন। আবশ্যকতারূপ বন্ধনের অধীনতা তাহার নাই। অতএব বন্ধনের রহস্যও নাই। যাহা তাহার ইচ্ছা তিনি তাহা করিতে পারেন ও করেন। তাহা মানিয়া লওয়াই জীবের কল্যাণ।

১৯—৫ যেতা কীতা তেতা নাউ।
বিন নাবৈ নাহি কো থাউ॥

ব্যাখ্যা—সৃষ্ট পদার্থ যত আছে, প্রত্যেকেরই এক একটী নাম আছে। নাম বিনা কোন পদার্থই নাই।

টীকা—যেতা=যত। কীতা=কৃত, সৃষ্ট। তেতা=তত। নাব=নাম। বিন=বিনা। নাবৈ=নাম। কো=কোনও। থাউ=স্তম্ভ, বস্তু, ঠাঁই।

ভাষ্য—ভাষার সাহায্যেই আমরা চিন্তা করি। অতএব কোনও পদার্থের অবগতি ভাষার সাহায্যেই হয়। পদার্থের ধারণার জন্য ভাষার (নামের) প্রয়োগ অপরিহার্য্য। পদার্থের সহিত নামের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে।

১৯—৬ কুদরত কবন কহা বিচার।
বারিয়া না যাবা একবার॥

ব্যাখ্যা—হে রুদ্র! তোমার শক্তি কেমন, কোথায় তাহার নির্ণয় আছে। একবারও ইহা বর্ণনা করা যায় না।

টীকা—কুদরত=পরিমাণ, মর্য্যাদা, মহিমা।

ভাষ্য—বেদ বলিয়াছেন দেবতাদের জন্মও সৃষ্টির পর, অতএব সৃষ্টি কেমনে হইল, তাহা তাহারা কেমনে জানিবেন?

অর্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জ্জনেন।
অথা কো বেদ যত আ বভূব॥

ঋগ্বেদ—১০—১২৯—৬

১৯—৭ যো তুধ ভাবৈ সাঈ ভলিকার।
তু সদা সলামত নিরঙ্কার ॥

ব্যাখ্যা—হে রুদ্র, যাহা তুমি বিধান কর তাহা সবই কল্যাণকর হে নিরাকার তুমি শান্তিস্বরূপ।

টীকা—ভাবৈ=ইচ্ছা কর, আদেশ কর।

ভাষ্য—বেদ বলিয়াছেন

যথা রুদ্রশ্ চিকেততি।

ঋগ্বেদ—১—৪৩—৩

রুদ্র যেমন ইচ্ছা করেন, (তাহাই হউক)।

ভার্গব বেদে জরথুষ্ট্র বলিয়াছেন—

অথা নে অংহত্।
যথা হ্বো বশত্॥

গাথা—২৯—৪

তাহাই আমাদের হউক, যেমন তিনি ইচ্ছা করেন। Thy will be done. ইহারই নাম প্রপত্তি।

তোমার ইচ্ছা হউক পূর্ণ।
আমার জীবন মাঝে।

সপ্তমী।

আত্মাপত্তিঃ।

২০—১ ভরিয়ৈ হথ পৈর তনু দেহ।
পাণি ধোতৈ উতরস খেহ॥

ব্যাখ্যা—যদি হস্ত পদ বা শরীরের অন্য কোনও অঙ্গে মল লাগে, তবে জল দিয়া ধুইলে মল উঠিয়া যায়।

টীকা—ভরিয়ৈ=ভরে, ধরে, লাগে। হথ=হাত। পৈর=পদ। তনু=অঙ্গ। দেহ=শরীর। পাণি=জল দ্বারা। ধোতৈ=ধুইলে। উতরস=উঠিয়া যায়। খেহ=মল।

ভাষ্য—শরীর মলিন হইলে প্রক্ষালণ দ্বারা তাহা নির্ম্মল করিতে হয়। আঙ্গিরস বেদ বলিয়াছেন—

দ্রুপদাদ্ ইব মুমুঁচানঃ,
স্বিন্নঃ স্নাত্বা মলাদ্ ইব।

অথর্ব (আঙ্গিরস) বেদ—৬—১১৫—৩

মানুষ ঘামিলে স্নান করিয়া নির্ম্মল হয়, খোটায় বান্ধা থাকিলে ছাড়িয়া দিলে মুক্তি পায়, (সেইরূপ আমাকেও পাপ হইতে মুক্ত কর)।

২০—২ মূত পলিতী কাপ্পড় হোই।
দে সাবুন লইয়ে ওহু ধোয়ি॥

ব্যাখ্যা—মল মূত্র দ্বারা যদি বস্ত্র অপবিত্র হয়, তবে সাবান লইয়া উহা ধুইয়া দেওয়া যায়।

টীকা—মূত=মূত্র। পলিতী=অপবিত্র। হোই=হয়। দে=দেয়। সাবুন=সাবান। লইয়ে=লইয়া, দিয়া, দ্বারা। ওহু=উহাকে। ধোয়ি=ধুইয়া।

ভাষ্য—বাহ্ মল বাহ্ বস্তু দ্বারাই পরিস্কৃত হয়। অপর পক্ষে বাহ্ বস্তু মনের উপর ক্রিয়া করে, এই জন্য বাহ্ আচারের প্রয়োজন আছে।

২০—৩ ভরিয়ৈ মতি পাপাকে সঙ্গি।
ওহ ধোপৈ নাবৈকে রঙ্গি॥

ব্যাখ্যা :—কিন্তু মন যদি পাপের স্পর্শে মলিন হয়, তবে কেবল রুদ্র রাগই তাহাকে শুচি করিতে পারে।

টীকা :—ভরিয়ৈ—ভরিয়া যায়, পরিপূর্ণ ভাবে আক্রান্ত হয়। মতি —বুদ্ধি। সঙ্গ—সংসর্গ, সংস্পর্শ। ওহ—উাহাকে। ধোপৈ—ধৌত করে। নাবৈকৈ—নামের। রঙ্গ—রাগ, আবেগ।

ভাষ্য :—রুদ্রের প্রতি তীব্র রাগ থাকিলে, সমস্ত মলিন বাসনা অনুরাগের আগুণে দগ্ধ হইয়া যায়। রাগের আবেগে মুখে নাম ফুটিয়া উঠে, মনে অন্য কোন ও চিন্তা স্থান পায় না। পাপ চিন্তা হইতে রক্ষা পাইতে নামই এক মাত্র ঔষধ।

২০—৪ পুন্নী পাপী আখন নাহি।
করি করি করণা লিখ লৈ যাহি॥

ব্যাখ্যা :—পুণ্য পাপ, এসব কথা মাত্র (কেবল আলোচনার বিষয়) নহে। অনুষ্ঠান দ্বারা নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া ভাগ্য লিপি রচিত করিয়া যাও।

টীকা :—পুন্নী—পুণ্য। পাপী—পাপ। আখন—বলিবার কথা। করি করি—বারম্বার অনুষ্ঠান করিয়া। করণা—করণীয়, ক্রতু (duty)। লিখ—(ভাগ্য লিপিতে) লিখিয়া, অঙ্কিত করিয়া। লৈ—লইয়া। যাহি —যাও।

ভাষ্য :—পুণ্য কী, পাপ কী, শুধু এই বিতর্কে অমূল্য জীবন নষ্ট করিওনা। পাপ ও পুণ্য শুধু বাক্যব্যয় নহে, তাহা আচরণ করিবার জন্য। স্বীয় ক্রতু (duty—কর্ত্তব্য) করিয়া যাও। যে ব্যক্তি সম্মুখের কর্ত্তব্য

করিয়া যায়, পাপ ও পুণ্যের আত্যন্তিক সত্তা আছে কিনা, এই সূক্ষ্ম বিচারে তাহার কোন ও প্রয়োজন নাই।

২০—৫ আপে বীজি আপে হি খাহু।
নানক হুকমি আবহু যাহু ॥

ব্যাখ্যা ঃ—যে যেমন বপন করে, সে তেমনই ফল ভোগ করে। হে নানক, রুদ্রের আজ্ঞায় নিজ কর্ম্ম ফলেই জীব এইরূপ যাতায়াত করিতে থাকে।

টীকা ঃ—আপে—আপনি, নিজেই। বীজি—বপন করে। আপেহি—নিজেই। খাহু—খায়। হুকমি—আজ্ঞায়। আবহু যাহু—আসে যায়।

ভাষ্য ঃ—যে যাহার কর্ম্ম ফল ভোগ করে, রুদ্রেরই ইহা বিধান। অতএব তামসিক কর্ম্মে রত থাকিলে ও রুদ্র কৃপা করিবেন, ইহা দুরাশা মাত্র। অপর পক্ষে "সাত্বিক কর্ম্ম করিতে থাকিলে স্বতঃ সিদ্ধি লাভ হইবে, অতএব রুদ্রের কৃপার প্রয়োজন কী?" এরূপ প্রশ্ন করা মূঢ়তা মাত্র। যে ব্যক্তি কেবল আত্ম-নির্ভর করে, আত্ম-সমর্পণের সুখের আস্বাদ সে করিতে পারেনা। "মদীয়তা" নষ্ট হয় নাই, কাজেই "ত্বদীয়তার" আনন্দ সে বুঝিতে পারে না। প্রেমের আগুন যাহার হৃদয়ে জ্বলে, তাহার "মমতা" পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। তখন্ সে ত্বদীয়তা অবলম্বন করিয়া বাচিয়া থাকিতে চায়, মদীয়তা চায় না। এই খানেই কৃপার অবসর আছে। কৃপা অহৈতুকী। কৃপার উপর দাবী চলে না। প্রিয়তম কাহারও দাবীর অধীন নন। তাঁহার প্রেমের মূল্য এত বেশী, যে কোন মূল্য দ্বারাই তাহা কিনিতে পারা যায় না।

২১—১ তীর্থ তপ দয়া দতু দান।
জেকো পাবৈ তিলকা মান॥

ব্যাখ্যা :—তীর্থ গমন, তপস্যা, দয়া, ইন্দ্রিয় দমন, দান, ইহাদের সকলেরই মূল্য (রুদ্র রাগের তুলনায়) এক তিল মাত্র। যে কেহ ইহা পায়, সে তিল মাত্র পায়।

টীকা :—দয়া—কারুণ্য ভাব। দতু—দান্তি, (ইন্দ্রিয়) দমন। দান—ত্যাগ। জেকো—যাহা কিছুই। পাবৈ—পায়, পাইবার যোগ্য। মান—মর্য্যাদা, মূল্য।

ভাষ্য :—রুদ্রে তীব্র রাগ জন্মিবার জন্য তীর্থ গমন ও তপস্যা প্রভৃতির প্রয়োজন আছে। যদি রুদ্র-রাগ না থাকে, তবে ইহাদের অনুষ্ঠান বৃথা। আর যদি রুদ্রে রাগ (Love in God) থাকে, তবে ইহারা স্বতই স্ফূর্ত্ত হইবে।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ।
ন মেধয়া ন বহুধা শ্রুতেন॥
মুণ্ডক—৩—২—৩

২১—২ শুনিয়া মন্নিয়া মনি কিতা ভাউ।
অন্তর গত তীর্থ মল নাউ॥

ব্যাখ্যা :—রুদ্রের কথা শোন, তাঁহাকে মনন কর, তাঁহাকে মনে মনে প্রেম কর। আর শ্রদ্ধারূপ যে তীর্থ অন্তরে আছে, তাহাতে মনের ময়লা ধুইয়া ফেল।

টীকা :—শুনিয়া—শুনিয়ে, শোন। মন্নিয়া—চিন্তা কর। মনি—মনে। কিতা—কর। ভাব—প্রেম। তীর্থ—শ্রদ্ধারূপ তীর্থে। মল—ময়লা। নাউ—স্নান করাও, ধৌত কর।

ভাষ্য :—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা যাহার মনে রুদ্রের প্রতি তীব্র রাগ জন্মিয়াছে, রাগোদ্ভবা শ্রদ্ধার পূত সলিলে তিনি মনের সমস্ত ময়লা ধৌত করিয়া ফেলিতে পারেন।

২১—৩ সভি গুণ তেরে মৈ নাহি কোই।
বিন গুণ কিতে ভক্তি ন হোই॥

ব্যাখ্যা—সবই তোমার গুণ (শক্তি)। "আমার" বলিবার কিছুই নাই। আবার আছেও। কারণ সত্ত্ব রজস্ তমোরূপী তিন গুণের (শক্তির) খেলায় যদি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট না হইত, আমি যদি না থাকিতাম, তবে ভক্তির অবসরই বা কেমনে হইত? তুমি শুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বরূপ—সকল কল্যাণগুণের আকর—কেবল নির্বিশেষ চৈতন্য মাত্র নহ। সদ্‌গুণ অর্জ্জন না করিলে, ভক্তি উপজেনা।

টীকা—সভি=সব-হি, সকল (গুণ)ই। মৈ=আমি। নাহি=নই। কোই=কেহ। বিন=বিনা। গুণকিতে=গুণের ক্রিয়া, গুণের ক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট জগত্। ভক্তি=সেব্য-সেবক সম্বন্ধ। ন হোই=হইতে পারে না।

ভাষ্য :—বিশুদ্ধ অদ্বৈত, কৈবল্যের ভূমি। সেখানে কোনও দ্বৈত ভাব নাই, সেব্য-সেবক ভাব নাই, পূজার অবসর নাই, ভক্তির লীলা নাই। মহর্ষি নানক তাই বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ প্রত্যাখ্যান করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সমর্থন করিলেন। রাগ পরম পুরুষার্থ। ভক্তির আস্বাদের প্রয়োজন আছে। তজ্জন্য বিশ্বেরও প্রয়োজন আছে। বিশ্ব কেবল মায়া মাত্র নহে।

২১—৪ স্বস্তি আখি বাণী বরমাউ।
সত সুহান সদা মনি-চাউ॥

ব্যাখ্যা :—"সত্-চিত্-আনন্দ" এই বাণী উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মা পরম সত্য প্রকাশ করিয়াছেন। অথবা এই বাণী সুন্দর কথা বলিয়াছে—ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ।

টীকা :—স্বস্তি=সুষ্ঠু, সুন্দর। আখি=বলিয়াছেন। বাণী=বাক্য। বরমাউ=ব্রহ্মা। সত্=অস্তিত্ব-শীল। সুহান=সাবধান, সচেতন। সদা=সর্ব্বদা। মনিচাউ=আপ্তকাম, সদানন্দ।

ভাষ্য ঃ—জড়, জীব ও রুদ্র (Matter, Mind & God) এই তিন তত্ত্ব নিয়া ব্রহ্মাণ্ড। শ্রুতি ইহাকেই বলিয়াছেন—সচ্-চিদ্-আনন্দ। জড়ের কেবল সত্তা আছে, সত্তার উপলব্ধি নাই। জীবের সত্তার উপলব্ধি আছে, কিন্তু আনন্দ নাই। রুদ্র আনন্দময়, আনন্দ ঘনমূর্ত্তি। অবশ্য ইহা আপেক্ষিক বিভাগ ; জড়েও সুপ্ত চৈতন্য আছে ; আর জীব ও ক্ষণিক আনন্দ উপভোগ করে ; আর যতই রুদ্রের সান্নিধ্য লাভ করে ততই আনন্দময় হয়। কিন্তু মোটামোটি এই ভাবে বুঝিলে পরমার্থ লাভের সুবিধা হয়, রুদ্র-রাগ কেন যে পুরুষার্থ তাহা বুঝিতে পারা যায়। বাহ্য-বস্তু-সাপেক্ষ যে তৃপ্তি তাহা সুখ ; আর বাহ্যবস্তু-নিরপেক্ষ যে তৃপ্তি তাহা আনন্দ। প্রাকৃত জীব সুখ পায়, কিন্তু সাধনা দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ না করিলে আনন্দ লাভ হয় না। উপনিষদের এই মহান্ সত্য, এই শ্লোকে মহর্ষি নানক প্রকাশ করিলেন।

২১—৫ কৌন সু বেলা বখত কৌন, কৌন তিথি কৌন বার।
কৌন সি রুত্তি, মাহ কৌন যিত হোয়া আকার॥

ব্যাখ্যা ঃ—সেটা কোন বেলা, কোন সময়, কোন তিথি, কোন বার, কোন ঋতু ও কোন মাস, যখন বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে ?

টীকা ঃ—কৌন=কোন, কি। বখত=সময়, কাল। সি=সে। রুত্তি=ঋতু। মাহ=মাস। যিত=যখন, যদা। হোয়া=উত্পন্ন হইয়াছে। আকার=সাকার পদার্থ, বিশ্ব।

ভাষ্য ঃ—এই সৃষ্টির আদি অন্তই কেহ জানে না, সৃষ্টি কর্ত্তার আদি অন্ত কী জানিবে ? ব্যর্থ বিতর্কে কালক্ষেপ না করিয়া রুদ্রের শরণাগত হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

২১—৬ বেল ন পাইয়া পণ্ডতি যি হোবৈ লেখ পুরাণ।
বখত ন পাইও কাদিয়া যি লিখনি লেখু কুরাণ॥

ব্যাখ্যা :—সেই বেলার সন্ধান পণ্ডিত পায় নাই যে পুরাণে লিখিত হইবে। সেই কালের সন্ধান কাজী জানে না, যে কোরাণে তাহার বিবরণ লিখিতে হইবে।

টীকা :—বেল=বেলা। ন পাইয়া=অনুসন্ধান পায় নাই, জানে না। পণ্ডতি=পণ্ডিত। যি=যে। হোবে=হবে। লেখ=লিখিত। পুরাণ=পুরাণে। বখত=সময়, কাল। ন পাইও—পায় নাই, জানে না। কাদিয়া=কাজী। যি=যে। লিখন=বিবরণ। লেখু—লিখিবে। কুরাণ—শাস্ত্র।

ভাষ্য :—সকল শাস্ত্রই সৃষ্টির পরে রচিত। সৃষ্টির বৃত্তান্ত তাহারা কেমনে জানাইবে?

২১—৭ তিথি বার না যোগী জানৈ রুত্তি মাহ না কোই
যা করতা সিরঠী কউ সাজে আপে জানৈ সোই ॥

ব্যাখ্যা :—সেই তিথি ও বারের কথা যোগী জানে না। সেই ঋতু ও মাসের কথা কেহ জানে না। যে কর্ত্তা এই সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন কেবল তিনি নিজেই ইহা জানেন।

টীকা :—জানৈ—জানে। রুত্তি—ঋতু। মাহ—মাস। সিরঠী—সৃষ্টি, বিশ্ব। সাজে—রচনা করিয়াছেন। আপে—আপনি, নিজেই। সোই—তিনি।

ভাষ্য :—যো অস্যা অধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্
সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ।
ঋগ্বেদ—১০—১২৯—৭

পরম ব্যোমে থাকিয়া যিনি সৃষ্টি ক্রিয়ারঅধ্যক্ষতা করিয়াছেন, তিনিই এই তত্ত্ব জানেন; হয়ত তিনিও জানেন না।

২১—৮ কিব করি আখা কিব সালাহি কিউ বরনী কিব জানা।
নানক আখনি সভু কো আখৈ ইক দু এক সিয়ানা ॥

ব্যাখ্যা :—কেমনে তাহার ব্যাখ্যা করিব, কেমনে স্তুতি করিব, কেমনে বর্ণনা করিব, কেমনে প্রকাশ করিব? হে নানক অনেকেই অনেক কথা বলেন, কিন্তু মাত্র দু এক জনই যথার্থ তত্ত্ব জানেন।

টীকা :—কিব=কেমনে। করি=করিতে পারি। আখা=ব্যাখ্যা। সালাহি=স্তুতি। কিউ=কেমনে। বরনী=বিবৃতি, বর্ণনা। জানা=জ্ঞাপন। আখনি=বচন, বাক্য। সভু কো=সকলেই, অনেকেই। আখৈ=বলে। ইক দু এক=ক্বচিত্ দু একজন। সিয়ানা=চতুর, অভিজ্ঞ।

ভাষ্য :—

অদ্যাপি বাচস্পতয়ঃ তপোদান সমাধিভিঃ।
পশ্যান্তোঽপি ন পশ্যন্তি পশ্যন্তং পরমেশ্বরম্॥

ভাগবত—৪-২৯-৪৫

পরমেশ্বর সকলকেই দেখেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্তও বাচস্পতি (পণ্ডিত) গণ তপস্যা দান কিম্বা সমাধি দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

২১—৯ বড্ডা সাহিব বড্ডী নাঈ কিতা যাকা হোবৈ।
নানক জে কো আপৈ জানৈ, অগৈ গইয়া ন সোহৈ॥

ব্যাখ্যা :—এই বিশ্ব যাঁহার সৃষ্টি তিনি মহান্ প্রভু; মহান্ তাহার নাম। হে নানক ইহাকে যিনি জানেন, তাহার আর অগ্রগমনের কিছু বাকী নাই; তিনি চরম গন্তব্য স্থলে পৌছিয়াছেন।

টীকা :—বড্ডা=বড়, মহান্। সাহিব=প্রভু, স্বামী। বড্ডী=মহান্। নাঈ=নাম। কিতা=সৃষ্টি। হোবৈ=হয়। যেকো=ইহাকে। আপৈ=নিজে। অগৈ=অগ্রে। গইয়া ন=যায় নাই বা যাইতে পারে না। সোহৈ=সে।

ভাষ্য :—তাহাকে জানিলে আর কিছুই জানিবার অবশিষ্ট থাকে না। সে ব্যক্তি আপ্তকাম হয়—তাহার সকল আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয়।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থির্ ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

মুণ্ডক—২-২-৮

অষ্টমী।

অনন্তঃ।

*২২—১ পাতালা পাতাল লখ আগাশা আগাশ।
ওড়ক ওড়ক ভালি থকে বেদ কহনি ইক বাত।
সহস আঠারহ কহনি কতেবা অসলু ইক ধাত॥

ব্যাখ্যা :—লক্ষ লক্ষ পাতাল, লক্ষ লক্ষ আকাশ, সর্ব্বত্র খুজিয়া দেখিবার পর বেদ এই এক কথা বলেন, আর সহস্র গ্রন্থ ও অষ্টাদশ পুরাণও সেই কথাই বলেন, যে এক বিধাতাই সকলের মূল।

টীকা :—পাতাল পাতাল=পাতালের পর পাতাল। লক্ষ=লক্ষ। আগাশা আগাশ=আকাশের পর আকাশ। ওড়ক ওড়ক=খুজিয়া খুজিয়া। ভালি=দেখিয়া। থকে=থাকিয়া, খোঁজা শেষ করিয়া। কহনি=কহিতে লাগে, কহে। ইক্=এক। বাত=কথা। সহস= সহস্র। আঠারহ=আঠার। কহনি=কহিতে থাকে, বলে। কতেবা= পুস্তক। অসলু=মূল। ইক=এক। ধাতা=ধাত, রুদ্রই।

ভাষ্য :—বেদ তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া স্থির করিয়াছে, আর অষ্টাদশ পুরাণও সকল ধর্ম্ম গ্রন্থই বলিতেছে যে সকল ব্রহ্মাণ্ডের এক মাত্র মূল রুদ্র। এক মূল হইতে উদ্ভূত বলিয়া সকলেই পরস্পর আত্মীয়। মূলকে ভুলিয়া সিদ্ধি লাভের আশা ব্যর্থ সাধনা।

আনীদ্ অবাতং স্বধয়া তদ্ একম্।
তস্মাদ্ হা অন্যন্ নপরঃ কিঞ্চন আস॥

ঋগ্বেদ—১০-১২৯-২

তিনি একাই ছিলেন, তাঁহা ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। বিনা বাতাসেই তাহার শ্বাস চলিতেছিল।

২২—২ লেখা হোই তো লিখিয়ৈ, লেখৈ হোই বিনাশ।
নানক বড্ডা আখিয়ে আপে জানৈ আপ॥

ব্যাখ্যা :—যদি লেখা সম্ভবপর হইত, তবে লোকে লিখিত। লেখাই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অনন্তের অন্ত পাওয়া যায় না। হে নানক তাহাকে ব্রহ্ম বলা হইয়া থাকে—তাহাকে কেবল তিনিই জানেন।

টীকা :—লেখা=বর্ণনা। হোই=যদি হইত। ত=তবে। লিখিয়ৈ=লিখিত হইত। লেখৈ=লেখার, বর্ণনা শক্তির। বড্ডা=বৃহত, ব্রহ্ম। আখিয়ে=কথিত হয়েন। আপে=আপনাকে, নিজকে। জানৈ=জানেন। আপ=নিজে।

ভাষ্য :—বর্ণনার কি শক্তি আছে যে সেই অনন্তকে প্রকাশ করিতে পারে? তাহার নাম ব্রহ্ম। তিনি ব্যতীত আর কেহ তাঁহাকে জানে না।

যো হ্যাত্মমায়াবিভবং স্ম পর্য্যগাদ্।
যথা নভঃ স্বান্তম্ অথা অপরে কুতঃ॥
ভাগবত—২-৬-৩৫

অনন্ত তিনি—তাহার সীমা নাই। অতএব নিজের অন্ত তিনি নিজেই জানে না, অপরে আর কেমনে জানিবে?

২৩—১ সালাহি সালাহিঁ এতি সুরতি ন পাইয়া।
নদীয়া অতৈ বাহ পবহি সমুন্দ ন জানিয়হি॥

ব্যাখ্যা :—স্তুতির মত স্তুতি করিব এমন প্রেম আমার নাই। নদী সকল সমুদ্র কোথায় তাহা জানে না, তথাপি অবিরত গতিতে সমুদ্রের দিকেই প্রধাবিত হয়। [সেইরূপ আমি ও যথার্থ স্তব করিবার মত (রুদ্র বিষয়ক) জ্ঞানের অভাব সত্বেও রুদ্রের স্তব করিয়াই যাই]

টীকা :—সালাহি সালাহি=স্তবের মত স্তব, যথা যোগ্য স্তব। এতি=এত। সুরতি=প্রেম। ন পাইয়া=পাই নাই। নদীয়া=নদী

সকল। অতৈবাহ্‌=অবিরত বহিয়া, অবিরত গতিতে। পবহি= প্রবাহিত হয়, প্রধাবিত হয়। সমুন্দ=সমুদ্র। ন জানিয়হি=জানে না।

ভাষ্য :—"তাহাকে ভালরূপ না জানিয়া তাহার স্তব করিতে পারি না" এরূপ ভ্রান্ত ধারণায় যে বসিয়া থাকে, সে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। সমুদ্র কোথায়, নদীরা তাহা জানে না, তথাপি অবিরত গতিতে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হয়। তাহারা স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলে কি সমুদ্রে পড়িতে পারিত? সাধুর জিহ্বা স্বতঃই মুকুন্দের গুণগান করে, উদ্দেশ্যের কথা ভুলিয়া গিয়াই তাঁহাকে স্মরণ করে।

শিশু যেমন মাকে,
নামের নেশায় ডাকে।
জানে না সে কি সুখে সে ডাকে 'মা' 'মা' বলে।

রবীন্দ্রনাথ।

২৩—২ সমুন্দ শাহ সুলতান গিরহা সেতি মাল ধন।
কীড়ি তুলি ন হোবনি, যে তিসু মনহু ন বিসরহি॥

ব্যাখ্যা : সমুদ্রের মত ঐশ্বর্য্যশালী সম্রাট্‌, তাহার সমস্ত ধন সম্পদ্‌ সত্বেও, [যে কীট তাঁহাকে (রুদ্রকে) মনে বিস্মৃত হয় না এমন কীটের ও সমতুল্য নয়।] যে সাধক রুদ্রকে বিস্মৃত হন না, তাহার নিকট কীট তুল্য ও প্রতিভাত হয় না।

টীকা :—সমুন্দ=সমুদ্র। শাহ=রাজা। সুলতান=নৃপতি। গিরহা=গৃহ। সেতি=সহ, সহিত। মালধন=ধন সম্পত্তি। কীড়ি= কীট। তুলি=তুল্য। ন হোবনি=হইবার নয়, নহে। যে=(যে কীট) যে সাধু। তিসু=তাঁহাকে, রুদ্রকে। মনহি=মনে। ন বিসরহি=বিস্মৃত হয় না।

ভাষ্য :—যে কীটের ন্যায় অকিঞ্চন, সেও যদি পরমেশ্বর রুদ্রকে স্মরণ করে তবে তাহার আর কোন অভাবই অভাব বলিয়া মনে হয় না। সে

অতুল আনন্দে কালাতিপাত করিতে পারে। আর যে নৃপতির ধন সম্পত্তি সমুদ্রের মতো বিপুল, সেও যদি রুদ্রকে বিস্মৃত হয় তবে সহস্র সম্পদের মধ্যে ও তৃষ্ণায় জর্জ্জরিত হইয়া অশান্তিতে কাল কাটায়। যে জন রুদ্রপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়াছে, শাহান শাহার সম্পদ তাহার নিকট তুচ্ছ।

"যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে না মানো মণি
তাহারই খানিক।
মাগি আমি নত শিরে" এত বলি নদী নীরে
ফেলিল মাণিক॥

কথা ও কাহিনী।

২৪—১ অন্ত ন সিফতি কহনি ন অন্ত।
অন্ত ন করণৈ দেনি ন অন্ত॥

ব্যাখ্যা :—রুদ্রের গুণেরও অন্ত নাই, তাই তাহার স্তুতিরও অন্ত নাই। তাঁহার কর্ম্মেরও অন্ত নাই, তাঁহার দানের ও অন্ত নাই।

টীকা :—অন্ত=শেষ। সিফত=গুণ, মহিমা। কহনি=বর্ণনা, স্তুতি। করণৈ=করণের, কর্ম্মের। দেনি=দানের।

ভাষ্য :—যিনি অনন্ত, তাহার গুণও অনন্ত। অনন্ত গুণ শালীর বর্ণনা কে করিতে পারে? এইরূপ তাঁহার কর্ম্ম ও অন্তহীন, তাহার দানেরও অবধি নাই।

নভঃ পতন্ত্য্ আত্মসমং পতত্রিণঃ।
তথা সমং বিষ্ণুগতিং বিপশ্চিতঃ॥

ভাগবত—১-১৮-২৩

অনন্ত আকাশ পড়িয়া আছে। পক্ষীর যতটুকু শক্তি সে কেবল ততদূরই যাইতে পারে। বিষ্ণুর গুণ অনন্ত; মানুষের যতটুকু শক্তি ততটুকু ধারণা করিতে পারে;

২৪—২ অন্ত ন বেখনি শুননি ন অন্ত।
অন্ত ন জাপৈ কিয়া মনি মন্ত॥

ব্যাখ্যা :—তাঁহার দর্শনেরও অন্ত নাই, তাঁহার শ্রবণেরও অন্ত নাই। অর্থাত্ এমন কিছুই নাই যাহা তিনি দেখেন না বা শোনেন না। তাঁহার মনের অভিপ্রায় কী তাহার অন্ত (নিশ্চিত ধারণা) পাওয়া যায় না।

টীকা :—অন্ত=শেষ। বেখন=বীক্ষণ, দর্শন। শুননি=শুননের, শ্রবণের। ন জানৈ=প্রতীত হয় না। কিয়া=কী। মনি=মনে। মন্ত=মন্ত্রণা, অভিপ্রায়।

ভাষ্য :—তিনি সবই দেখেন, সবই শুনেন, সবই জানেন। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে তিনি জগত্ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা কেহই বলিতে পারে না। তাহার কৃপা প্রার্থনা ব্যতীত কিছু করিবার ইচ্ছা, নিছক কল্পনা-বিলাস।

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্।
যোগেশ্বরোতীর্ ভবতস্ ত্রিলোক্যাম্॥
ভাগবত—১০-১৪-২১

হে পরাত্মন্, হে ভূমন্, তোমার অভিপ্রায় কে বুঝিতে পারে?

২৪—৩ অন্ত ন জাপৈ কিতা আকার।
অন্ত ন জাপৈ পারাবার॥

ব্যাখ্যা :—সৃষ্ট পদার্থ যে কত তাহা নির্ণয় করা যায় না। আর সেই সৃষ্টির পূর্বেই বা কী, আর পরেই বা কী, তাহাও নির্ণয় করা যায় না।

টীকা :—জাপৈ=জানাযায়, প্রতীত হয়। কিতা=কত। আকার=সাকার, সৃষ্ট বস্তু। পারাবার=পর (উত্তর) ও অবর (পূর্ব্ব)।

ভাষ্য :—যে সমস্ত পদার্থ ইদানীং বর্ত্তমান আছে, তাহাদের সংখ্যাই নির্ণয় করা যায় না। যাহা অতীতে ছিল কিম্বা ভবিষ্যতে হইবে, তাহাদের সংখ্যা আর কে বলিবে? মানুষের পক্ষে আপনার ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিয়া সেই পরাত্পরের শরণ গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর নাই।

২৪—৪ অন্ত কারণ কেতে বিললাহি।
তাকে অন্ত ন পায়ে যাহি ॥

ব্যাখ্যা :—তাঁহার অন্ত (সন্ধান) পাইবার জন্য কত সাধক ব্যাকুল হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অন্ত পাওয়া যায় না।

টীকা :—অন্ত=সীমা, সন্ধান। কারণ=জন্য। কেতে=কতজন। বিললাহি=ব্যালোল হয়, ব্যাকুল হয়। তাকে=তাহার। ন পায়ে যাহি=পাওয়া যায় না।

ভাষ্য :—কত সাধক তীব্র ব্যাকুলতা দ্বারা ও তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারে না। তুমি কি ব্যাকুলতা ছাড়াই তাঁহার দর্শন পাইবে?

২৪—৫ এহু অন্ত ন জানৈ কোই।
বহুতা কহিয়ৈ বহুতা হোই ॥

ব্যাখ্যা :—ইঁহার অন্ত কেহ জানে না। বহু সাধক বহু কথা বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এখনও বলিবার বহু বাকী আছে।

টীকা :—এহু=ইঁহার। অন্ত=সীমা। ন জানৈ=জানে না। কোই=কেহ। বহুতা=অনেক। কহিয়ৈ=কহিয়া গিয়াছে। বহুতা=অনেক। হোই=আছে, বাকী আছে।

ভাষ্য :—তাঁহার সম্বন্ধে যত কিছুই বলা হউক না কেন তিনি তাহা অপেক্ষা বড়। "রুদ্রকে নিঃশেষ জানিতে পারিলে তবে তাঁহার পূজা করিব" এরূপ মূঢ়তা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে যতটুকু শুনিয়াছি, তাহাই সম্বল করিয়া সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত।

২৪—৬ বড্ডা সাহিব উচা থাউ।
উচে উপরি উচা নাউ ॥

ব্যাখ্যা :—তিনি মহান্ প্রভু, উচ্চ তাহার স্থান। আর তাহার নাম উচ্চ হইতে ও উচ্চ।

টীকা :—বড্ডা = বড়, মহান্। সাহিব = প্রভু, স্বামী। উচা = উচ্চ, মাননীয়। থাউ = স্থান, পদ। উচে উপরি উচা = উচ্চের উপর উচ্চ, উচ্চ হইতেও উচ্চ, সর্বোচ্চ। নাউ = নাম, নাম গ্রহণের ফল।

ভাষ্য :—তিনি যে কত বড় তাহা যদি ভাবিতে যাও, তবে মন স্বতঃই তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া পড়িবে, আর মুখে তাঁহার স্তব গান করিতে ইচ্ছা হইবে। তাঁহার নাম গ্রহণের ফল ও অত্যধিক। শ্বাসে শ্বাসে রুদ্রের নাম জপ করিতে থাকিলে, মনুষ্য জীবনের এক মাত্র কাম্যধন যে সদানন্দত্ব, তাহা লাভ করা যায়।

২৪—৭ এ বড়া উচা হোবৈ কোই।
তিস উচে কউ জানৈ সোই॥

ব্যাখ্যা :—কেহ যদি তাহা অপেক্ষা উচ্চ হইতে পারে, তবেই তাহার উচ্চতার পরিমাণ করিতে পারে।

টীকা :—এ বড়া = ইহা হইতে অধিক। উচা = উচ্চ। হোবৈ = যদি হয়। কোই = কেহ। তিস উচেকো = উচ্চ তাহাকে, তাহার উচ্চতা। জানৈ = জানিতে পারে। সোই = সে।

ভাষ্য :—তাঁহা অপেক্ষা উচ্চে উঠিতে না পারিলে তাঁহার উচ্চতার ধারণা কেমনে করিবে? তাহা অপেক্ষা উচ্চ হইবার কল্পনা উন্মত্ততা মাত্র। তাহার উচ্চতার ধারণার আকাঙ্খা পরিত্যাগ করিয়া, তাহার ঐশ্বর্য্যের কথা ভুলিয়া গিয়া, তাহার মাধুর্য্যের কথা স্মরণ কর। শিশু পুত্র যেমন শাহান শাহ পিতার অঙ্কে আরোহণ করিতে দ্বিধা বোধ করে না, তুমি ও তেমন, তিনি কত বড় সে কথা বিচার না করিয়া, স্নেহের আবেগে তাহার কোলে ঝাপাইয়া পড়।

২৪—৮ যে বড় আপি, জানৈ আপি আপি।
নানক নদরী করমী দাতি॥

ব্যাখ্যা ঃ—তিনি যে কত বড়, তাহা কেবল তিনি নিজেই জানেন। হে নানক, তিনি আপনার দৃষ্টি দ্বারা জীবের কর্ম্মফল প্রদান করেন।

টীকা ঃ—যে=যত। বড়=মহান্। আপ=আপনি, তিনি নিজে। জানৈ=জানেন। আপি আপি=নিজে নিজেই, অপর কেহই নয়। নদরী=নজরদ্বারা, দৃষ্টি দ্বারা,। করমী=কর্ম্মানুসারে। দাতি=ফল, দান।

ভাষ্য ঃ—তিনি যে কত বড়, তাহা তিনি ছাড়া আর কেহ জানেন না। সে বিচার গবেষণা কুতর্ক মাত্র। এই পর্য্যন্ত জানিয়া রাখিলেই যথেষ্ট, যে তাঁহার দৃষ্টি প্রসাদে জীব স্বকর্ম্মানুযায়ী ফল পাইয়া থাকে। সাধন ভজনরূপ সত্‌কর্ম্ম করিয়া যাও, তাঁহার কৃপারূপ শুভফল পাইবেই।

নবমী।

ঈশানঃ।

২৫—১ বহুতা করমু লিখিয়া ন যাই।
বড্ডা দাতা তিলু ন তমাই ॥

ব্যাখ্যা :—বহু তাহার কৃপা। তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। তিনি মহাদাতা, আবার তিল মাত্র তামসিকতা ও তাহার নাই।

টীকা :—বহুতা = বহু, অনেক। করম = দয়া, কৃপা। লিখিয়া ন যাই = লিখা যায় না। বড্ডা = বৃহত্, মহা। দাতা = দান কর্ত্তা। তিল = তিল পরিমিতও। ন = নাই। তমাই = তমোগুণ, জড়তা, মোহ।

ভাষ্য :—অসীম তাহার কৃপা। তাহার কৃপায় বঞ্চিত হইবে না, এই ভরসা রাখিয়া নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে চলিতে থাক। তাঁহাতে মোহ বা জড়তা নাই। তিনি কৃপা করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া বসিয়া আছেন।

নৈতদ্ বিচিত্রং খলু সত্ত্বধামনি।
স্বতেজসা যো নু পুরা পিবত্ তমঃ ॥

ভাগবত—৭-৮-২৫

আলোক অন্ধকারকে গ্রাস করিয়া ফেলে। শুদ্ধসত্ত্বময় বিষ্ণু তমসকে গ্রাস করেন—তাঁহার সংস্পর্শে তমোগুণ সত্ত্বে পরিণত হয়।

২৫—২ কেতে মঙ্গহি যোধ অপার।
কেতিয়া গণত নাহি বিচার।
কেতে খপি তুট্টহি বেকার ॥

ব্যাখ্যা :—কত অসংখ্য জগজ্জয়ী বীর ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেছে। তাহাদিগকে কত গণনা করিবে? তাহাদের অন্ত নাই। আবার কত নিষ্কর্ম্মা লোক শীর্ণ হইতে হইতে বিনাশ পাইতেছে।

টীকা :—কেতে=কত। মঙ্গহি=যাচ্ঞা করিতেছে। যোধ=যোদ্ধা, পরাক্রান্ত বিজেতা। অপার=অসংখ্য। কেতিয়া=কত। গণত=গণে, গণিতে পারে। নাহি=নাই। বিচার=নির্ণয়, সীমা। কেতে=কত। খপি=ক্ষপিত হইয়া, ক্ষীণ হইয়া, শীর্ণ হইতে হইতে। তুটহি=তোড়ে, ভাঙ্গিয়া যায়, বিনষ্ট হয়। বে-কার=কর্ম্মহীন, সাধন হীন।

ভাষ্য :—পরের দ্রব্য বল প্রয়োগে গ্রহণ করাই যাহাদের স্বভাব, এরূপ পরাক্রান্ত বিজেতাও তোমার নিকট প্রার্থনা না করিয়া পারে না। এরূপ প্রার্থনা পরায়ণ যোদ্ধাদের সংখ্যা যে কত, তাহাও গণিয়া শেষ করা যায় না। আবার কত লোক নিষ্কর্ম্মা বাসিয়া থাকিয়া থাকিয়া জীবনকে নষ্ট করে।

যাহারা কেবল আত্মশক্তিতেই বিশ্বাস করে, এরূপ যোদ্ধারাও জানে যে তাহাদের শক্তি কত কম। তাই তাহারা আকাঙ্ক্ষার পূরণের জন্য তোমার নিকট প্রার্থনা করে। কেবল আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করিলেই চলিবে না। আবার "আমার কিছুই শক্তি নাই, অতএব কিছুই করিবার নাই" এইরূপ ধারণায় যে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, সেও ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে হইতে বিনষ্ট হয়। "সাধনা করিবার শক্তি আমার আছে" এই মনে করিয়া সাধনা করিবে। কিন্তু "সাধনা করিলেই, তাঁহার কৃপা বিনাও, সিদ্ধি পাইবে" এরূপ মনে করি ও না, এত শক্তি তোমার সাধনার নাই। সাধনা ও করিও, আবার তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিতেও থাকিও।

২৫—৩ কেতে লৈ লৈ মুক্করু পাহি।
কেতে মূরখ খাহি খাহি ॥

ব্যাখ্যা :—কত লোক ভোগ্য বস্তু পাইয়া একে বারে দিশাহারা হইয়া পড়ে। আবার কত মূর্খ কেবল খাইয়াই যায়; আর কোন ও কথা ভাবে না।

টীকা :—কেতে=কত। লৈ লৈ=লইয়া লইয়া, পাইয়া পাইয়া। মুরুক=বিভ্রান্তি। পাহি=পায়। কেতে=কত। মূর্খ=নির্ব্বোধ। খাহি খাহি=খায় আর খায়।

ভাষ্য :—কত লোক ভোগ্যবস্তুর আধিক্যে একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়ে। কোনটা ছাড়িয়া কোনটা ভোগ করিবে তাহা ঠিক করিতে পারে না। আবার কেহ কেবল অন্ধের মত ভোগ করিয়াই যায়। এরূপ মূর্খতা করিও না। ভোগ্য বস্তু ও ভোগ শক্তি, কে দিয়াছেন, কত দিনের জন্য দিয়াছেন, তাহা বিচার করিয়া রুদ্রের শরণাপন্ন হও।

২৫—৪ কেতিয়া দূখ ভূখ সদ মার।
এহি ভি দাত তেরি দাতার ॥

ব্যাখ্যা :—কত দুঃখ বুভুক্ষা ও ম্রিয়মাণতা রহিয়াছে। হে দাতা. ইহাও তোমারই দান (বিধান)।

টীকা :—কেতিয়া=কত। দুখ=ক্লেশ। ভূখ=বুভুক্ষা, অন্নাভাব। সদ মার=নিত্য ম্রিয়মাণতা, নিরন্তর মৃত্যুযন্ত্রণা। এহি ভি=ইহা ও। দাত=দান, বিধান। তেরী=তোমার। দাতার=হে দাতা।

ভাষ্য :—দ্বন্দ্বেই সৃষ্টি। জগতে সত্ত্ব ও তমসের দ্বন্দ্ব নিত্যই চলিতেছে। অতএব "কেবল সুখ থাকিবে, দুঃখ থাকিবে না," এমন হইতেই পারে না। সৃষ্টি সেরূপ হইতে পারে না। দুঃখও থাকিবেই। তবে অধ্যাত্মার জ্ঞান লাভ করিলে দুঃখেও লোক ক্লিষ্ট হয় না। তাই বলিয়া ক্লেশ নাই, ক্লেশকর অবস্থা নাই, এমন নহে। দুঃখ আছেই। সুখও যেমন তোমার বিধান, দুঃখও তেমন তোমারই বিধান।

২৫—৫ বন্দি খালাসী ভাণৈ হোই।
হোর আখি ন শকৈ কোই ॥

ব্যাখ্যা :—কে বদ্ধ, কে মুক্ত তাহা তিনিই বলেন। তাহা ছাড়া আর কেহই একথা বলিতে পারে না।

টীকা ঃ—বন্দি=বদ্ধ। খালাসী=মুক্ত। ভানৈ=ভনেন, বলেন। হোই=তিনি। হোর কোই=আর কেহ। আখি ন শকৈ=বলিতে পারে না।

• ভাষ্য ঃ—তিনি যাহাকে বদ্ধ রাখেন, সে বদ্ধ থাকে। যাহাকে মুক্তি দিতে ইচ্ছা করেন সেই মুক্ত হয়। রুদ্রের ইচ্ছা ব্যতীত কেহই মুক্তি লাভ করিতে পারে না। তাঁহার কৃপা ভিক্ষা কর। তাঁহার বিধানেই মানুষ সাধনা দ্বারা মুক্তি লাভ করিতে পারে। তিনি তেমন বিধান না করিলে সাধনার ফলে মুক্তি লাভ সম্ভবপর হইত না।

২৫—৬ যে কো খাইক আখনি পাই।
ওহ জানৈ যেতিয়া মুহি খাই॥

ব্যাখ্যা ঃ—যে মূর্খ বন্ধন ও মুক্তির কথা বলিতে অগ্রসর হয়, সে যে মুখে কত আঘাত পায় তাহা সেই জানে।

টীকা ঃ—যেকো= যে কোনও। খাইক=অসার, মূর্খ। আখনি =বলতে। পাই=পায়, যায়। উহ=সে। জানৈ=জানে। যেতিয়া =যত। মুহি=মুখে। খাই=খায়, আঘাত পায়, মুখে থাপড় খায়।

ভাষ্য ঃ—যে মূর্খ [মুক্তি বিষয়ে রুদ্রের কৃপার উপর নির্ভর করিবার প্রয়োজন নাই, এই মনে করিয়া নিজের চেষ্টায়] কেমনে মুক্তি পাওয়া যায় তাহা বলিতে যায়, প্রতি পদে পদে তাহাকে কত বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয়, তাহা সেই জানে। রুদ্রের কৃপার অপেক্ষা না করিয়া মুক্তির চেষ্টা বৃথা বিড়ম্বনা মাত্র। রুদ্রের শরণ লও। দুর্জ্ঞেয় রহস্যের জ্ঞান তাঁহার কৃপা ভিন্ন হইতে পারে না। কেবল বুদ্ধির দ্বারা জানিতে চাওয়া হঠকারিতা মাত্র—তাহাতে ভ্রান্তধারণার ফলে পদে পদে আঘাত পাইতে হয়।

২৫—৭ আপে জানৈ আপে দেই।
আখহি সি ভি কেই কেই ॥

ব্যাখ্যা :—তিনি নিজেই জানেন, নিজেই দেন। এই কথাও কেহ কেহ বলেন।

টীকা :—আপে—আপনি, নিজে। জানৈ—জানেন। আপে—নিজে। দেই—দেন। আখহি—বলেন, জানেন। সিভি—একথাও, রুদ্রই যে দাতা ও জ্ঞাতা, এই তত্ত্ব। কেই কেই—কেহ কেহ, কতিপয় সাধক।

ভাষ্য :—কাহার কী অভাব, রুদ্র তাহা নিজেই জানেন, সে কথা তাঁহাকে আর বলিয়া দিতে হয় না। রুদ্রই সে অভাব পূরণ করেন। তাহা ব্যতীত ফল দাতা আর কেহই নাই। এই তত্ত্ব একেবারে অজ্ঞাত নহে। কোনও কোনও সাধক "রুদ্রই জ্ঞাতা, ও রুদ্রই দাতা" একথা বলিয়া গিয়াছেন।

২৫—৮ যিসনো বখশে সিফতি সালাহ।
নানক পাতসাহি পাতসাহ ॥

ব্যাখ্যা :—রুদ্র যাহাকে নিজগুণ গান করিবার গৌরব দিয়াছেন, হে নানক, সেই ব্যক্তি পাতশাহের ও পাতশাহ।

টীকা : যিসনো=যাহাকে। বখশে=দিয়াছেন। সিফতি=গুণ সম্বন্ধীয়। সলাহ=স্তুতি, স্তুতির সামর্থ্য। পাতশাহি=পাতশাহের। [অথবা, সিফতি=চরিত্র। সলাহ=প্রশংসনীয়]।

ভাষ্য :—রুদ্রের গুণ গান করিয়া যিনি অহর্নিশ আনন্দে বিভোর আছেন, তাহার আবার অভাব কী? তিনি সম্রাটেরও সম্রাট্, তাহা অপেক্ষা বড় কেহই নাই।

দশমী।

যোগমায়া।

২৬—১ অমূল গুণ অমূল বাপার।
অমূল বাপারিয়ে অমূল ভাণ্ডার ॥

ব্যাখ্যা :—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাঁহার গুণ, আশ্চর্য্য তাঁহার সৃষ্টি। তাঁহার সাধকগণ তুলনাহীন, আর তাঁহার ভাণ্ডারেরও মূল্য করা যায় না।

টীকা :—অমূল্য=যাহা মূল্য দ্বারা পাওয়া যায় না, অতুলনীয়। গুণ=বিভূতি। অমূল=আশ্চর্য্য। বাপার=ব্যাপার, সৃষ্টি ব্যাপার। অমূল্য=তুলনাহীন। বাপারি=কর্ম্মী, বণিক্। অমূল=অমূল্য। ভাণ্ডার=দ্রব্য সম্ভার।

ভাষ্য :—রুদ্রের গুণ অলৌকিক। তাঁহার সৃষ্টি একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। যাহারা রুদ্রের ব্যাপারী, রুদ্রকে লাভ করাই যে বণিক্দের বাণিজ্যের উদ্দেশ্য—তাহারাও আশ্চর্য্য প্রকৃতির লোক। রুদ্রের ভাণ্ডারে যে সম্পদ্ আছে, তাহার মূল্য নির্ণয় করা যায় না। অপর সমস্ত কাজ পরিত্যাগ করিয়া রুদ্র লাভ করিবার বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হও।

২৬—২ অমূল আবহি অমূল লৈ যাহি।
অমূল ভাব অমূল সমাহি ॥

ব্যাখ্যা :—যাহারা এই হাটে বাণিজ্য করিতে আসেন তাহারা আশ্চর্য্য প্রকৃতির লোক। আর তাহারা যে দ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া যান তাহাও আশ্চর্য্য। রুদ্রের প্রেম অতুলনীয় সম্পদ্; আর সমাধিও অতুলনীয় সৌভাগ্য।

টীকা :—অমূল=অমূল্য, আশ্চর্য্য। আবহি=আসে। লৈ=লইয়া। যাহি=যায়। ভাব=অবস্থা, প্রেম, অনুরাগ। সমাহি=সমাধি।

ভাষ্য :—জীবমাত্রই সংসারে যাতায়াত করে, তাহাদের মধ্যে যাহারা জীবনের উদ্দেশ্য কী (পুরুষার্থ কী) তাহা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করে এবং তদনুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা বিরল। তাহারাই জীবনবাণিজ্যে লাভবান হইতে পারে। রুদ্র রাগরূপ অমূল্য সম্পদের অধিকারী হইয়া তাহারা (যাহা হইতে শ্রেয়স্ আর কিছুই নাই সেই) নিঃশ্রেয়স্ সমাধি ভাল করে।

২৬—৩ অমূল ধর্ম্ম অমূল দেবানু।
অমূল তুলু অমূল পরবানু ॥

ব্যাখ্যা :—রুদ্র যে ধর্ম্ম (নিয়ম) নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। তাহার বিচারালয়েরও তুলনা নাই। যে তুলা দণ্ডে তিনি বিচার করেন তাহারও তুলনা নাই, আর যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করেন তাহারও তুলনা নাই।

টীকা :—অমূল—আশ্চর্য্য। ধর্ম্ম—কর্ত্তব্য। দেবান—দেওয়ান, বিচার সভা। তুলু—তুলা, তুলা যন্ত্র। পরবানু—প্রমাণ।

ভাষ্য :—যে সমস্ত কর্ত্তব্য তিনি বিধান করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা উত্কৃষ্ট বিধি কি কেহ নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিত? তাহার বিচারসভায় যেরূপ সূক্ষ্ম বিচার হয় অন্যত্র কি তাহা সম্ভবপর? আশ্চর্য্য তাহার তুলা যন্ত্রের প্রমাণ। সত্য তথায় আশ্চর্য্য ভাবে পরীক্ষিত হয়, কেহ ছলনা দ্বারা সে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে পারে না।

২৬—৪ অমুল বখশিশ অমুল নিশানু।
অমুল করম অমুল ফরমানু ॥

ব্যাখ্যা :—অপরিমিত তাহার দান, দুরধিগম্য তাহার সন্ধান, অতুলনীয় তাহার কর্ম্ম, অদ্ভুত তাহার আদেশ।

টীকা :—বখশিশ—দান। নিশান—চিহ্ন, সন্ধান। ফরমান—আদেশ।

ভাষ্য :—আমরা যাহা কিছু পাইয়াছি কিম্বা পাইতে পারি, তাহা রুদ্রেরই দান। তিনি সকলেরই হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট, কিন্তু মোহগ্রস্ত মানব তাহাকে জানিয়াও জানে না, তাহার সন্ধান পায় না। সমগ্র বিশ্ব সংসার যাঁহার সৃষ্টি, তাহার কর্ম্মের তুলনা নাই। তাঁহার প্রসাদে গুরুতর দুঃখ ও মুহূর্ত্তেই সুখে পরিণত হয়, তাঁহার আদেশ ইন্দ্রজালের মত চমতকারক।

২৬—৫ অমূলো অমূল আখিয়া ন যাই।
আখি আখি রহে লিবলাই॥

ব্যাখ্যা :—রুদ্রের লীলা আশ্চর্য্যেরও আশ্চর্য্য। তাহা বলিয়া প্রকাশ করা যায় না। যে বলিতে যায় সে বলিতে বলিতে তন্ময় হইয়া যায়—বলার আর অন্ত হয় না।

টীকা :—অমূলো—আশ্চর্য্যের মধ্যে। আখিয়া—বলিয়া, (শেষকরা) বলা। ন যাই—যায় না। আখি আখি—বলিতে বলিতে। রহে—থাকে। লিবলাই—নির্ণিমেষ, স্থির।

ভাষ্য :—বিশ্বে যাহা কিছু আছে, তাহা বিশ্বেশ্বর রুদ্রেরই বিভূতি। কে তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারে? মানুষের ক্ষুদ্র মন সেই অনন্তের ধারণা করিতে গিয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে। তাহার ঐশ্বর্য্যের গণণা করিতে না গিয়া মাধুর্য্যের প্রসঙ্গে তাহাতে তীব্র রাগ রাখাই, রুদ্রকে লাভ করিবার এক মাত্র পন্থা।

২৬—৬ আখহি বেদ পাঠ পুরাণ।
আখহি পড়ে করহি বখ্যান॥

ব্যাখ্যা :—বেদের মন্ত্র ও পুরাণ, রুদ্রের কথাই বলে। পণ্ডিত ব্যক্তি রুদ্রের তত্ত্ব বলে, ও ব্যাখ্যা করে।

টীকা :—আখহি—বলে। বেদ পাঠ—বেদের মন্ত্র। পঢ়ে—কৃত বিদ্য, পণ্ডিত।

ভাষ্য :—বেদ ও পুরাণ রুদ্রের স্তুতিগান করিয়াছে। কত পণ্ডিত ব্যক্তি রুদ্রের তত্ত্ব বলিতেছে ও ব্যাখ্যা করিতেছে। তথাপি সে তত্ত্ব এখনও অপ্রকাশিত। সেই রুদ্রের কৃপা ভিক্ষা কর, তবেই তাহাকে বুঝিতে পারিবে।

২৬—৭ আখহি বরমে আখহি ইন্দ।
আখহি গোপী তৈ গোবিন্দ॥

ব্যাখ্যা :—রুদ্র নিজেই ব্রহ্মা ও ইন্দ্ররূপে ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া নিজের কথা বলিয়া থাকেন। ভক্তিরসিক গোপ গোপীকাগণ এবং পূর্ণাবতার গোবিন্দও রুদ্রের কথা বলিয়া গিয়াছেন।

টীকা :—আখহি—বলে। বরমে—ব্রহ্মারূপে প্রকাশিত রুদ্র। ইন্দ্র—সাকাররূপে কল্পিত রুদ্র। গোপী—ভক্তগণ। তৈ—তথা, কিঞ্চ। গোবিন্দ—পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণ।

ভাষ্য :—রুদ্রের প্রতি যাহার তীব্ররাগ জন্মিয়াছে, সেই ভাগ্যবান পুরুষ রুদ্রের কথা শুনিতেই ভালবাসে। রুদ্রই ঋষিদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়া ব্রহ্মা ও ইন্দ্ররূপে বেদে আপনার কথা বলিয়া গিয়াছেন। পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণ এবং তাহার ভক্তগণও রুদ্রের কথা বলিয়া গিয়াছেন। রুদ্র প্রেমিক সাধক এই সব কথার আলোচনায় তৃপ্তিলাভ করে।

২৬—৮ আখহি ঈশর আখহি সিদ্ধ।
আখহি কেতে কেতে বুদ্ধ॥

ব্যাখ্যা :—জ্ঞান যোগী নাথগণ, সিদ্ধ পুরুষগণ আর কত কত বুদ্ধ রুদ্রের কথা বলিয়া গিয়াছেন।

টীকা :—আখহি—বলেন। ঈশ্বর—স্বতন্ত্র, নাথ, যোগীশ্বর, জিন। সিদ্ধ—মুক্ত পুরুষ, জ্ঞান-যোগীগণ। কেতে কেতে—কত কত, অনেক। বুদ্ধ—গৌতম বুদ্ধ, কর্ম্ম-যোগীগণ।

ভাষ্য :—যাহারা জ্ঞান-যোগাশ্রিত জৈন, কিম্বা কর্ম্ম-যোগাশ্রিত বৌদ্ধ, রুদ্র রাগকে জীবনের অবলম্বন বলিয়া গ্রহণ না করিলেও, রুদ্রের মাহাত্ম্য তাহারাও উপলব্ধি করেন। সিদ্ধ পুরুষগণ তো রুদ্রের সাযুজ্য লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া তাহার মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া থাকেন।

২৬ ৯ আখহি দানব আখহি দেব।
আখহি স্থূরি নর মুনিজন সেব ॥

ব্যাখ্যা :—দেব ও দানব রুদ্রের মহিমা খ্যাপন করেন। জ্ঞানিগণ ও মুনিগণ আর জীব সেবা ব্রতধারী সাধুগণ সকলেই তাঁহার মহিমা খ্যাপন করে।

টীকা :—স্থূরি নর—জ্ঞানবান মনুষ্য। মুনিজন—মুনি ব্যক্তি। সেব—সেবক, সেবাব্রতী।

ভাষ্য :—দেবই হউক, দানবই হউক, পণ্ডিত কিম্বা মুনি কিম্বা জন সেবকই হউক, সকলেই রুদ্রের প্রভাব খ্যাপন করে। কারণ রুদ্রের বিধানেই তাহাদের নিজ নিজ প্রবৃত্তি গঠিত হয়।

২৬—১০ কেতে আখহি, আখন পাহি।
কেতে কহি কহি উঠি উঠি যাহি ॥

ব্যাখ্যা :—কতজন তাহা বলিতেছে, কতজন তাহা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, আর কতজন বলিতে বলিতে শেষ করিতে না পারিয়া সংসার হইতে উঠিয়া যাইতেছে।

টীকা :—কেতে—কতজন। আখহি—বলে। আখন পাহি—বলিতে (আদেশ) পাইয়াছে, বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কহি কহি—

বলিয়া বলিয়া। উঠি উঠি যাহি—উঠিয়া উঠিয়া যাইতেছে, একজন উঠিয়া যাইতেছে, আবার আর একজন উঠিয়া যাইতেছে।

ভাষ্য :—কত কত লোক রুদ্রের মহিমা গান করিয়া নিরাবিল আনন্দ লাভ করিতেছে তাহা চিন্তা করিলে, তোমার হৃদয় ও রুদ্রের স্তুতিগান করিতে উত্সুক হইবে।

২৬—১১ এতে কিতে হোর করেহি।
তা আখি ন সকহি কেই কেই ॥

ব্যাখ্যা :—এত পদার্থ তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। আরও সৃষ্টি করিবেন। তাই কেহও তাঁহার মহিমা বর্ণনা করিতে পারিবে না, কেহ ও (পারিবে না)।

টীকা :—এতে—এত। কিতে—করিয়াছেন। হোর—অপর আরও। করেহি—করিবেন। তা—তাই, যে। আখি ন সকহি—বলিতে পারিবে না। কেই—কেহও।

ভাষ্য :—সান্ত জীব কি প্রকারে অনন্তের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া শেষ করিতে পারে? রুদ্রকে নিঃশেষ ভাবে জানিবার আশা বৃথা যতটুক জান ততটুকুই উপভোগ করিতে থাক।

২৬—১২ যে বডু ভাবৈ তে বডু হোই।
নানক জানৈ সাচা সোই ॥

ব্যাখ্যা :—তাঁহাকে যত বড় ভাবা যায় তিনি তত বড়। (তাহার মহত্তা বুদ্ধির অগম্য, নিজ নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী লোকে ধারণা করে)। নানক জানে যে তিনিই এক মাত্র সত্য। [অথবা হে নানক, একমাত্র তিনিই সত্য, আর সত্য কী তাহা কেবল তিনিই জানেন।]

টীকা :—যে—যত। বডু—বড়, বৃহত্। ভাবৈ—ইচ্ছা করেন। তে—তত। হোই—হন। জানৈ—তিনি নিজেই জানেন। সাচা—সত্য, নিত্য। সোই—তিনি।

ভাষ্য ঃ—রুদ্র অনাদি অনন্ত। তাহার সীমা নাই, কাজেই তাহার সম্পূর্ণ ধারণা কেহ করিতে পারে না। তিনিই এক মাত্র নিত্য—চিরস্থায়ী। আর সকলই পরিবর্ত্তনশীল। অতএব কেবল তিনিই তাঁহাকে জানেন। আর কেহ তাঁহাকে জানিতে পারে না।

২৬—১৩ যে কো আখৈ বোলু বিগাড়ু।
তা লিখিয়ে সিরি গাবারা গাবারু॥

ব্যাখ্যা —প্রলাপ বাদী যে কেহ, রুদ্রের মহিমা বলিয়া শেষ করিতে চায়, তাহাকে অতি মূর্খের প্রধান বলিয়া গণ্য করিতে হয়।

টীকা ঃ—যেকো—যে কেহ। আখৈ—বলে, বলিতে চায়। বোলু বিগাড়ু—বিকৃত বাচী, প্রলাপ বাদী। তা = সে। লিখিয়ে—লিখা যায়, গণ্য হয়। সিরি—প্রধান। গাবারা গাবারু—মূর্খের ও মূর্খ, অতি মূর্খ। গাবার—গ্রাম্য মূর্খ।

ভাষ্য ঃ—অনন্তের কথা জানে বলিয়া যদি কেহ বলে, তাহা প্রলাপ মাত্র। সে মহা মূর্খ। সে দিকে কর্ণপাত না করিয়া রুদ্র রাগে মত্ত থাকিয়া তীব্র আনন্দ অনুভব করিতে থাক।

একাদশী

আনন্দঃ

২৭—১ সো দর কেহা, সো ঘর কেহা,
যিতু বহি সরব সমালে।
বাজে নাদ অনেক অসংখ্য কেতে বাবণ হারে।
কেতে রাগ পরী সিউ কহিয়নি, কেতে গাবণ হারে ॥

ব্যাখ্যা ঃ—হে রুদ্র তোমার সেই অঙ্গন কোথায়, সেই ঘর কোথায়, যেখানে বসিয়া তুমি সকলকে রক্ষা করিতেছ? কত অসংখ্য বিভিন্ন মাঙ্গলিক বাদ্য তথায় বাজিতেছে, কত বাদ্যকর তথায় আছে। মনোহর গায়কগণ কত রাগ রাগিণী গান করিতেছে।

টীকা ঃ—সো=সেই। দর—দ্বার, প্রাঙ্গণ। কেহা—কোথায়। যিতু—যথায়। বহি—বসিয়া। সরব—সকলকে। সমালে—সামলাইতেছ, রক্ষা করিতেছ। নাদ=শব্দ, বাদ্য। কেতে—কত। বাবণ হার—বাদ্যকর। পরী—রাগিণী। সিউ—সহ, [অথবা পরী সিউ—পরীর মত (সুন্দর)]। কহিয়নি—বলিতেছে, গাইতেছে। গাবণ হার—গায়ক।

ভাষ্য ঃ—আশ্চর্য্য তোমার মহিমা। তুমি একাকী সমস্ত জগত্ রক্ষা করিতেছ। কেবল রক্ষা করিতেছ এমন নয়, একটী আনন্দ উত্সব মেলা বসাইয়াছ, তথায় কত গান বাদ্য স্তুতি সঙ্গীত চলিতেছে। যার যত ইচ্ছা তত আনন্দ ভোগ করিবার সুবিধা তুমি সকলকে দিয়াছ।

২৭—২ গাবহি তুহনো পবন পাণি বৈসন্তর
গাবৈ রাজা ধর্ম্ম দুয়ারে।
গাবহি চিত্তগুপ্ত লিখি জানহি
লিখি লিখি ধর্ম্ম বিচারে ॥

ব্যাখ্যা :—বায়ু জল অগ্নি তোমারই মহিমা গান করে। সকলের প্রভু স্বরূপ ধর্ম্ম, অঙ্গনে বসিয়া তোমারই মহিমা খ্যাপন করে। চিত্রগুপ্ত, কৃতকর্ম্ম লিপিবদ্ধ করাই যাহার কাজ, সেও তোমার মহিমা খ্যাপন করে, আর কর্ম্ম সকল লিখিয়া লিখিয়া তাহাদের দোষ গুণ বিচার করে।

টীকা :—গাবহি—গায়। তুহনো—তোমাকে, তোমার মহিমা। পাণি—জল। বৈসন্তর—বৈশ্বানর, অগ্নি। গাবৈ—গায়। রাজা —সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ধর্ম্ম—পুণ্যবিধান। চিত্রগুপ্ত—গুপ্তচিত্রকর, পাপ পুণ্য লিপিকার। লিখি জানহি—লিখিতে জানে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক। লিখি লিখি—লিখিয়া লিখিয়া, সমস্তই লিখিয়া। ধর্ম্ম=গুণ। বিচারে—বিচার করে, নির্ণয় করে।

ভাষ্য :—পঞ্চভূত (জড়জগত) তোমারই মহিমা খ্যাপিত করে। আবার আধ্যাত্মিক জগতে ধর্ম্মবুদ্ধি (প্রজ্ঞা—Conscience) তোমারই মহিমা খ্যাপিত করে। কর্ম্মফলের বিধান যে আছে তাহা তোমারই বিধান।

২৭—৩ গাবহি ঈশ্বর বরমা দেবী
সোহনি সদা সবারে।
গাবহি ইন্দ ইদাসন বৈঠে
দেবতিয়া দর নালে ॥

ব্যাখ্যা :—ব্রহ্মা, শিব ইন্দ্র প্রভৃতি বিগ্রহ রূপে প্রকাশিত হইয়া তুমি তোমার মহিমা খ্যাপন কর।

টীকা :—গাবহি—গায়। ঈশ্বর—শিব। বরমা—ব্রহ্মা। দেবী—শক্তি। সোহনি—সোভনা, সুন্দর। সদা—সর্ব্বদা। সবারে—সজ্জিত থাকিয়া। ইন্দ—ইন্দ্র। ইদাসন—ইন্দ্রের সিংহাসন। বৈঠে—বসিয়া। দেবতিয়া—দেবীগণ। দর নালে—সঙ্গে লইয়া।

ভাষ্য :—যে সমস্ত অলৌকিক বিগ্রহ রূপে ভক্ত তোমাকে দর্শন করে, তাহারাও তোমার মহিমা রটনা করে।

২৭—৪ গাবহি সিধ সমাধি অন্দর
গাবনি সাধু বিচারে।
গাবনি যতি সতি সন্তোষী
গাবহি বীর করারে ॥

ব্যাখ্যা :—সমাধিতে মগ্ন থাকিয়া সিদ্ধগণ তোমার গুণ গান করে। সাধুগণ তোমার গানের কথা চিন্তা করে। যতি, সাত্ত্বিক ও সদানন্দ ব্যক্তিগণ যেমন তোমার গুণগান করে, আবার কঠোর বীরগণও তোমার গুণগান করে।

টীকা :—গাবহি—গায়। সিধ—সিদ্ধ। অন্দর—মধ্যে। গাবনি—গাওয়া, গান করা। বিচারে—চিন্তাকরে, ইচ্ছাকরে। যতি—মুনি। সতী—সাত্ত্বিক প্রকৃতি দাতাগণ। সন্তোষী—সদানন্দ। করার—কঠোর।

ভাষ্য :—তোমার অস্তিত্ব দ্বারাই সকলে অস্তিত্বশীল। অতএব যে যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, সিদ্ধ, সাধক, কোমল বা কঠিন হৃদয়, সকলেই তোমার মহিমায়ই প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহারা তোমার মহিমারই নিদর্শন।

২৭—৫ গাবনি পণ্ডিত পড়ন রিষীশ্বর
যুগযুগ বেদা নালে।
গাবহি মোহনিয়া মন মোহন
স্বর্গ মচ্চ পআলে ॥

ব্যাখ্যা ঃ—বেদের সঙ্গে সঙ্গে কৃতবিদ্য পণ্ডিত ও ঋষীশ্বরগণ চিরকাল ধরিয়া তোমার গুণ গান করে। মনোহর সুন্দরীগণ স্বর্গ মর্ত্ত ও পাতালে তোমার গুণগান করে।

টীকা ঃ—গাবনি—গাওয়া। পড়ন—পাঠক, যিনি পড়িয়াছেন। ঋষীশ্বর—মহামুণি। যুগ যুগ—যুগে যুগে, চিরকাল। বেদা—বেদ সমূহ। নালে—সঙ্গে। মোহনিয়া—সুন্দরীগণ। মচ্চ—মর্ত্ত্য। পআলে—পাতাল।

ভাষ্য ঃ পণ্ডিত, মূর্খ, সুন্দর, কুত্‌সিত, সকলেই তোমার প্রসাদে বাচিয়া থাকার আনন্দ উপভোগ করিতেছে, আর তাহাদের জীবন তোমারই মহিমা রটনা করে।

২৭—৬ গাবন রতন উপায়ে তেরে
অটষটি তীর্থ নালে।
গাবহি যোধ মহাবল সূরা
গাবহি খানি চারে।
গাবহি খণ্ড মণ্ডল বর ভণ্ডা
করি করি রখে ধারে ॥

ব্যাখ্যা ঃ—তোমার সৃষ্ট রত্ন সকল আর আটষট্টি তীর্থ তোমারই গুণগান করে। মহাবল যোদ্ধাগণ, আর উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ অণ্ডজ ও জরায়ুজ এই চারি যোনি সম্ভূত জীবগণ তোমার গুণ গান করে। এই পৃথিবী খণ্ড, এই সৌর মণ্ডল, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড, যাহা তুমি সৃষ্টি করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছ, তাহারা তোমারই মহিমা খ্যাপন করে।

টীকা :—গাবন—গাওয়া, গায়। উপায়ে—সৃষ্ট। তেরে—তোমার, তোমাদ্বারা। নালে—সহ। গাবহি—গায়। শূর—পরাক্রান্ত। খনি—উত্‌পত্তিস্থল, যোনি। চার—চতুঃসংখ্যক। খণ্ড—জগত্‌ খণ্ড। মণ্ডল—চক্র, সৌরচক্র। বর ভণ্ড—ব্রহ্মাণ্ড। করি করি—সৃষ্টি করিয়া করিয়া। রখে—রাখে, টিকাইয়া রাখে। ধারে—ধরিয়া।

ভাষ্য :—সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তুমিই রচনা করিয়া বাচাইয়া রাখিতেছ। তাহারা তোমারই গুণ গান করে।

২৭—৭ সেই তুধনো গাবহি, যো তুধ ভাবনি
রতে তেরে ভক্ত রসালে।
হোর কেতে গাবনি, সে মৈ চিতি ন আবনি,
নানক কিয়া বিচারে॥

ব্যাখ্যা :—যে প্রেমিক ভক্ত তোমাতে অনুরক্ত হইয়া তোমার ভাবনা করে, সেই (প্রকৃত) তোমার গুণ গান করে। কত কত আরও লোক তোমার গুণ গান করিতেছে, তাহা আমার ধারণায় আসে না। নানক তাহার বর্ণনা কেমনে করিতে পারিবে?

টীকা :—সেই—সেই ব্যক্তিই। তুধনো—তোমাকে। গাবহি—গায়। ভাবনি—ভাবে, চিন্তা করে। রতে—মাতে, তোমাতে মত্ত হয়। রসাল—রসিক, প্রেমিক। হোর—আর। কেতে—কত। মৈ—আমি, আমার। চিতি—চিত্তে, ধারণায়। বিচারে—বিচার করিবে, নির্ণয় করিবে।

ভাষ্য :—সকলেই তোমার গুণ গান করে। তবে তাহারাই প্রকৃত গুণ গান করে, যে তোমার প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া তোমার স্তুতি করে। কোথায় কে কি ভাবে তোমার ভজন করিতেছে, তাহা কে বুঝিতে পারে?

২৭—৮ সোই সোই সদা, সচু সাহিবু
সাচা সাচী নাঈ।
হৈ ভি হোসি যাই ন যাসি
রচনা যিনি রচাঈ ॥

ব্যাখ্যা ঃ—তিনি, কেবল তিনিই একমাত্র সত্য প্রভু। সত্য তাঁহার নাম। এই বিশ্ব যিনি রচনা করিয়াছেন তিনি চিরকাল আছেন ও চিরকাল থাকিবেন। তিনি লুপ্ত হন না, বা কখনও লুপ্ত হইবেন না।

টীকা ঃ—সোই—তিনি। সচু—সত্য। সাহিব—স্বামী, প্রভু। সাচী—সত্য। নাঈ—নাম। হৈ—আছেন। হোসি—হইবেন। যাই—যান, লুপ্তহন। যাসি—যাইবেন। রচনা—সৃষ্ট বিশ্ব। যিনি—যাহা কর্ত্তৃক। রচাঈ—রচিত হইয়াছে।

ভাষ্য ঃ—একমাত্র রুদ্রই সনাতন, চিরকাল ধরিয়া থাকিবেন। তাহাকে আশ্রয় করিলে বিচ্ছেদের শোক পাইতে হইবে না।

২৭—৯ রংগি রংগি ভাতি করি করি
জিনসি মায়া জিসি উপাঈ।
করি করি বেখৈ কিতা আপনা
যিব তিসদি বড়িআঈ ॥

ব্যাখ্যা ঃ— কত রঙ্গের, কত প্রকারের বস্তুই না তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। আর সৃষ্টি করিয়া করিয়া আপনিই দেখিতে থাকেন, ইহাই তাহার আনন্দ।

টীকা ঃ— রংগি রংগি=রংগ-বেরংগে, বিভিন্ন বর্ণের। ভাতি=প্রকার, বিভিন্ন প্রকারের। করি করি=সৃষ্টি করিয়া করিয়া। জিনসি=যাহার। মায়া=মায়াশক্তি [অথবা জিনসি=বস্তুময়, বাস্তব। মায়া=দৃশ্য] যিনি=যাহাকর্ত্তৃক। উপাই=রচিত হইয়াছে। করি করি=

সৃষ্টি করিয়া করিয়া। বেখৈ=বীক্ষণ করেন, দেখেন। কিতা=সৃষ্ট। যিব=যেমন, এমন। তিসদি=তাহার। বড়িয়াই=মহিমা।

ভাষ্য ঃ— তিনি বিভিন্ন পদার্থ সৃষ্টি করিয়া যাইতেছেন, আর সেই আনন্দে বিভোর আছেন। সেই আনন্দময়ের সাহচর্য্য লাভ করিলেই লোকে অনন্দ লাভ করিতে পারে। সকলকে আনন্দ বিতরণ করেন; ইহাই তাহার মহিমা।

২৭—১০ যো তিস ভাবৈ সোই করসি
হুকম ন করনা যাঈ।
সো পাত শাহু শাহা পাতসাহিবু
নানক রহনু রজাঈ॥

ব্যাখ্যা ঃ— যাহা ইচ্ছা করেন, তিনি তাহাই করিবেন। তাঁহাকে হুকম করা যায় না। তিনি পাতশাহ, রাজারও রাজা। হে নানক তাহার বিধান সন্তোষের সহিত গ্রহণ কর।

টীকা ঃ— তিস্নু=তিনি। করসি=করিবেন। হুকম=আদেশ। ন করনা যাই=করা যায় না। পাতশাহ=অধিরাজ। শাহা=রাজা। পাতসাহিবু=অধিপ্রভু, প্রভুর প্রভু। রহনা=থাকা (উচিত)। রজাই=রাজী, সন্তুষ্ট।

ভাষ্য ঃ— তোমার ইচ্ছা মত জগত্ চলিবে, তোমার পরামর্শ অনুযায়ী জগদীশ্বর জগত্ নিয়ন্ত্রিত করিবেন, এইরূপ আশা করা মূর্খতা মাত্র। যিনি রাজাধিরাজ, যাঁহার আদেশে জগত্ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, তাঁহার আদেশ মাথায় পাতিয়া লও, তবেই শান্তি পাইবে। তিনি মঙ্গলময়, আনন্দময়, এই ধারণা স্থির করিতে পারিলে আর বিপদে ধৈর্য্য হারাইবে না। তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা ভাল কিছুই হইতে পারিত না, ইহা মনে করিয়া শান্তি পাইবে।

দ্বাদশী।

পুরুষোত্তমঃ।

২৮—১ মুন্দা সন্তোষ শরম পতু ঝোলি
ধ্যান কি করহি বিভূতি।
কিন্থা কাল কুয়াঁরি কায়া
যুক্তি ডণ্ডা পরতীতি ॥

ব্যাখ্যা ঃ—সন্তোষকে কর্ণমঞ্জরী, শ্রমকে ঝুলিপাত্র, ধ্যানকে বিভূতি বলিয়া গণ্য কর। কালকে কৌপীন ও শরীরকে ব্রহ্মচর্য্য স্বরূপে গ্রহণ কর। আর যুক্তি ও বিশ্বাসকে দণ্ড স্বরূপ গ্রহণ কর তাহা হইলেই প্রকৃত যতি হইতে পারিবে।

টীকা ঃ—মুন্দা=মুদ্রা, কাণফুল। শরম=শ্রম, উদ্যম। পত=পাত্র। ঝোলি=ঝুলি। বিভূতি=ভস্ম। কিন্থা=কন্থা, কৌপীন। কাল=সময়, মৃত্যু। কুয়ারি=কৌমার, ব্রহ্মচর্য্য। কায়া=শরীর। যুক্তি=বিচারবুদ্ধি। ডণ্ড=দণ্ড। প্রতীতি=শ্রদ্ধা, বিশ্বাস।

ভাষ্য ঃ—যিনি প্রকৃত যতি, তাহার কৌপীন দণ্ড বিভূতি প্রভৃতি বাহ্য চিহ্নের কোনও প্রয়োজন নাই। শম দম উপরতি প্রভৃতি ষট্‌সম্পত্তিই তাহার যতিত্বের নিদর্শন।

২৮—২ আঈ পন্থী সকল জমাতী
মন জিতৈ জগ জিতু।
আদেস তিসৈ আদেস
আদি অনীল অনাদি অনাহত,
যুগ যুগ এক বেশ ॥

ব্যাখ্যা ঃ—এমন সাধক (অর্থাৎ নানক) আসিয়াছেন সকল সম্প্রদায়ের লোকই যাহাকে আপন মনে করে। যিনি আপনার মন জয়

করিয়াছেন তিনি সকল জগত্ জয় (আপন) করিয়াছেন। তাহার কোনও দ্বেষ নাই, অতএব তাহার শত্রু নাই। সকলেই তাহাকে আপন মনে করে। সেই রুদ্রকে প্রণাম, যিনি সকলের আদি, যাহাতে কোনও চিহ্ন কলঙ্ক) নাই, যাহার আদি (সীমা) নাই, যিনি স্বয়ং প্রেরিত (অন্যদ্বারা আহত হইয়া বাজিয়া উঠেননা) আর যুগ যুগান্তর ধরিয়া একই রূপ (অপরিবর্ত্তিত) থাকেন।

টীকা :—আই=আসিয়াছেন। পন্থী=পথিক, সাধক। সকল জমাতী=সকল সম্প্রদায়ভুক্ত। মন=চিত্ত, রাগদ্বেষাত্মক চাঞ্চল্য। জিতে =জয় করিলে। জগ=জগত্, সংসার। জিতু=জিত হয়। আদেস =প্রণাম। তিঁসে=তাহাকে। আদি=সকলের পূর্ব্বেজাত। অনীল =চিহ্ন হীন, নিষ্কলঙ্ক, শুদ্ধ। অনাদি=জন্মহীন, সীমাহীন। অনাহত =স্বয়ম্ভু, সংযোগ দ্বারা রচিত নহে। যুগ যুগ=চিরকাল ধরিয়া। একবেশ =স্থির, অবিকৃত।

ভাষ্য :—ঈশ্বর সকলেরই পিতা। অতএব যিনি প্রকৃত ঈশ্বর ভক্ত, সকল সম্প্রদায়ই তাহাকে আত্মীয় বলিয়া গণ্য করে। এইরূপ রুদ্রের শরণাপন্ন হইয়া সকল ক্ষুদ্রতা বিনষ্ট হইলে তুমি সেই অখণ্ডে বিলীন থাকিতে পারিবে।

২৯—১ ভুক্তি জ্ঞান দয়া ভণ্ডারণ
ঘটি ঘটি বাজহি নাদ।
আপি নাথ নাথী সভ যাকী
রিদ্ধি সিদ্ধি অবরা সাদ ॥

ব্যাখ্যা :—ঐশ্বরিক জ্ঞানকে খাদ্য ও দয়াকে ভাণ্ডার (ধনাগার) বানাও। শ্বাসে শ্বাসে রুদ্রের নাম যেন তোমার হৃদয়তন্ত্রীতে বাজিয়া

উঠে। "হে রুদ্র তুমিই সকলের প্রভু, আর সকলে তোমারই আশ্রিত" এই ধারণা বদ্ধমূল কর, তবে ঋদ্ধি সিদ্ধি তোমার নিকট বিস্বাদ মনে হইবে।

টীকা :—ভুক্তি=ভোজন, খাদ্য। ভণ্ডারণ=ভাণ্ডার, ধনাগার। ঘটি ঘটি=ঘড়িতে ঘড়িতে, প্রতিমুহূর্ত্তে। বাজহি=বাজে। নাদ=শব্দ, নামোচ্চারণ। আপি=আপনি। নাথ=রক্ষক। নাথী=রক্ষিত। সভ=সকলে। যাকী=যাহার, যে রুদ্রের। রিদ্ধি=ঋদ্ধি=সম্পদ্। সিদ্ধি=ঐশ্বর্য্য। অবরাসাদ=হীনাস্বাদ, বিস্বাদ।

ভাষ্য :—রুদ্ররাগের আস্বাদ যে পাইয়াছে, রুদ্রের প্রেমই তাহার খাদ্য, রুদ্রের প্রেমই তাহার বৈভব। শ্বাসে শ্বাসে রুদ্রের নামই সে স্মরণ করে। ঋদ্ধি সিদ্ধির চিন্তা তাহার মনে স্থান পায় না। সকলের প্রভু রুদ্রই তাহার একমাত্র ধ্যেয়।

২৯—২ সংযোগ বিয়োগ দুই কার চলাবহি
লেখে আবহি ভাগ।
আদেস তিসৈ আদেস
আদি অনীল অনাদি অনাহত,
যুগ যুগ এক বেশ।

ব্যাখ্যা :—সৃষ্টি ও প্রলয় এই দুই কার্য্য তিনিই করেন। তাহার লিপি অনুযায়ীই লোকে ভাগ্য ফল পায়। প্রণাম, তাঁহাকে প্রণাম, যিনি আদি নিরঞ্জন, অনাদি, অনাহত, ও চিরকাল ধরিয়াই একরূপ (অপরিবর্ত্তিত) আছেন।

টীকা :—সংযোগ=যোজনা, সৃষ্টি। বিয়োগ=বিভাগ, প্রলয়। কার=কার্য্য। চলাবহি=চালান। লেখে=লিখা অনুসারে। আবহি

=আসে। ভাগ=ভাগ্য, কর্ম্মফল। আদেস=প্রণাম। অনীল=অনীড়, নিরালম্ব। অনাহত=স্বয়ম্ভূ। যুগ যুগ—চিরকাল ধরিয়া। একবেশ—অপরিবর্ত্তিত।

ভাষ্য ঃ—রুদ্রই সৃষ্টি ও প্রলয়ের কর্ত্তা। তিনি কর্ম্মফল প্রদান করেন।

৩০—১ একা মাঈ যুক্তি বিয়াঈ।
তিন চেলে পরবাণু।
একু সংসারী একু ভণ্ডারী
একু লাবে দীবানু।

ব্যাখ্যা ঃ— এক মাতা (রুদ্রশক্তি) একসঙ্গে তিনটী মহান্ সন্তান প্রসব করিয়াছেন। তাহাদের একজন সৃষ্টিকর্ত্তা (ব্রহ্মা), একজন পালন কর্ত্তা (বিষ্ণু), আর একজন উন্মত্ততা অবলম্বন করিয়াছেন (শিব)।

টীকা ঃ— মাঈ=মাতা। যুক্তি=যুক্ত, একসঙ্গে। বিয়াই=প্রসব করিয়াছেন। চেলে=শিষ্য, সন্তান। পরবানু=প্রধান, প্রামাণিক, মহত্। সংসারী=সংসারকারক, সৃষ্টিকর্ত্তা। ভণ্ডারী=ভাণ্ডাররক্ষাকর্ত্তা। লাবে=নিয়াছেন। দীবানু=উন্মত্ততা, পাগলামি, ভাঙ্গিবার ইচ্ছা।

ভাষ্য ঃ— রুদ্রের শক্তি প্রধানতঃ ত্রিধা বিভক্ত হইয়া আত্মপ্রকাশ করে। সাত্ত্বিকগুণ গড়িবার শক্তি, তামসিক গুণ ভাঙ্গিবার শক্তি। রাজসিক গুণ সামঞ্জস্য রক্ষা করে। ইহারাই যথাক্রমে বিষ্ণু, শিব ও ব্রহ্মা নামে অভিহিত হন। সত্ ও অসত্, সাত্ত্বিক ও তামসিক, উভয়ের অধীশ্বরই রুদ্র, কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত। অতএব সত্ত্বের বিকাশেও তিনি তুষ্ট হন না, তমের প্রকাশেও তিনি রুষ্ট হন না। তিনি বিকার রহিত সদানন্দ। তুমিও তাহার মত হইতে চেষ্টা কর।

৩০—২ যিব তিস্থ ভাবৈ তিবৈ চলাবৈ
যিব হোবৈ ফরমাণু।
ওহু বৈখে ওনা নদরি ন আবৈ
বহুতা এহু বিড়ানু॥

ব্যাখ্য :— যেরূপ তিনি ভাবেন, তেমন চালান। যেমন তাহার আদেশ (তেমন কার্য্য হয়)। উনি সব দেখেন, কিন্তু নিজে নজরে (দৃষ্টিপথে) আসেন না, ইহাই খুব আশ্চর্য্য।

টীকা :— যিব=যেমন। তিস্থ=তিনি। ভাবৈ=ভাবেন। তিবৈ= তেমন। চলাবৈ=চালান। হোবৈ=হয়। ফরমান=আদেশ। উহু= উনি। বেখৈ=বীক্ষন করেন, দেখেন। উনা=উনি। নদরি= নজরে। আবৈ=আসেন। বহুতা=খুব। এহু=এই। বিড়ান= আশ্চর্য্য।

ভাষ্য :—রুদ্রের আদেশ কে প্রতিহত করিতে পারে? তিনি যাহা আদেশ করেন তাহাই হয়। সকল কার্য্যের অন্তরালে তিনি আছেন, অথচ তাহাকে আমরা দেখিতে পাই না ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি আছে? কেবল তীব্র রাগ জন্মিলেই তাহার সত্তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়।

৩০—৩ আদেস তিসৈ আদেস
আদি অনীল অনাদি অনাহত।
যুগ যুগ একো বেশ॥

ব্যাখ্যা :— প্রণাম তাঁহাকে প্রণাম। যিনি আদি, নিরঞ্জন, অনাদি, স্বয়ম্ভু, আর চিরকাল ধরিয়া অপরিবর্ত্তিত—তাঁহাকে নমস্কার।

টীকা :— অনীল=চিহ্নহীন, নিরঞ্জন। অনাহত=অবিকার্য্য।

ভাষ্য :— রুদ্র অনাদি, অনন্ত, নিরঞ্জন, স্বয়ম্ভূ। তাহার ধ্যানই মানুষকে ঘটনা আবর্তের মধ্যে স্থৈর্য্য দিতে পারে।

৩১—১ আসন লোই লোই ভণ্ডার।
যো কিছু পাইয়া সো একাবার॥

ব্যাখ্যা :— সর্ব্বত্রই তাহার আসন (স্থিতি), সর্ব্বত্রই তাহার ভাণ্ডার (দানশালা)। যে ব্যক্তি সেই ভাণ্ডার হইতে ভাগ্য ক্রমে কিছু দান পায়, সে একবারেই সব পায়। পুনরায় দান পাইবার হেতু বা আকাঙ্ক্ষা তাহার থাকে না।

টীকা :— লোই=লোকে, পৃথিবীতে, সর্ব্বত্র। পাইয়া=পাইয়াছে। একাবার=একবারেই।

ভাষ্য :— রুদ্রের অনুগ্রহ লাভ করার অর্থ দিব্যদৃষ্টি লাভ করা। দিব্য দৃষ্টি লাভ করিলে লোকে নিরপেক্ষ হয়, সে বুঝিতে পারে যে, তাহার আর কোনও বস্তুরই প্রয়োজন নাই। একবার যে এই দৃষ্টি পাইয়াছে, তাহার আর ভুল হয় না। বস্তু প্রাপ্তিতে, এক বস্তু ফুরাইয়া গেলে, আর এক বস্তু পাইবার প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষা হয়। কিন্তু দিব্য দৃষ্টি লাভ হইলে, তাহাকে একেবারে মোটেই আর চাহিতে হয় না। যাহা কিছু বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতেই রুদ্রের সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ পাওয়া যাইতে পারে— কারণ তিনি ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই।

৩১—২ করি করি বৈখে সিরজন হার।
নানক সাচ্চেকি সাচী কার॥

ব্যাখ্যা :— সৃষ্টিকর্ত্তা রুদ্র সৃষ্টি করিয়া করিয়া দেখেন। সেই সত্যস্বরূপ রুদ্রের কার্য্য (সৃষ্টি) ও সত্য॥

টীকা :— করি করি=সৃষ্টি করিয়া, করিয়া বার বার সৃষ্টি করিয়া। বেখে=দেখেন, দেখিবার আনন্দ উপভোগ করেন। সিরজনহার=সৃষ্টিকর্ত্তা। সাচ্চেকি=যিনি সত্যস্বরূপ তাঁহার। সাচী=সত্য, ভ্রমমাত্র নহে। কার=কার্য্য।

ভাষ্য :— বিশ্বজগত্ রুদ্রের লীলা। কোনও প্রয়োজনের অনুরোধে তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করেন নাই। সৃষ্টি করিয়া তিনি আনন্দ পান। তাই সৃষ্ট পদার্থ বার বার দেখেন ও আনন্দ পান। রুদ্রের দৃষ্টি তোমার উপরও নিবদ্ধ আছে। তোমাকেও তিনি আনন্দের সহিত নিরীক্ষণ করিতেছেন। সেই সত্যস্বরূপের কার্য্য মিথ্যা নয়। এই জগত্ও সত্যই বর্ত্তমান, তুমিও সত্যই আছ, আর রুদ্রের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলে তুমি সদানন্দ হইতে পারিবে ইহাতেও সংশয় করিও না।

৩১—৩ আদেস তিসৈ আদেস।
আদি অনীল অনাদি অনাহত
যুগ যুগ একবেশ॥

ব্যাখ্যা :— প্রণাম তাঁহাকে প্রণাম। তিনি আদি, নিরঞ্জন, অনাদি, অবিকার্য্য আর চিরকাল ধরিয়া অপরিবর্ত্তিত।

টীকা :— অনীল=নিরঞ্জন। অনাহত=স্বয়ম্ভূর।

ভাষ্য :— যিনি অনাদি অনন্ত, তিনি তোমাকে ঘিরিয়া আছেন, ইহা বুঝিতে পারিলেই সমস্ত দুঃখ যন্ত্রণা পীড়ন আনন্দে পরিবর্ত্তিত হইবে। তুমি সেই আনন্দময়ের সান্নিধ্যে আনন্দে মগ্ন থাকিতে পারিবে।

ত্রয়োদশী।

সাধনা।

৩২—১ ইক্দু জিভৌ লখ হোহি
লখ হোবহি লখ বিশ।
লখ লখ গেড়া আখিয়হি
এক নাম জগদীশ ॥

ব্যাখ্যা :—এক জিহ্বা যদি লক্ষ জিহ্বা হয়, আবার সেই একলক্ষ যদি বিশলক্ষ জিহ্বায় পরিণত হয়, আর তাহারা লক্ষ লক্ষ বার যদি একমাত্র জগদীশ্বর রুদ্রের নাম বলিতে থাকে।

টীকা :— ইকদু=একটী। জিভৌ=জিহ্বা। লখ=লক্ষ। হোহি=হয়। হোবহি=হয়। গেড়া=বার, ঘুরা, আবৃত্ত।

ভাষ্য :— এক জিহ্বাদ্বারা লোকে আর কতবার রুদ্রের নাম করিবে? লক্ষ জিহ্বা থাকিলেও তাহার নাম করিয়া শেষ করা যায়না, "আর নাম করিতে হইবে না," এমন অবস্থায় পৌছান যায়না।

৩২—২ এতু রাহি-পতি পবড়িয়া, চড়িয়ৈ হোই একীশ।
শুনি গলা আকাশকি, কীটা আই রীস ॥
নানক নদরি পাইয়ৈ কূড়ী কূড়ৈ ঠীস ॥

ব্যাখ্যা :— পথিক (সাধক) যদি এই সিড়িতে চড়িয়া একেশ্বর (সর্ব্বাগ্রগামী) হইয়া যায়, আর আকাশভেদি তাহার চীত্কার শুনিয়া পক্ষিরও যদি ঈর্ষা হয়, [তাহার উচ্চ চীত্কার যদি আকাশগামী পক্ষীর উচ্চতাকেও অতিক্রম করে] তথাপি হে নানক কেবল রুদ্রের কৃপাদৃষ্টি দ্বারাই সিদ্ধি মিলিতে পারে। দাম্ভিক ব্যক্তি কেবল পণ্ডশ্রম করে।

টীকা :— এতু=এই। রাহি পতি=রাস্তার স্বামী, পথিক, সাধক। পবড়ি=পাপড়ি, সিড়ি। চড়িয়ৈ=চড়িয়া। হোই=হয়। একীশ=একেশ্বর, যাহার সমকক্ষ নাই। শুনি=শুনিয়া। গলা=গলার শব্দ, চীত্কার। আকাশকি=আকাশের, আকাশ গামী। কীট=পতঙ্গ। আঁই=আসিয়াছে, আসে। রীস=ঈর্ষ্যা, সমকক্ষতা করিবার ইচ্ছা। নদরি=নজরদ্বারা, কৃপাদৃষ্টি দ্বারা। পাইয়ৈ=পায়, সিদ্ধি লাভ করে। কুড়ী=মিথ্যা জল্পনাকারী, দাম্ভিক। ঠীস কুড়ৈ=পণ্ডশ্রমকরে, ঘোড়ার ঘাস কাটে।

ভাষ্য :— এই অবস্থায় চলিয়া সাধক যদি এত উচ্চ স্থানেও পৌছে, যে আকাশস্পর্শী তাহার নাম গান শুনিয়া বিহঙ্গেরও ঈর্ষা হয়, তথাপি রুদ্রের কৃপা ব্যতীত শুধু নিজের চেষ্টাদ্বার রুদ্রকে লাভ করিবার আশা বৃথা। ইহা দাম্ভিকের পণ্ডশ্রম মাত্র।

৩৩—১ আখনি জোরু চুপৈ নহ জোরু।
জোরু ন মঙ্গনি দেনি ন জোরু॥

ব্যাখ্যা :—বলিবার বা চুপ করিবার শক্তি মানুষের নাই। চাহিবার বা দিবার শক্তিও মানুষের নাই।

টীকা :—আখনি—বলা সম্বন্ধে। জোর—শক্তি, স্বাধীনতা। চুপৈ—চুপ করা সম্বন্ধে। মঙ্গনি—চাওয়া সম্পর্কে। দেনি—দেওয়া সম্পর্কে।

ভাষ্য :—ইচ্ছা করিলেই বলা যায় না, বা ইচ্ছা করিলেই চুপ করা যায় না। ইচ্ছা করিলেই চাওয়া যায় না, বা ইচ্ছা করিলেই দেওয়া যায় না। রুদ্রের অনুগ্রহেই মানুষ এইসব কাজের শক্তি ও সুবিধা পাইয়া থাকে। জোর করিয়া কিছু করা যায় না।

৩৩—২ জোরু ন জীবনি মরণি নহ হজোরু।
জোরু ন রাজি মালি মনি সোরু॥

ব্যাখ্যা :—জীবিত থাকিবার বা মরিবার ক্ষমতা মানুষের নাই। রাজ্য ও সম্পদ্ প্রাপ্তিও মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করেনা। মনের মধ্যে যে সমস্ত বাসনা জাগিয়া উঠে, তাহার উপরও মানুষের কোনও ক্ষমতা নাই।

টীকা :—জীবনি—জীবিত থাকা বিষয়ে। মরণি—মৃত্যু নিবারণ বিষয়ে। রাজি—রাজ্য। মাল—সম্পত্তি। মনিসোরু—মনের চাঞ্চল্য।

ভাষ্য :—জীবন মরণ তো দূরের কথা, ধন সম্পত্তি লাভ কেবল মানুষের চেষ্টার উপর নির্ভর করেনা। এমন কি রুদ্রের অনুগ্রহ ব্যতীত মানুষ মনের চাঞ্চল্যও নিজে নিবারণ করিতে পারে না।

৩৩—৩ জোরু ন সুরতি জ্ঞান বিচার।
জোরু ন যুক্তি ছুটৈ সংসার॥

ব্যাখ্যা :—জোর করিয়া ভক্তি কিম্বা জ্ঞান লাভ হয় না। যে যুক্তি বলে সংসারের আকর্ষণ ছুটিয়া যাইতে পারে—জোর করিয়া সেই যুক্তি লাভ করা যায় না।

টীকা :—সুরতি=রতি, রাগ, ভক্তি। জ্ঞানবিচার=তত্ত্বজ্ঞান। ছুটে=ছুটিয়া যায়।

ভাষ্য :—রুদ্রেরাগ, কিম্বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ তাহাও রুদ্রের অনুগ্রহের উপরই নির্ভর করে। বিশেষতঃ রুদ্রের অনুগ্রহ না হইলে, কোনও যুক্তি দ্বারাই সংসারের আকর্ষণ বিনষ্ট হয় না।

৩৩—৪ জিসু হাথি জোড়ু করি বেখৈ সোই।
নানক উত্তম নীচু ন কোই॥

ব্যাখ্যা :—যে ব্যক্তি হাত জোড় করিয়া রুদ্রের শরণাপন্ন হয়, সেই

প্রকৃত তত্ত্বদর্শী। হে নানক কেহ ছোট কেহ বড় নয়। [যে ব্যক্তি তত্ত্বদর্শী, কেবল সেই বড়।]

টীকা :— জিস্=যে। হাথি=হস্ত। জোড় করি=জোড়করে, শরণাপন্ন হয়। বেখৈ=দেখে, প্রকৃততত্ত্বদর্শী।

ভাষ্য :— যে ব্যক্তি রুদ্রের শরণাগত হইতে পরিয়াছে সেই সত্য জ্ঞান লাভ করিয়াছে। সেই সকলের শ্রেষ্ঠ। অপর সকলেই সমতুল্য। অন্যদিকে যে যতই বড় হউক না কেন, রুদ্রের কৃপা লাভ না করিলে কাহাকেওই যথার্থ বড় বলা যায় না।

৩৪—১ রাতি রুত্তি থিত্তি বার
পবন পানী অগ্নি পাতাল।
তিস বিচ ধরতী থাপি
রখি ধরম শাল॥

ব্যাখ্যা :—রাত্রি, ঋতু, তিথি, বার, কিঞ্চ বায়ু, জল, অগ্নি ও পাতাল ইহাদের মধ্যে রুদ্র পৃথিবীকে ধর্ম্মশালার মত স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন।

টীকা :—রাতি=রাত্রি। রুত্তি=ঋতু। থিত্তি=তিথি। বার—বাসর। পাতাল—শূন্য, আকাশ। তিস বিচ=তাহার মধ্যে। ধরতী=ধরিত্রী, পৃথিবী। থাপি—স্থাপিত করিয়া। রখি—রাখিয়াছেন। ধরম শালা, বিচারালয়—যথায় পুণ্য পাপ অনুযায়ী কর্ম্মফল প্রদত্ত হয়।

ভাষ্য :—দেশ ও কাল (space and time) ই সৃষ্টির পরিবেশ। রাত্রি ঋতু প্রভৃতি উপলক্ষিত কালের সাহায্যে, কিঞ্চ বায়ু জল প্রভৃতি আয়তনশীল বস্তুর সাহায্যে বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া, বিশ্বেশ্বর রুদ্র, পৃথিবীরূপ ধর্ম্মশালা স্থাপন করিয়াছেন, যথায় মানুষ স্বীয় কর্ম্মানুযায়ী ফল লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছে।

৩৪—২ তিস্‌ বিচি জীব যুক্তিকে রঙ্গ।
তিনকে নাম অনেক অনন্ত ॥

ব্যাখ্যা :—সেই ধরাতলে নানাপ্রকার জীব জন্তু রহিয়াছে। অনেক অসংখ্য তাহাদের নাম।

টীকা :—তিস্‌বিচি—তারমধ্যে। জীব যুক্তি—জীব শৃঙ্খলের, জীব সমূহের। রঙ্গ—লীলা, প্রকার ভেদ।

ভাষ্য :— কত অসংখ্য জীব জন্তু এই সংসারে আছে কে তাহাদিগকে গণিয়া শেষ করিতে পারে।

৩৪—৩ করমী করমী হোই বিচার।
সচ্চা আপি সচ্চা দরবার ॥

ব্যাখ্যা :— প্রত্যেকের কর্ম্মানুযায়ী তথায় পৃথক্ পৃথক্ বিচার ফল বিহিত হয়। রুদ্র নিজে সত্যস্বরূপ। তাহার বিচার সভাও সত্য— তথায় অন্যায় বিচার হইতে পারে না।

টীকা :— করমি করমি—পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্মদ্বারা। সচ্চা—সত্য, ন্যায়পূর্ণ। আপি -নিজে। দরবার—বিচার সভা।

ভাষ্য :— রুদ্রের বিচার সভায় নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে সকলেই পৃথক্ পৃথক্ ফল পায়। আর সেই বিচার কখনও অসঙ্গত হয় না।

৩৪—৪ তিথৈ সোহনি পঞ্চ পরবানু।
নদরী করমি পাবৈ নিশানু ॥

ব্যাখ্যা :— সেই সভায় পঞ্চগুণ বিভূষিত প্রধানগণ শোভা পান, ও রুদ্রের অনুগ্রহদৃষ্টি ফলে, স্বীয় কর্ম্মানুসারে সম্মানের নিদর্শন লাভ করেন।

টীকা :— তিথৈ—তথায়। সোহনি—শোভা পায়, গৌরবান্বিত হয়। পঞ্চ—পাঁচ, পঞ্চগুণ শোভিত। পরবানু—প্রধান, মহান্, সাধু।

নদরি—দৃষ্টির দ্বারা, দৃষ্টির ফলে। করমী—কর্ম্মানুসারে। পাবৈ—পায়। নিশান—চিহ্ন, সম্মানের নিদর্শন, পুরস্কার।

ভাষ্য :— যাহাদের শৌচ সন্তোষাদি পঞ্চগুণ আছে। রুদ্রের দরবারে কেবল তাহাদেরই আদর হয়। আর রুদ্রের প্রসাদে, স্বীয় কর্ম্মফল গুণে সেই সমস্ত সাধু তথায় সম্মান লাভ করেন।

৩৪—৫ কচ্চা পকাই ওথৈ পাই।
নানক গইয়া জাপৈ যাই॥

ব্যাখ্যা :— বন্ধন ও মুক্তি রুদ্র হইতেই পাওয়া যায়। হে নানক তথায় গেলেই এসমস্ত রহস্য বুঝিতে পারা যায়।

টীকা :— কচ্চা—অপক্কত্ব, বন্ধন। পকাই—পক্কতা, সিদ্ধি, মুক্তি। উথৈ—তাহা হইতে। পাই—পাওয়া যায়। গইয়া—গিয়া, গেলে পর। জাপৈ যায়—বোঝা যায়। জাপৈ—বুঝিতে। যায়ী—পারিবে। তুমি গিয়া বুঝিতে পারিবে।

ভাষ্য :— রুদ্রের প্রসাদেই লোকে মুক্তিলাভ করে, রুদ্রের প্রসাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত বদ্ধ থাকে। রুদ্রের দরবারে উপস্থিত না হইলে এই সব তত্ত্ব উপলব্ধ হয় না।

চতুর্দশী

নিদিধ্যাসন।

৩৯—১ যতু পাহারা ধীরয সুনিয়ার।
অহরনি মতি বেদ হথিয়ার॥

ব্যাখ্যা ঃ— ধৈর্য্যই স্বর্ণকার, সংযম তাহার দোকান। বুদ্ধি লৌহ পিণ্ডস্বরূপ, বেদ হাতুড়ি।

টীকা ঃ— যত—সংযম। পাহারা—স্বর্ণকারের দোকান। ধীরয—ধৈর্য্য। সুনিয়ার—স্বর্ণকার। অহরনি—লৌহপিণ্ড। বেদ—আপ্তবাক্য। হথিয়ার—হাতুড়ি।

ভাষ্য ঃ— সংযম, শুদ্ধাবুদ্ধি, ধৈর্য্য ও আপ্তবাক্য, জীবন গড়িবার প্রধান অস্ত্র।

৩৯—২ ভউ খলা অগ্নি তপ তাউ।
ভাংডা ভাউ অমৃত তিতু ঢালি।
ঘড়িয়ৈ শব্দ সচী টাকশাল॥

ব্যাখ্যা ঃ— সন্তর্পনই হাপর, তপস্থার ক্লেশই অগ্নি, আর রুদ্রপ্রেমই ভাণ্ড। গুরূপদেশ রূপ অমৃত তাহাতে ঢালিয়া এই সত্য টাকশালে শব্দময় (নামজপে রত) জীবন গঠিত হয়।

টীকা ঃ— ভয়—ঈশ্বরের ভয়, সন্তর্পন। খলা—হাপর। তপ—তপস্যা। তাউ—তাপ, ক্লেশ। ভাংডা—ভাণ্ড মুচি, পাত্র। ভাব—প্রেম। অমৃত—উপদেশামৃত। তিতু—তাহাতে। ঢালি—ঢালিয়া। ঘড়িয়ৈ—গড়া হয়। শব্দ—শব্দময় সাধুজীবন। সচী—সত্য।

ভাষ্য ঃ— শ্রদ্ধা, তপস্যা, প্রেম গুরুপদেশ দ্বারা যে সুন্দর জীবন গঠিত হয়, সেই জীবন গঠিত করিতে চেষ্টা কর।

৩৯—৩ যিন কউ নদরি করমু তিন কার।
নানক নদরি নদরি নিহাল॥

ব্যাখ্যা ঃ— যাহাকে রুদ্র দৃষ্টি প্রসাদে অনুগ্রহ করেন তিনিই এই কাজ (শব্দময় জীবন গঠন) করিতে পারেন। তাহা দেখিয়া দেখিয়াই নানক খুসি হয়।

টীকা ঃ— যিনকো—যাহাকে। নদরি—দৃষ্টিদ্বারা। করম=দয়া। তিন—তাহার। কার—কার্য্য। নদরি নদরি—দেখিয়া দেখিয়া, বারবার দেখিয়া। নিহাল—প্রসন্ন।

ভাষ্য ঃ— রুদ্রের অনুগ্রহ না হইলে কেহ সাধু জীবন গঠন করিতে পারেনা। রুদ্রের শরণাপন্ন হও। এরূপ সাধু জীবন দেখার যে সুখ, নানক তাহা চিরকাল পাইতে থাকুক।

৪০—১ পবনু গুরু পাণী পিতা
মাতা ধরতী মহত।
দিবস রাতি দুই দাই দাইয়া
খেলৈ সকল জগত।

ব্যাখ্যা ঃ— পবন গুরু, জল পিতা, এবং এই বৃহত্ পৃথিবী মাতা স্বরূপ। দিবস কিঞ্চ রাত্রি দুই পালক ও পালিকা। এই লইয়া সকল জগত্ খেলিতেছে।

টীকা ঃ—ধরতী—ধরিত্রী। দাই—ধাত্রী। দাইয়া—ধাতা।

ভাষ্য ঃ— মাতাপিতা শিশুর জন্মের হেতু। ধাতা ধাত্রী তাহাকে পালন করে। গুরু তাহাকে রুদ্ররাগ শিখায়। ইহারাই মানুষের প্রধান আশ্রয়। সেইরূপ জল বায়ু পৃথিবী, দিবস ও রাত্রি এই পরিবেশের ভিতর থাকিয়াই মানুষ জীবন যাপন করে এবং জীবনের উদ্দেশ্য লাভ করে।

৪০—২ চঙ্গিআইয়া বুরিআইয়া
বাচৈ ধরম হদুর।
করমী আপো আপনি
কে নেড়ৈ কে দূর॥

ব্যাখ্যা ঃ— ধর্ম্মাধিপতি কর্ম্মের দোষ গুণ বিচার করেন। কিন্তু জীব নিজেই নিজের ভাগ্য গঠন করে। কেহই রুদ্রের নিকটবর্ত্তী, কেহই তাহার দূরবর্ত্তী নহে। যে সত্‌কর্ম্ম করে সে রুদ্রের নিকটবর্ত্তী হয়, যে অসত্‌কর্ম্ম করে সে দূরে চলিয়া যায়।

টীকা ঃ— চঙ্গিআইয়া—ভালত্ব, গুণ। বুড়িআইয়া—মন্দত্ব, দোষ। বাচৈ—বাছেন, পৃথক্ করেন। হদুর—হুজুর, প্রভাবশালী। করমী—কর্ম্মকর্ত্তা, ভাগ্যগঠনকর্ত্তা। আপো আপনি—নিজে নিজেই, নিজেই নিজের। কে—কোন জন। নেড়ৈ—নিয়ড়, নিকট।

ভাষ্য ঃ— কর্ম্ম ভাল ও মন্দ এই দুইভাগে বিভক্ত। উত্‌কট জ্ঞানযোগী বলেন যে "পাপ পুণ্য কিছুই নাই," সাধক তাহা উপেক্ষা করিবেন। শুভ কর্ম্মদ্বারা রুদ্রের সাযুয্য লাভ করা যায়। অশুভ কর্ম্মের ফলে তাঁহা হইতে দূরে সরিতে হয়। কেহই রুদ্রের আত্মীয় বা পর নহে। স্বীয় স্বীয় কর্ম্মফলেই রুদ্রের সান্নিধ্য অসান্নিধ্য লাভ করে।

৪০—৩ যিনি নাম ধিয়াইয়া গয়ে মসক্কত ঘাল।
নানক তে মুখ উজ্জলে, কেতে ছুটী নাল॥

ব্যাখ্যা ঃ—যিনি রুদ্রের নাম জপ করেন, তিনি গন্তব্য স্থলে পৌছিয়াছেন। হে নানক তাহার মুখ দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত হয়, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে কত ব্যক্তি ছুটীয়া যায়।

টীকা ঃ—যিনি—যাহা কর্ত্তৃক। নাম—রুদ্রের নাম। ধিয়াইয়া—স্মৃত হয়। গয়ে—গিয়াছেন, পৌছিয়াছেন। মসক্কত—শ্রমের, পথ-শ্রমের।

ঘাল—অন্ত, সার্থকতা, সফলতা। তে—সেই, তাহার। উজলে—আলোকিত হয়। কেতে—কত। ছুটি—ছুটিয়া যায়, দৌড়ায়, মুক্ত হয়। নাল—সঙ্গে [মসক্কত—রুদ্রের ধাম, বৈকুণ্ঠ। ঘাল—সত্বর।]

ভাষ্য :— রুদ্রের নিকটে যাওয়া, ও রুদ্রকে নিকটে আনা, উভয়ই সমার্থক। রুদ্রকে স্মরণ করাই রুদ্রের উপস্থিতিতে যাওয়া। শ্বাসে শ্বাসে রুদ্রকে ডাকিবার অর্থ নিরন্তর রুদ্রের উপস্থিতিতে অবস্থান করা। যে জন অজপা-জপ করে সে নিরন্তর রুদ্রের উপস্থিতিতে আছে। ইহাই সিদ্ধি। তাহার জীবন সার্থক হইয়াছে—সে সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তাহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া আরও কত লোক মুক্ত হইয়া যাইবে। হে নানক তুমি শ্বাসে শ্বাসে রুদ্রের নাম জপ কর এই সাধনাই জপজীর বাণী।

বিলজ্জ উদ্‌গায়তি নৃত্যতে চ।
মদ্ভক্তি যুক্তো ভুবনং পুণাতি॥
ভাগবত-১১-১৪-২৪

৩৫—১ ধরম-খণ্ডকা এহো ধরম।
জ্ঞান খণ্ডকা আখহু করম॥

ব্যাখ্যা :— ধর্মকাণ্ডের (অপরা ভক্তিযোগের) তত্ত্ব এইরূপ (বলিতেছি)। জ্ঞানযোগের কী তত্ত্ব তাহাও বলিব।

টীকা :— ধরম-খণ্ড—সকাম ভক্তিযোগ। এহো—এই। ধর্ম—স্বভাব। জ্ঞান খণ্ড—জ্ঞানযোগ। আখহু—বলা যাউক, বলিব। কর্ম—আচরণ, তত্ত্ব।

ভাষ্য :— রাগানন্দ নানক কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের ব্যাখ্য করিতেছেন। জ্ঞানযোগ তাহার মতে দুইভাগে বিভক্ত— একটী আত্মনিষ্ঠ, অপরটী ব্রহ্মনিষ্ঠ। প্রথমটী কেবল সাক্ষি চৈতন্যে অবস্থিতি। (ইহা জৈনদিগের পথ)। দ্বিতীয়টী সাক্ষি-চৈতন্যকে ব্রহ্ম-চৈতন্যেরই প্রকাশ বলিয়া মনে করে। ইহা অদ্বৈত বেদান্তের মত। প্রথমটীকে নানক বলিলেন জ্ঞান খণ্ড, দ্বিতীয়টীকে বলিলেন শরম খণ্ড। ভক্তিযোগ ও গুরু নানকের মতে দ্বিধা বিভক্ত— সকাম ভক্তি এবং নিষ্কাম ভক্তি। প্রথমটীকে নানক বলিলেন ধর্মখণ্ড, দ্বিতীয়টীকে বলিলেন সত্য খণ্ড।

কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ ছাড়া আধ্যাত্মিক সাধনার অন্য কোনও পথ নাই।

যোগাস্ ত্রয়ো ময়া প্রোক্তাঃ নৃণাম্ শ্রেয়ো বিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়ো অন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥

ভাগবত—১১-২০-৬

৩৫—২ কেতে পবন পাণী বৈসন্তর
কেতে কান্হ মহেশ।
কেতে বরমে ঘাড়তি ঘড়িয়হি
রূপ রংগকে বেশ ॥

ব্যাখ্যা :— অকাল রুদ্র কত বায়ু, জল অগ্নি, কত কৃষ্ণ, শিব, ব্রহ্মা সৃষ্টিতে সৃষ্টি করিতেছেন। কত রূপ রংগ ও আকার তাহাতে আছে।

টীকা :—কেতে—কত। পাণি—জল। বৈসন্তর—বৈশ্বানর, অগ্নি। কান্হ—কৃষ্ণ। মহেশ—শিব। বরমে—ব্রহ্মা। ঘাড়ত—গড়তি, গঠন, সৃষ্টি। ঘড়িয়হি—গড়েন, সৃষ্টি করেন। বেশ—বিভিন্ন আকার।

ভাষ্য :—সকাম ভক্তগণ কত বিভিন্ন দেবতারই না পূজা করে—অগ্নি জল, বায়ু, কৃষ্ণ, শিব। পরমেশ্বর রুদ্র ব্রহ্মারূপে কত নাম রূপেরই সৃষ্টি করিয়াছেন।

৩৫—৩ কেতিয়া করমভূমি মের কেতে,
কেতে ধূ উপদেশ।
কেতে ইন্দ চন্দ সূর কেতে
কেতে মণ্ডল দেশ।
কেতে সিধ বুধ নাথ কেতে
কেতে দেবী বেশ ॥

ব্যাখ্যা :—কত কর্ম্মভূমি, কত পর্ব্বত, কত ভক্ত কত তাহাদের উপদেশ। কত ইন্দ্র, কত চন্দ্র সূর্য্য, আর কত মহাদেশ ও দেশ রহিয়াছে। কত সিদ্ধ পুরুষ, কত বুদ্ধ, কত জিন ও কত দেব দেবীই না রহিয়াছেন।

টীকা :—মেরু=পর্ব্বত। ধূ=ধ্রুব, ভক্ত। নাথ=নাথপন্থা প্রবর্ত্তক মহাবীর বর্দ্ধমান জিন। দেবীবেশ=দেবীরূপে।

ভাষ্য :—কত দেশ মহাদেশ ও পর্ব্বত, কত বুদ্ধ (কর্ম্মযোগী) জিন (জ্ঞানযোগী) ও ধ্রুব (ভক্তিযোগী) কত সাধক, কত চন্দ্র সূর্য্য ও ইন্দ্র কত দেবী এই বিশ্বে রহিয়াছেন।

৩৫—৪ কেতে দেব দানব মুনি কেতে
কেতে রতন সমুংদ।
কেতিয়া খানি কেতিয়া বাণী,
কেতে পাত নরিংদ।
কেতিয়া সুরতি সেবক কেতে
নানক অন্ত ন অন্ত॥

ব্যাখ্যা : কত দেব, দানব, মুনি, কত রত্ন সমুদ্র, কত জাতি, কত ভাষা, কত রাজা, কত ভক্ত, কত ভক্তি তাহার অন্তের (সীমার) অন্ত (শেষ) নাই।

টীকা :—কেতে=কত (পুং)। কেতিয়া=কত (স্ত্রী)। খনি=—আকর, জাতি। বাণী=ভাষা। পাত=অধিপতি। সুরতি=ভক্তি। অন্ত=অন্তের=সীমার। অন্ত=শেষ। ন=নাই।

ভাষ্য :—নানা জাতি ও নানা ভাষা, ও নানা তাহাদের অধিপতি। কত সমুদ্র ও কত রত্ন। কত ভক্ত ও কত তাহাদের ভক্তি। এসকল রুদ্রের মহিমার পরিচায়ক।

৩৬—১ জ্ঞান খণ্ড মহি জ্ঞান পরচণ্ড।
তিথৈ নাদ বিনোদ কোড় আনন্দ॥

ব্যাখ্যা :—জ্ঞানযোগে চিন্ময় আত্মা বিরাজিত। তথায়, সঙ্গীত তামাসা, কৌতুক ও আনন্দ আছে।

টীকা :—মহি=মে=তে। প্রচণ্ড=প্রবল, বৃহত্ব। তিথৈ=তথায়। নাদ=সঙ্গীত। বিনোদ=তামাসা। কোড়=কৌতুক।

ভাষ্য :—জ্ঞানযোগের লক্ষ্য সাক্ষি-চৈতন্য। তাহা ধীর স্থির অবিকম্পিত—মায়ার খেলা, দ্বন্দ্বের প্রভাব তথায় নাই—"নির্দ্বন্দ্বো নিত্য সত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্।" শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু তথামানাপমানয়োঃ তুল্য। তাই তিনি জিন। তাই তাহার উপাধি মহাবীর (প্রচণ্ড)।

৩৬—২ শরম খণ্ডকী বাণী রূপ
তিথৈ ঘাড়তি ঘড়িয়ৈ বহুত অনূপ ॥

ব্যাখ্যা :—শরম খণ্ডের গঠনে রূপেরই (সৌন্দর্যেরই) প্রাধান্য। তথায় নানাবিধ অনুপম অবস্থা ঘটিয়া থাকে।

টীকা :—শরম খণ্ড=ব্রহ্মনিষ্ঠা। শরম=রহস্য, ব্রহ্ম। বাণী= বানান, রচনা। রূপ=সৌন্দর্য্য। তিথৈ=তথায়। ঘাড়তি=গঠন, সৃষ্টি, অবস্থা। ঘড়িয়ৈ=গঠিত হয়, ঘটে। বহুত=অনেক। অনূপ= অনুপম।

ভাষ্য :—জ্ঞানযোগই আবার আনন্দের উত্স। কারণ সাক্ষিআত্মা সাক্ষিমাত্র। তাহাতে কোনও কামনা নাই। অতএব বিশ্ব মঞ্চের সকল দৃশ্য দেখিয়াই তিনি আনন্দ ভোগ করিতে পারেন। জ্ঞানযোগের দুই ভাগ,—আত্মনিষ্ঠা এবং ব্রহ্মনিষ্ঠা। আত্মনিষ্ঠায় কেবল সাক্ষি-চৈতন্যে অবস্থান। ব্রহ্মনিষ্ঠায় জগতের মূল কারণ ব্রহ্ম-চৈতন্যের সহিত সাক্ষি-চৈতন্যের অভিন্নতা উপলব্ধি। আত্মনিষ্ঠাকে জ্ঞানখণ্ড, এবং ব্রহ্মনিষ্ঠাকে শরমখণ্ড বলা হইয়াছে।

৩৬—৩ তা কিঁয়া গল্লা কথিয়া ন যাই।
যে কো কহৈ পিছৈ পছতাই ॥

ব্যাখ্যা :—ব্রহ্মনিষ্ঠার কথা কেহ বর্ণনা করিতে পারে না। যে তাহা বলিতে যায়, সে দেখে যে সে ভুল বলিয়াছে, এই জন্য অনুতপ্ত হয়।

টীকা :—তাকিয়া=তাকা=তাহার। গল্লা=কথা। কথিয়া=বলা। ন যাই=যায় না। যে কো=যে কেহ। পিছৈ=পরে। পছতায়=পশ্চাত্তাপ বোধ করে।

ভাষ্য :—ব্রহ্মলাভের আনন্দ স্বয়ংবেদ্য। নিজে বুঝা যায়—অপরকে বুঝান যায় না। মনকে দমন করিয়া যত বেশী সাক্ষিআত্মায় অবস্থান করিবে, তত বেশী আনন্দ পাইতে থাকিবে—এত বেশী আনন্দ পাইবে যে, বলিয়া শেষ করা যায় না।

৩৬—৪ তিথৈ ঘড়িয়ৈ সুরতি মতি মন বুধি।
তিথৈ ঘড়িয়ৈ সুরা সিধা কী সুধি॥

ব্যাখ্যা :—তথায় ভক্তি, শ্রদ্ধা, মনোযোগ ও তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। তথায় সিদ্ধ ও দেবতার অবস্থা বুঝা যায়।

টীকা :—তিথৈ=তথায়। ঘড়িয়ৈ=গঠিত হয়, উদ্রিক্ত হয়। সুরতি=ভক্তি। মতি=শ্রদ্ধা। সুরাকী=দেবতার। সিধাকী=সিদ্ধের। শুদ্ধি=জ্ঞান, ভাব, অবস্থা।

ভাষ্য :—জ্ঞানযোগের সাধনাদ্বারা সকল কামনা জয় করিতে না পারিলে নিষ্কাম ভক্তি, কিম্বা পরাভক্তির উদয় হয় না।

৩৭—১ করম খণ্ডকী বাণী জোর।
তিথৈ হোর ন কোই হোর॥

ব্যাখ্যা :—কর্ম খণ্ডের গঠন অতি দৃঢ়। তথায় সকলকেই সমদৃষ্টিতে দেখিতে হইবে।

টীকা :—বাণী=রচনা। জোর=দৃঢ়। [অথবা বাণী=আদেশ। জোর=স্পষ্ট। প্রভুর আদেশে কোনও অস্পষ্টতা নাই।] হোর=অপর। কোই হোর=কোনও অপর, অপর কেহ। ন=নাই। হোর ন

কোই হোর=অপর কেহই অপর নয়। সকলেই আপন। নিজকেও যেমন দেখিবে অপরকেও তেমন দেখিবে। সর্ব্বভূতে সমদর্শন।

ভাষ্য :—কর্ম্মযোগ— প্রজ্ঞার আদেশ অনুসারে চলা। কর্ম্মযোগের অপর নাম চরিত্র গঠন। কর্ম্মযোগে প্রতিষ্ঠা লাভ না করিয়া কেহ জ্ঞান ও ভক্তি লাভ করিতে পারে না।

নরেষ্ অভীক্ষ্ণং মদ্ভাবং পুংসো ভাবয়তোঽচিরাত্।
স্পর্ধাস্থয়া তিরস্কারাঃ সাহংকারাঃ বিয়ন্তি হি॥

ভাগবত— ১১-২৯-১৫

সকল জীবই এক মঝ্দারই বিভিন্ন প্রকাশ, কেহ শত্রু কেহ মিত্র নয়। স্বীয় কর্ম্মানুসারে লোকে শত্রুতা মিত্রতা লাভ করে। ইহা স্মরণে রাখিলে কাহারও প্রতি দ্বেষ, ক্রোধ, অসূয়া উপস্থিত হয় না।

অহিংসাই কর্ম্মযোগের মূলসূত্র। নিজেও যেমন চাও, অপরের প্রতি তেমন ব্যবহার করিবে। ইহার নাম অহিংসা।

৩৭—২ তিথৈ যোধ মহাবল শূর।
তিন মহি রাম রহিয়া ভরপূর॥

ব্যাখ্যা :—এই অবস্থায় সাধক মহাবলশালী হয়। তাহার মধ্যে পূর্ণব্রহ্ম বিরাজমান হয়।

টীকা—তিথৈ=তথায়। যোধ=যোদ্ধা, আধ্যাত্মিক সমরে যোদ্ধা, সাধক। শূর=বীর। তিন মহি=তাহাতে। রাম=অকাল রুদ্র। রহিয়া=থাকেন। ভরপূর=পূর্ণভাবে।

ভাষ্য :—কর্মযোগী সকল প্রলোভন-- কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপুবর্গকে জয় করেন। তিনি মহাযোদ্ধা। নিষ্ঠার সহিত কর্ম্মযোগের পথে চলিতে থাকিলে মানুষ পরিশেষে ব্রহ্মলাভ করে। এইজন্য কর্ম্মযোগের মধ্যে ব্রহ্ম আছেন একথা বলা চলে।

৩৭—৩ তিথৈ সীতো সীতা মহিমা মাহি।
তাকে রূপ ন কথনে যাহি॥

ব্যাখ্যা :—তথায় পূর্ণ ব্রহ্মের শক্তি আপন মহিমায় আবির্ভূত হয়। তাহার সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা যায় না।

টীকা :—সীতো=রুদ্রের শক্তি। সীতা মহিমা মাহি=শক্তির (আপন) মহিমায়। রূপ=সৌন্দর্য্য। কথনে=বলা।

ভাষ্য :—কর্ত্তব্য সাধনে দৃঢ় কঠোরতার প্রয়োজন, কিন্তু কর্ত্তব্য সাধনে আনন্দও আছে। ইহা কেবল কঠোর নহে। কর্ত্তব্য কঠোর রামচন্দ্রের সহিত করুণাময়ী সীতাও তথায় আছেন।

৩৭—৪ না ওহ মরহি ন ঠাগে যাহি।
জিনকৈ রাম বসৈ মন মাহি॥

ব্যাখ্যা :—যাহার হৃদয়ে রুদ্র বাস করেন, সে কখনও বিনষ্ট হয় না, কিম্বা বঞ্চিত হয় না।

টীকা :—উহ=সে। মরহি=মরে, বিনষ্ট হয়। ঠাগে যাহি= ঠকিয়া যায়, বঞ্চিত হয়। বসে=বাস করে।

ভাষ্য :—অকাল রুদ্রের চিন্তায় যাহার মন আনন্দ সমুজ্জ্বল, ক্রতু সাধনের শক্তি রুদ্র যাহাকে দিয়াছেন, কোনও লোভই তাহাকে স্বাধিষ্ঠান হইতে বিচলিত করিতে পারে না। অতএব চিরকালের জন্য বিনষ্ট হওয়া তো দূরের কথা, সে কতক কালের জন্যও বঞ্চিত হয় না। "স্বল্পম্ অপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াত্।"

৩৭—৫ তিথৈ ভগত বসহি কে লোয়।
করহি আনন্দ সচা মনি সোই॥

ব্যাখ্যা :—তাহাই ভক্তের বাসস্থান। তাহার মন সত্যনিষ্ঠ অতএব তিনি সর্ব্বদা আনন্দে কাটান।

টীকা :—তিথৈ=তথায়। ভগত=ভক্ত। বসহিকে=বসতির। [বসহি=বাস করে। কে=কতিপয়।] লোয়=লোক, স্থান সোই=সে।

ভাষ্য :—কর্ম্মযোগে প্রতিষ্ঠিত হইলে তবেই প্রকৃত ভক্তির উদয় হয়। "কর্ত্তব্য আছে, অতএব কর্ত্তব্যের বিধায়ক ঈশ্বরও আছেন" এই ধারণা ক্রমেই জন্মে। অতএব কর্মযোগই ভক্তিযোগের ভিত্তিভূমি—ভক্তজনের বাসস্থান।

৩৮—১ সচ খণ্ড বসৈ নিরংকার।
করি করি বেখৈ নদরি নিহাল॥

ব্যাখ্যা :—সর্ব্বোচ্চ সত্যখণ্ডে নিরাকার রুদ্র বাস করেন। তিনি সৃষ্টি করিয়া করিয়া দেখেন, আর তাহার কল্যাণময় দৃষ্টিতে বিশ্ব আনন্দে পূর্ণ হয়।

টীকা :—সচখণ্ড=পরা ভক্তিযোগ। বসে=বাস করে। নিরংকার=নিরাকার। করি করি=সৃষ্টি করিয়া করিয়া। বেখৈ=দেখেন। নদরি=দৃষ্টিদ্বারা। নিহাল=আনন্দিত।

ভাষ্য :—অকাল রুদ্র সকল পদার্থের অন্তরালে অবস্থিত থাকিয়া, এই বিশ্ব গড়িতেছেন। তিনিই সকল আনন্দের উত্স। যখন যথায় যাহা কিছু আনন্দ জীব পায়, রুদ্র হইতেই জীব তাহা লাভ করে। পরাভক্তিতে প্রবেশ করিয়া (কর্তৃত্ব বিসর্জ্জন দ্বারা) জীব ও এই বৈকুণ্ঠের আনন্দ লাভ করিতে পারে।

৩৮—২ তিথৈ খণ্ড মণ্ডল বর ভণ্ড।
যে কো কথৈ ত অন্ত ন অন্ত॥

ব্যাখ্যা :—তথায় জগতখণ্ড, জগতচক্র ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই বর্ত্তমান। যে ইহা বলিতে যায় সে ইহার অন্ত পায়না।

টীকা :—তিথৈ=তথায়। খণ্ড—পৃথিবীখণ্ড। মণ্ডল—সৌর মণ্ডল, সৌর জগত। বরভণ্ড—ব্রহ্মাণ্ড। যে—যদি। কো—কেহ। যে কো—যে কেহ। কথৈ—বলে, বলিতে যায়। ত—তবে। অন্ত ন অন্ত—অন্ত নাই, অন্ত (নাই)।

ভাষ্য :—এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র রুদ্রই বর্ত্তমান। অতএব এই কথা কেমনে বলিয়া শেষ করা যায়।

৩৮—৩ তিথৈ লোয় লোয় আকার।
জিব জিব হুকমু তিবৈ তিব কার॥

ব্যাখ্যা :—সেই অবস্থায় সমস্ত সৃষ্ট লোক প্রকাশিত হয়। রুদ্রের যেমন হুকুম, সাধক তেমন তেমন করিতে থাকেন।

টীকা :—তিথৈ—সেই অবস্থায়। লোয় লোয়—লোক লোক, সর্ব্বজগত্। আকার—আকার গ্রহণ করে, প্রকাশিত হয়। জিব জিব—যেমন যেমন। হুকম—আদেশ। তিবৈতিব—তেমন তেমন। কার—কার্য্য।

ভাষ্য :—সমস্ত সৃষ্টির রহস্য যাহার নিকট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার আর কোনও পৃথক্ ইচ্ছা থাকে না। বিশ্বেশ্বর রুদ্রের ইচ্ছার সহিত তাহার ইচ্ছা সম্মিলিত হইয়া যায়। রুদ্রের আদেশ বলিয়া তিনি যাহা মনে করেন, সানন্দ চিত্তে সেইরূপই করিতে থাকেন।

৩৮—৪ বেখৈ বিকশৈ করি বিচার।
নানক কথনা করড়া সার॥

ব্যাখ্যা :—সাধক তখন সব দেখিতে থাকে, আর বিচার করিয়া আনন্দিত হয়। হে নানক এই সব তত্ত্ব অতি দুরূহ।

টীকা :—বেখৈ—দেখে। বিকশৈ—প্রফুল্ল হয়, আনন্দিত হয়। করি বিচার—ধ্যান করিয়া। কথনা—বলা। করড়া—উত্‌কট। সার—কঠিন বস্তু।

ভাষ্য :—এই আনন্দময় অবস্থায় কেবল আনন্দ ভোগ ছাড়া আর কিছুই নাই। এই সদানন্দ অবস্থার নামই মুক্তি। ইহা বলিয়া প্রকাশ করা কঠিন। রুদ্র ভক্তের নিকট প্রকাশিত হন, ইহা সত্য কথা। রুদ্র-দর্শনের আনন্দ অপেক্ষা উত্তর আনন্দ জীবের আর কী থাকিতে পারে?

পশ্যন্তি তে মে রুচিরাণ্য অম্ব সন্তঃ
প্রসন্ন বক্ত্রারুণ লোচনানি।
রূপাণি দিব্যানি বরপ্রদানি
সাকং বাচং স্পৃহণীযাং বদন্তি॥
ভাগবত—৩—২৫—৩৫

——o——

OPINIONS

ON

RAMACANDRA AND ZARATHUSTRA

-:o:-

প্রবাসী—Agrahayan 1341.

(Translated)

A detailed discussion of Ramacandra, the Prophet of India, and Zarathustra the Prophet of Iran, and their message is the subject matter of this book. The author has traced the relation of Zaroastrianism with the other Religions of the world, and specially its homogeneity with Islam, and the consequent affinity of Islam to Hinduism. The noble purpose of removing the Hindu-Muslim animosity, by explaining the root principles of Religion is the one object of the book. There are in the book theories and explanations with which we do not fully agree, but we express our genuine esteem for the book, which is an evidence of the deep erudition of the author. He has an equal comprehension of the Hindu, Muslim and the Iranian Scriptures. A list of contents and an index would have made for the convenience of the reader.

SRI CHINTAHARAN CHAKRAVARTY.

3. DESH, 27th Chaitra 1343, 10th April 1937

(Translated)

The main theme of the book is a comparative study of Hinduism and the Religion of Zarathustra, the Prophet of Iran. But from the beginning to the end the purpose is very patent, that if the Indian Hindus and the Musalmans give up their fanaticism and come to a mutual understanding in the light of the noble truths of the Iranian Religion, they will realise the essential unity that underlies all the three Religions, and be able to live in peace. This is what is intended by the Veda, and repeated by the various apostles. But unfortunately communalism has got hold ot the field at the present day and none is prepared to hear the words of reason. Yet it must be said that the aim of the author is a laudable one and the more of such discussions we have, the better it is for the country.

How could the author make time to study so many books, seems a mystery. His prodigious labour is simply wonderful, and we may repeat that there is no other book in Bengali which makes a comparative study of the religious philosophy of India and Iran with such zeal and devotion.

2. ANANDA BAZAR PATRIKA,

21-12-43, 4-4-37

(Translated)

The power of original historical research displayed in presenting Atharvan Zarathustra in popular language and easy style is really commendable.

4. HINDU MISSION 1339 (p. 167)

(Translated)

There is close kinship between the Hindus of India and the Ahura-worshippers of Persia. The Hindus have lost touch with the other branch, on account of their own indifference. We deeply appreciate the attempt of the author to spread a knowledge of the message of Zarathustra.

5. GAURA-DUTA, 17th Ashar 1340

(Translated)

The book is fascinating. It is impossible to praise too much the noble purpose, the deep knowledge and the wide comprehension of the author.

6. SJT. NAGENDRA NATH BASU

(of the Viswakosa)

Prachya Vidya Maharnav, 6-1-34

(Translated)

The book is charming. No one else has before made a comparative study like this of the religious Philosophies of Vedic India and Ancient Iran. The book deserves wide circulation.

7. BABU HIRENDRA NATH DUTTA,

M. A., B L.

—Vice-President, Theosophical Society,—(4-5-33)

(Translated)

I came across some new ideas in your book. Though I do not agree with all of them, your performance is really creditable.

8. BABU SRIDHAR MAZUMDAR, M A

The Vedanta Scholar, (Rampurhat, 15-1-32)

The book has given ample proof of your vast knowledge of the principal religions of the world. Cry for unity has been raised in every quarter, but your book alone supplies the key.

9. BABU JNAN CHANDRA BANERJEE

Sub-Judge, Bengal, 10-10-1932

What has impressed me profoundly is the author's deep learning in the bye-paths of Persian, Islamic and Zaroastrian literature which are generally taboo to the educated Bengali Hindu. A real entente cordial between Hinduism and Islam is only possible through finding out a common meeting place for their opposed cultures, as the author has clearly shown. Indeed, his ideas are all up to-date and remarkably free from the taint of orthodoxy, and his analysis of the mutual relation between Islam and Hinduism, between the Semitic and the Aryan cultures, and between nationalism and internationalism shows a keen insight. Every proposition enunciated by the author has been suported by authority which greatly encances the value of the book.

10. RAI BAHADUR GANESH CHANDRA DAS GUPTA, M. A, B. L.

Advocate, Barisal, 3-9-37.

(Translated)

I have been extremely glad to receive the loving present of your "Ramachandra and Zara-

thustra," May God make you ever happy and healthy and grant you a long life.

The work has been in conformity with the spirit of the present age. I have been filled with pleasure and admiration to read it. Your extraodinary erudition, originality, quest for truth and spiritual bent of mind, have glorified and illumined your uncommon patriotism. What you have written about Sikhism, with quotations in support, from the original Sikh Scripture, should be carefully read by all Indians. To quote from the original Scriptures of the Arabs, the Persians, the Hindus, the Jainas, the Buddhists and the Sikhs and state the views of Western Scholars on them, and then to support your well-thought out and strictly logical conclusions with quotations from the Vedas the Upanishdas, the Zendavesta the Yasna and the Gatha, is quite unique in Bengali literature.

It will prove of benefit to all concerned the Hindus, the Muslims, the Sikhs, the Parsis, the Jainas and the Buddhists. By seting out in simple language the original Slokas from the old and new Scriptures, and pointing out clearly their fundamental oneness of ideas and difference in practice due to ignorance, you have nicely brought about the unity of all religious faiths.

You have not betrayed any dislike to any religion. Having discussed the original texts with deep respect for the religions concerned, you have made the work very pleasant reading to all. Nobody has any reason to be impatient by differences of opinion with you. Though the subject is difficult, the simplicity of your language and the manner of your exposition of the original texts have made even the abstruse matters easily understandable. The work has been composed and printed to serve the ends of pre ching, and the price has been fixed as low as -/10/- per copy, without even the copy right being reserved and even that low amount you propose to spend as contributions from the Hindus the Parsis and Sikhs in the proportions of -/4/-, -/4/- & -/2/- respectively. Many people do not know that an old Gurdwara is located at Dacca. This is the meeting place of current Indian religious faiths. Discussion of historical facts in the light of logic and sentiment at the same time, has made your work an excellent production. May God make your work immortal as a pillar of your vast erudition perseverance and quest for truth, by giving wide publicity to it.

11. BABU DEBENDRA KUMAR BANERJEE, M. A.

Professor, Chittagong College,
10-12-32.

Your book embodies a scholarly and masterly assimilation of the priniples of the Vedic and the Islamic or rather the Avestan Cults, and brings out into prominence the delicious truths that the Islamic and the Vedic religions being fundamentally the same, the brotherly and the natural relation between the followers of Ramachandra and Zarathustra should be re-established, and the deplorable and deepseated antogonism between the bigoted Hindus and Muhammadans brought about only by parasitical accretions of ages should be annihilated root and branch, and proper fraternal feeling restored as between an Indian an Indian.

Your book will be hailed with delight by all lovers of humanity. It deserves wide circulation and sincere appreciation among the Muhammadans and the Hindus alike.

12. BABU GUPESWAR BANERJEE

Additional Sessions Judge, Jessore, 28-9-32.

It is a scholarly book, thougtful and well-written and shows deep erudition.

13. BABU JATINDRA MOHON SINHA,

Retired District Magistrate,
Beneres, 2-3-33

(Translated)

The book is an evidence of the deep learning, wide knowledge and the cogent reasoning of the author.

14. BABU GIRISH CHANDRA NAG,

Retired District Magistrate, 18-12-32.

(Translated)

You have brought a new angle vision. In these days of communal trouble, a study of this book will make the task of unity and friendship much more easy.

15. BABU KALIPADA MAITRA,

Retired Additional Chief Presidency
Magistrate, Munshigong, 19-1-33.

May you prosper and help in the reconciliation of factions apparently irreconcilable.

16, BABU SUKUMAR CHATTERJEE,

Inspector General of Registration. 19-1-33

(Translated)

This book shows deep and comprehensive research.

17. BABU GURUDAS SARCAR,

Deputy Magistrate 12.1-32

I cannot help being proud of such erudition in a brother officer, and I congratulate you most heartly on your scholarly work.

18. BABU JOGESH CHANDRA CHOUDHURY,

Deputy Magistrate, Rajbari. 26-2-33

'The exposition is masterly, clear and convincing. The conclusions are board-based on a wide and liberal outlook of life and things in general. Unquestionably your booklet has thrown a flood of light on the question of Indian nationalism from a new angle of vision. I have gone through it with great pleasure, and I must acknowledge, with profit.

19. BABU SATISH CHANDRA GHOSE,

Deputy Magistrate. 23-10-32

You have opened by it a new field for thought and study and your idea of bringing harmony between the Hindus and Musalmans by a study of the common culture of the two is surely a laudable one.

OPINIONS
ON
THE GITA GOVINDAM

1. ADVANCE (22-8-37)

Gita-Govindam or the Gita of Guru Govinda Sinha. Edited by Jatindra Mohon Chatterjee M. A., published by Sudhir Kumar Mukherjee, 376 A, Rash Behari Avenue. Ballyganj, Calcutta. Price four annas.

The author is a vastly learned scholar who is wellknown in religious circles, but he should be appreciated by the general public. It is amazing that he could have made such deep studies in spite of his onerous work as a Government servant. He has already published many books, which bear the stamp of assiduous research, not only on Hinduism, but also on its later developments namely Buddhism and Sikhism. As regards Parsi-ism he is perhaps the only Bengali who has deeply probed into it and his "Ramachandra and Zarathustra" is a wonderful exposition of the Sikh cult as the synthesis of Hinduism add Parsi-ism. His "Ethical Conceptions of the Gatha" is an exposition of the philosophy of Mazda-Yasna. He has also made translations of "Gatha or Hymns of Zarathustra

in English and Gujarati It need not be emphasised that such people are well fitted to pave the way to religious unity in this land.

In the unique picture in frontis-piece in this brochure under review, the author has depicted Guru Govinda, the foremost Sikh Guru, holding the stalk of the lotus, the heart of which is represented by Yogeswara Govinda (Krishna) who preached Raja-Yoga, the petal on the right is represented by Bhagwan Ramachandra who preached Bhakti-Yoga (incarnate), and that on the left is represented by Maghawan Zarathustra who also preached Bhakti-Yoga (formless) The top petal is represented by Mahavir Vardhaman, who preached Jnana-Yoga, and the bottom one isrepresented by Tathagata Gautama (Buddha) who is depicted as preaching Karma-Yoga (Ethics). Thus the unity of all Aryan religions is established.

In this spirit, the author goes on to translate the Gita Govindam or the Gita of Guru Govinda Sinha into English, Before appreciating the lofty idealism and preachings of the great Sikh Guru, one cannot miss the learned introduction of the author in which he shows that the Veda is the Scripture that is common to the five Aryan Churches, viz the Hindu, the Parsi the

Budhist, the Jaina and the Sikh Church. Buddhism and Jainism, he says, are anticipated by the Veda, and they may very well seek the support of the Veda. Hinduism, Parsi-ism are cults of devotion. Hinduism lays stress on the concrete or iconic aspect, Parsi-ism on the abstract aspect of worship and Sikhism combined the two.

"The difference in the stress laid on the iconic and an-iconic aspects, by the Indians and the Iranians respectively, had however far-reaching consequences. A Veda supplement or Atharva Veda was added to the original three Vedas. The Iranians, under the lead of Maghavan Zarathustra, composed the Bhargava section, and the Indians under the lead of Bhagawan Ramachandra compiled the Angirasa section of the Atharva Veda. This created a gulf of difference between the two branches, till Yogeswara Govinda (Krishna) reconciled their message by propounding the celestial Gita. It was, however, left to Ganadhara Guru Govinda Sinha to implement the ideal of the Gita in actual life."

The synthesis is appealing, and this view-point will help one greatly in appreciating the great Sikh Guru.

2. HINDU OUTLOOK (Delhi). 8-12-1937.

We would advise every Hindu and Sikh to acquire a copy of the Gita Govindam and read it thoroughly along with the Bhagavat Gita.

3. THE SIKH VIR, (Delhi). August 1937.

(Translated)

About Sikh Religion, this is the first book of its kind in Hindi or English. We have nothing but admiration for the book.

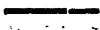
4. DESH, (Calcutta). 6th Kartik 1344, 23-10-37.

(Translated)

The author has succeeded in establishing in a few words, the intimate connection that there is between the Veda, the Gita, and the Gospel of Guru Govinda.

5. SARDAR BAHADUR SARDAR KAHN SINGH OF NABBA, 25-12-37.

I have gone through the booklet with great interest, and am much pleased to see the contents.



OPINIONS.

ON

THE PANCA DASI GITA

1. PANDIT S. D. SATWALEKAR OF SWADHYAYA MANDAL, AUNDH.

17-4-37.

The arrangement is so excellent that I wish to keep this book permanently on my table for ready reference. *Every Hindu must have a copy of this book.*

2. SWAMI SWARUPANANDA OF AYACHAK ASRAM, MANBHUM,

18th Agrahayana 1343.

(Translated)

Your deep learning and untiring labour is simply wonderful.

3. S. G. BHALERAO OF BHARADWAJA ASRAMA POONA

12-4-37.

I must say you have displayed in this book your wonted resourcefulness and a great synthetic ability to make it entirely a new Gita.

I very heartily welcome this your effort at synthesising the best elements of the ancient Indian Philosophic ideas, into a coherent reading that is calculated to advance the Thought, ennoble the Feelings, and enrich the Action.

4. **H. I. CHOPRA; M A.**
Professor, Sanatan Dharma College Lahore.
29-3-37.

The work shows a masterly exposition of the real and practical Hindu Religion. I have recommended the book to the Board for Theological Studies for prescription in I. A, and B. A. class in our college.

REVIEW
ON
PANCHADASI GITA

A significant book of Gita-mysticism, such as this book of Mr. Jatindra Mohon Chatterjee, M. A. B. C. S., drives straight to the centre to the spritual sources of India; and he has happily maintained throughout his work the characteristic oriental union of speculation and practice, of theory and art. He writes of a current of life whose essence he knows. Yet he adds to this primary and indispensable sympathy, a threefold objectivity, that of a scholar scientifically trained, that of the reader widely familar with western Literature on Ethics, and that of the Sociologist concerned

with the bearing of religion upon the health, of human institutions.

It is of high importance for the rapidly changing East, that a light so adequate should be thrown upon its ancient and perennial sources of strength. In the shock of social upheaval it is these sources that are likely to be discounted and jettisoned on the supposition that a modern society based on technology has no place for them, and on the kindred supposition that they have no interest nor function in such a world. It is seldom that our students of society appreciate that principle of alteration in the hygiene of the mind, whereby a mystical discipline remains an essential condition of the vigour and value of realistic enterprise, even of scientific fertility. Instinctively, the conservative impulses of Hindu piety, as seen in various plans of education, have attempted to maintain a liason between these elements. The instinct is sound; the new social streams will run shallow if they abandon the ancient springs, on the assumption that economy and its guides are competent to furnish all the vital equipment of a new order. But the validities of these spiritual arts need to be subjected to a deeper and more

objective analysis, capable of severely critical separation between irrelevant and essential factors. It is in this direction that the present study renders a definite service to the actual situation, not alone in India, but throughout the orient.

And not alone to the orient For mysticism which is spontaneously and lucidly depicted in this presnt work, is one of the common elements in World religion ; and and a study which, like this one, joins hands with the work of western scholar Rhys Davis, Foussin Jameswoods, Rudolf Otto, J. B. Pratt, Von Hugel, adds to the self-understanding of the race in its religious exprience, and in so far, to the moral unity of mankind.

The unique character of the work, and the lucidity of exposition of the subject matter are, however, the assets, on which this literary execution will count, and for which it will have a permanent claim upon the indulgence of the rerders who find an abiding interest in the study of the Indian thought.

SWAMI ADVAITANANDA, P. H. D.
(University of Tokiyo); 2-4-38.

OPINIONS
ON
THE ETHICAL CONCEPTIONS OF THE GATHA

1. Prof. A, V. WILLIAMS JACKSON

(Columbia University.)

I hasten to thank you for your welcome gift. I am glad to have your writtings to add to the collection of works on the subject.

16-12-1933.

2. POUR-I-DAVOUD.

(Santi Niketan. 15-1-32)

I pray unto Ahura Mazda that may you be successful, in placing before the public a wider knowledge, of the great Zaroastrian Religion and Iranian subjects. I thank you once again for the kind present.

3. Dr. BHAGAVAN DAS.

It seems to me that this aspect of the living Zaraoastrian religion, as a bridge between Vedism and Islam, has a great practical value at the present time in India. The author has demonstrated this aspect with a great wealth of learning in Zend, Sanskrit, Pali, Persian and modern western literature ; and the manner in which he has done it makes it a pleasure to walk with him in the high ways and by-ways of that learning. (16-9-34.)

4. **P. D. MARKER,**

(Market Building. Bombay, 1-3-33.)

You have rendered a great service to Zaroastrianism and to the intelligentsia of Bengal in particular, and the country in general by placing with conspicuous ability the Ethical Principles of the Gathas before the reading public.

5. **MODERN REVIEW.**

(Septembe, 1933.)

The so-called dualism of the Avesta is based on a mistaken notion, as Mr. Chatterjee is, we believe, *the first to point out.*

Mr. Chatterjee is a pioneer in the field he has chosen, and scholars all over the world will appreciate the thoroughness with which he has perfomed the task.

6. **M. R. VIDYARTHI,** M. A., B SC., LL. B.,

Advocate, Bombay High Court.
Ahmedabad, 25-10-32.

It is really a thought-provoking original work, and is a very valuable contribution to the philosophic and religious literature of the East. The author has rendered to the Parsis of India a service which they cannot repay

I for one dare not offer any critical review of the great book. I sincerely admire the great and noble effort of the very learned author.

7. K. NATARAJAN.

(The Indian Social Reformer, 23-10-37.)

My notes (what I believe) have brought some letters which to me are of permanent value. One of these is from Mr. Fakirji Bharucha whom I do not remember to have met. Mr. Bharucha did not write to me directly. He wrote a letter to the Bombay Centinel calling my attention to the Life and Teachings of Zaroaster, and recommending as a good exposition of them "The Ethical Conceptions of the Gatha" by Jatindra Mohan Chatterjee. I wrote to him asking for the name of the publishers He promptly replied by sending me with the characteristic Parsi generosity, a copy of the book. I have now rapidly perused it. I am deeply impressed by the wide range, the deep insight, and the monumental erudition of the auther, which are evident in almost every page. He is equally at home in Hindu, Gathic and Koranic literature between which he finds an intimate relation in many essentials. The teachings of Zaroaster he holds to be basic, that is to say, the source of inspriation to them all. The arguments with which he supports his main thesis, that the Pancharatara or Bhakti school of Hindu religious philosophy, the most popular

school, is directly traceable to the teachings of Zaroaster, are extremely cogent. I do not know whether any scholar has attempted to answer them. The book not only presents the, Parsian Prophet in a light that is altogether new to me and perhaps, to many others but it is a model of the synthetic method which holds the key to the problems of discordant world. It is a great event in one's life when one comes across a good book. I am grateful to Mr. Bharucha for introducting me to "The Ethical Conceptions of the Gatha." Incidentally, Mr. Chatterjee gives from the Urdu biography the correct version of the story about the contemplated conversion of Lala Lajpat Rai to which I referred. It was not Lala Lajpat Rai but his father Lala Radha Kishen who "was within an ace of giving the go-by to Hinduism and was saved from accepting Islam simply by the insistence of his wife." Mr. Chatterjee is led by the incident to the wistful reflection : "But for his mother's timely intervention, Lala Lajpat Rai would have been lost to Hindu India, like so many Lajpat Rais that have gone the way before him, and made themselves famous in Indian history, under the name of Mahabbat Khan (brother of Rana Pratap), Murshed Kuli Khan (a Maharatta Brahmin) or Sultan Jalaluddin (son of Raja Ganesh of Bengal.)

OPIINON ON THE GATHA

[Extract from the Presidential Address at the Indian Oriental Conference, 1933.]

By K. P. JAYASWALA Esqr. (Oxon)

Bar-at-law, at Nyaya Mandir Hall, Baroda.

Iranian and Hindu are the twin pulses of that whole grain which is known as Aryan Civilization. In the person of Sir Jivanji Modi, the two were united and his personality was a constant reminder of that unity in the Sessions of our Oriental Conference.

That unity, I am glad to see is being realised both here and in modern Persia which has deputed Pro. Davod, the leading Persian Scholar to Santi Niketan, whom we have elected as one of our sectional Presidents.

In India itself Dr. Taraporwala and others will no doubt carry on the mission of Sir Jivanji Jamshedji Modi.

It is a good sign to see Hindu Scholars like Mr. Jatindra Mohon Chatterjee taking up the study of the Iranian Gathas from the Indian point of view.

Amrita Bazar Patrika, 28-12-1933

BOOKS BY THE SAME AUTHOR

THE GURU-GRANTHA MALA SERIES

A. Veda—বেদ

1. VAIDIC GITA (বৈদিক গীতা). Selected Riks of the Veda arranged into 15 Chapters on the principles of Jnana, Bhakti and Karma Yogas.

Text in Devanagari and Translation in English. With Forword by Dr. Mahendranath Sircar.

Indispensable to every Brahmachari as the daily prayer-Book in the words of Veda.

Price—As. 8

(Samarth Bharat Press, 947 Sadashiv peth, Poona 2).

B. Atrhava-Veda—অথর্ব বেদ

1. PRISNI-GATHA (পৃশ্নি গাথা) or the Hymns of Ramacandra and Zarathustra. Text in Devanagari and Translation in English With forword by Mahamahopadhyaya Pandit Vidhu Sekhar Sastri. The foremost National songs of India and Iran.

Price—As. 8

Cherag Office, P. O. Navsari (Bombay)

2. GATHA (গাথা) or Hymns of Zarathustra.

Text in Devanagari, Prose order in Sanskrit, Grammatical notes according to Panini, Translation in English and Translation in Guzarati (by A. N. Bilimoria). This is the first time that the scripture is printed in Devanagari Script and thus made available to Indian Pandits.

Price—Re. 1

Cherag Office P. O. Navsari (Bombay)

C. Purana—পুরাণ

1. PANCA-DASI GITA (পঞ্চদশী গীতা) or The Gita rearranged into 15 Chapters according to the principles of Jnana, Bhakti and Karma Yogas—with the Riks of Veda interspersed.

Text in Sanskrit, with Translation and Exposition in English. With Forword by Hirendra Nath Datta. The readiest way to get to the Heart of the Gita—the Gospel of Life for every individual of any nation and every age.

Price—Rs. 1-8

(Samarth Bharat Press, 947 Sadashiv Peth, Poona 2).

D. Pitaka—পিটক

1. DHAMMAPADAM (ধম্মপদম্)

The Gospel of Gautama Buddha in 15 Chapters.

(In preparation)

2. MULA SUTRAM (মূল সূত্রম) or Uttaradhyana Sutram *i. e.* the Gospel of Vardhamana Jina in 15 Chapters

(In preparation)

3. JAPAJI (জপজী)

The Gita of Guru Nanak being the first chapter of the Guru Grantha Sahib. Text and translation in Bengali.

Price 8 As.

D. M. Library.
42, Cornwallis Street, Calcutta.

E. Agama—আগম

1. JAPJI (জাপজী) or the Gita of Guru Govinda Sinha. The Gospel that brought new life to the Hindu and the Parsis and saved them from annihilation.

Price—Re. 1

D. M. Library
42, Cornwallis Street, Calcutta

F. Expository

1. ETHICAL CONCEPTIONS OF THE GATHA

An exposition of the philosophy of Mazda Yasna, With Intdoduction by Dr. Bhagavan Das A comparative study of the worship of Indra and Varuna (*i. e.* Iconic and An-Iconic worship in the Veda).

Price- Rs. 2

T. B. Karanis Sons,
220–22 Barabazar, Fort, Bombay.

2. রামচন্দ্র ও যুদ্ধ (Bengali) *i. e,* Aggressive Vedicism or the organic connection between Hinduism, Parsi-ism and Sikhism With a Forword by Dr. Dinesh Chandra Sen.

Price—As. 10

D M. Library
42, Cornwallis Street, Calcutta.

3. RAMCHANDRA AND ZARATHUSTRA (English)

An exposition of the Sikh cult as the synthesis of Hinduism and Parsi-ism.

Price—As. 10

D. M. Library
Cornwallish Street, Calcutta.